# পত্রমালা

লীলা মজুমদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

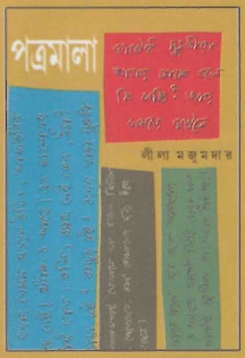


লীলা মজুমদার তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে অজেয় রায়, রেবন্ত গোস্বামী, প্রণব মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (বাদল বসু), রূপক চট্টরাজ প্রমুখ ব্যক্তির কাছে এবং দুই সন্দেশীকে যেসমস্ত চিঠি লিখেছিলেন সেগুলি এই সংকলনে প্রকাশিত হল।

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# পত্রমালা

লীলা মজুমদার

লা ল মা টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# পত্রমালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# পত্রমালা

## লীলা মজুমদার

অজেয় রায়  রেবন্ত গোস্বামী  প্রণব মুখোপাধ্যায়
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু [বাদল বসু]  রূপক চট্টরাজ
প্রমুখ ব্যক্তির কাছে লেখা

লা ল মা টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Patramala *by* Lila Majumdar

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০১৩

ISBN : 978-93-81174-19-7

প্রকাশক
নিমাই গরাই
লালমাটি প্রকাশন
৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
ফোন : ২২৫৭ ৩৩০০ / ৯৮৩১০২৩৩২২
ই-মেল : lalmatibooks@gmail.com

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

অক্ষরবিন্যাস
লালমাটি
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম : ১৫০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# প্রকাশকের নিবেদন

লীলা মজুমদার বিভিন্ন সূত্রে যে-সমস্ত ব্যক্তিকে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁদের সেই পত্রাবলির একটি অংশ 'পত্রমালা'-র অন্তর্গত করা হল। অনুজ সাহিত্যিকবর্গকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ দেওয়ার যে দৃষ্টান্ত এই চিঠিগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে, তার তুলনা দেওয়া কঠিন। প্রধানত নব-পর্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক হিসেবে এই পত্রিকার লেখকবর্গের মধ্যে অজেয় রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিশ্রুতিমান কথাসাহিত্যিককে লেখা চিঠিগুলি তাঁর স্নেহনিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে— এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অনুরূপ কয়েকখানি চিঠি লিখেছেন তাঁর কতকগুলি বিশেষ গ্রন্থের প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্সের তৎকালীন কর্ণধার দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুকে (বাদলবাবু) এবং রেবন্ত গোস্বামী, রূপক চট্টরাজ ও সন্দেশ পত্রিকাতে পাঠানো পত্রগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান সংকলন এই 'পত্রমালা' লীলা মজুমদারের লেখা অজস্র চিঠিপত্রের একটি অংশমাত্র। অন্যান্য চিঠিপত্র আবার যখন সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, তখনই শিশুসাহিত্যের অন্যতম এই ধাত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আমরা প্রকাশ করতে দেরি করব না।

এই সংকলন গ্রন্থটি সংকলনকালে যাঁরা আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রয়াত অজেয় রায়ের পত্নী, তাঁর কন্যা ও আত্মীয়বর্গসহ, রেবন্ত গোস্বামী, প্রণব মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, রূপক চট্টরাজ এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অনাথনাথ দাস, অমল পাল, সোমা মুখোপাধ্যায়, সুবিমল লাহিড়ী, সৌম্যেন পাল, সুগত রায় প্রমুখ গ্রন্থরসিক আছেন। এঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা রইল।

১৫ অগাস্ট ২০১২

লীলা মজুমদারের মূল চিঠির বানান অপরিবর্তিত রইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# ভূমিকা

লীলা মজুমদার যা-কিছুই লিখুন না কেন, তা-ই যে আমাদের মনোহরণ করেছে, আর এই বুড়ো বয়সেও তার অম্লমধুর স্বাদ লেগে রয়েছে আমাদের স্মৃতিতে, তা সে তাঁর গল্পই হোক বা অন্য কোনও লেখা, তার একটা মস্ত কারণ অবশ্যই তাঁর মন্ত্রপূত গদ্যভাষা। ভাষা তো নয়, যেন জাদুকরের হাতের ছড়ি, যার ছোঁয়া লাগলে পুতুলও প্রাণ পায়, আর যে-কোনও জড় বস্তুত যেন নিমেষে স্বতশ্চল হয়ে ওঠে।

'লালমাটি' থেকে ইতিপূর্বে ছয় খণ্ডে বেরিয়েছে তাঁর রচনাসমগ্র। এবারে বার হল নানানজনকে লেখা তাঁর পত্রমালা। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এখানেও রয়েছে তাঁর ভাষার সেই জাদুদণ্ডের ছোঁয়া, কাজের কথায় ভর্তি চিঠিকেও যা অতি অনায়াসে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে আনে।

সবচেয়ে জরুরি কথা, লীলা মজুমদার মানুষটি যে কেমন ছিলেন, কতটা স্নেহময়ী ও বয়ঃকনিষ্ঠদের ভালমন্দ সম্পর্কে কতটা উৎসুক, এই চিঠিগুলি না-পড়লে তো সেটা জানাই যেত না।

১৬.০১.২০১৩

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলা মজুমদারের পত্রসংকলন

অজেয় রায়কে লেখা

রচনাকাল ১৯৬৮-১৯৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১

৩০ চৌরঙ্গী, কলকাতা ১৬
১৮.৩.৬৮

স্নেহের অন্তু,

তোমার ট্রয় প্রবন্ধ বৈশাখে ছাপছি। গল্পটা পেছিয়ে দিলাম। হয়তো পূজো অবধি স্থগিত রাখব। কারণ তার আগে একটা series ছাপতে চাই। ট্রয়; ডেড্ সী স্ক্রোল্স্; আর গোবি মরুভূমিতে কি সব রোমাঞ্চময় আবিষ্কারের কথা বলেছিলে, সেই। এর মধ্যে কোনোটাতে আপত্তি থাকলে, ইন্কাদের কি মায়া, agtec সভ্যতা, দিতে পার। তবে তার কিছু সন্দেশে বেরিয়েছে; সেসব বাদ দিও। নয়তো আর কিছু জানা থাকে যদি, Heliopolis দিতে পার।

আরো অনেক সহজ ভাষা চাই। যে ভাষায় তুমি আমি গল্প করি সন্ধ্যেবেলায়, ঠিক সেই ভাষা। ট্রয় প্রবন্ধের ভাষা কিছু কিছু সরল করেছি।

আমাদের ২৪শে যাবার কথা। উনি যাবেন-ই। আমার একটা বিশেষ কাজে ৩/৪ দিন দেরি হতে পারে।

ভালোবাসা নিও।
আ: লীলাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২

Suite 8; 30 Chowringhee Rd; Cal.16
13.3.69

স্নেহের অন্তু,

ভালো খবর এই যে সন্দেশ চলবে। কিঞ্চিৎ অর্থ জোগাড় হয়েছে। কিন্তু পত্রপাঠ তুমি একটা drive দিয়ে কিছু গ্রাহক বাড়াও। যেন সোজা আমাদের আপিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বাৎসরিক মূল্য সডাক ৯.৫০ এবং হাতে নিলে ৯.০০, এ তো জানই। প্রার্থীরা একেবারে যেন টাকা দিয়ে গ্রাহক হয়। কিম্বা তাদের অভিভাবক কেউ 'প্রথম সংখ্যা ভি-পি তে পাঠান' বলে একটা official চিঠি— আমাদের কার্যালয়ে পাঠান। বলেছি না কাগজ একটা হাতে না থাকলে আমি বাঁচব কি করে?

আরেকটা কথা, পত্রপাঠ একটা খুব ভালো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দাও। তোমার কাছে মালমশলা জমা আছে জানি। তার থেকে 'বিজ্ঞানের বিস্ময়' জাতীয় কিছু এখনি আমার ঠিকানায় পাঠাও। Properly authenticated হওয়া চাই। Ref. বইয়ের নাম দিও। নিশ্চয় পাঠিও। আমরা ২৩শে মার্চ সকালের গাড়িতে গিয়ে ৩০শে সকালে ফিরব ভেবেছি। আপাততঃ সবাই ভালো আছে। তোমরাও তাই আশা করছি। তোমার গল্প কি সন্দেশের জন্যেই রাখব নাকি? কি যে খুসি লাগছে কি বলব। তবে গ্রাহক না বাড়লে কত দিন এভাবে চলতে পারে জানি না। ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বাড়িতেও একদিন ঘুরে দেখে এসো মালী কেমন আছে।

ভালোবাসা নিও।
আ: লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩

Suite 8; 30 Chowringhee Rd; Calcutta16
6.10.69

স্নেহের অন্তু,

বড়ো ক্ষুব্ধ হয়ে এ চিঠি লিখছি। খোঁজ নিয়ে জানলাম পূজা সংখ্যায় তোমার লেখা যায় নি। যদিও আমি বিশেষ করে বলে গেছিলাম যে বড়টার জায়গা না হলে 'অঙ্ক স্যার' যেন নিশ্চয় যায়। কি আর বলব। এত ক্ষুণ্ণ হয়েছি যে ভাবছি আগামী কমিটি মিটিংএ সম্পাদনা ছেড়ে দেবার কথা বলব।

তুমি এত খাটলে আমাদের জন্যে আর তোমার লেখাই দিল না। মন বড় খারাপ। বলেছিলাম যেগুলো বেছে দিয়েছি, নেহাৎ জায়গা না হলে, আমার গল্প বাদ দিতে। কিছু বলার নেই।

ওখানকার কোনো গ্রাহকের বাবা অতিরিক্ত কড়া চিঠি লিখেছেন কারণ ভাদ্র সংখ্যা যায় নি। অথচ দুবার কাগজে ছেপে দিয়েছিলাম যে ভাদ্র-আশ্বিন একসঙ্গে পূজা সংখ্যা হয়ে চারগুণো হয়ে বেরুবে। মাঝে মাঝে বড় নিরাশ লাগে।

আশা করি সবাই ভালো আছে। রেন্টুর মার কথা কিছু জান তো লিখো।

ভালোবাসা নিও।

লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪

৩০ চৌরঙ্গী, কলকাতা ১৬
১৩.৮.৭০

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম। লেখাটা বেজায় ভালো করে ফেলেছিস তাই এতদিন ধরে দূরবীণ দিয়েও খুঁৎ বের করতে পারছি না। দেরি করার এই হল একমাত্র কারণ।

আমরা ভালোই আছি। ২৩শে রবিবার ওখানে যাবার ইচ্ছা। মোনা পিয়ারা হয়তো ২২শে সেপ্টেম্বর আসবে। তারপর ২৫শে ভাইঝির বিয়ে। কাজেই ও-মাসে যাওয়া মুস্কিল। অক্টোবরে যেতে পারব মনে হয়, নাতনিদ্বয় সমেত। খুব কম লিখছি, কিন্তু একটু বড় করে লিখছি।

ভালোবাসা নিস।
লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
২০.৮.৭০

স্নেহের অন্তু,

শ্যামরতনদার চিঠিতে তোমার বাবার কথা শুনে অবধি কেবলি তোমাদের কথা মনে হচ্ছে। তোমার মাকে আমার আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি জানিও। দিন কেটে যাবে, সময়ই হবে তোমাদের প্রধান সহায়। সর্বদা তোমাদের শুভ কামনা করি।

আমরা ২৩ শে রবিবার সকালের দিকে যাব ভেবেছি। পুচকে হয়তো আমাদের সঙ্গে যাবে। দিন সাতেক থাকব। ততদিনে সম্ভবত তোমাদের করণীয় কাজ সব হয়ে যাবে। তোমাদের বাড়িতে একদিন যাবার ইচ্ছা আছে।

পুজোয় বেশি লিখছি না। আজ বেতার জগতের জন্য একটা গল্প শেষ করলাম। ওখানে গিয়ে দুটো তিনটে লিখতে হবে। একটা 'আগামী'র জন্য, একটা 'দেয়ালা'র জন্য। আরেকটা হয়তো হয়ে উঠবে না। কারণ 'পাখির' শেষ চার অধ্যায় করে ফেলতে চাই। 'পাখি' পড়ছ কি?

তুমি রোজ আসবে বলে আশা করে থাকব। তোমার কথা 'আগামী'র লোকেদের বলেছি। পূজার পর তোমার লেখা পাঠাব বলেছি। ওদের ঠিকানা লিখে রাখ:—

শ্রীপ্রসূন বসু,
'আগামী',
১৯ ডা: শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৯

তৈরি কিছু ভালো থাকলে আমার হাতে দিয়ে দিতে পার। আমার কাছে লেখা নিতে ওরা ১লা সেপ্টেম্বর আসবে বলেছে।

ভালোবাসা নিও।
লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
১৭.১১.৭০

স্নেহের অন্তু,

এই রবিবার ২২শে, সকালের দিকে তোর মেসোমশাই গাড়িতে করে পৌঁছবেন। আমার কেন যাওয়া হবে না, সে তো জানিস্‌ই। ওঁকে খুব দেখাশুনো করবি। অবিশ্যি লোচনও সঙ্গে যাচ্ছে। শ্যামরতনদাদের জানাস্‌। মুসুর পাণ্ডুলিপি অলকাকে দেওয়া হয়েছে। শনিবার সন্দেশের বার্ষিক অধিবেশনে সত্যজিৎ নিজের থেকে বলল তোর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ছোটোদের লেখক হবার সব সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আমি বানান ইত্যাদির কথা নিয়ে অযথা কথা বাড়ালাম না!!

আশা করি সকলে ভালো আছিস। সেই ৫-জনকে আদর জানাস্‌। দিদিমাকে তার উপর প্রণাম।

AMARBOI.COM

আ:
লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
১.১২.৭০

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম। তোর মেসোমশাই এখন প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। প্রথম তিনদিন বড়ই কষ্ট ছিল। এখন রুগি দেখতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের ফ্ল্যাট রং হচ্ছে, কাজেই বুঝতে পারছিস্ কি হরিবল্ ব্যাপার। সবচেয়ে মজার কথা হল যে তোর মেসো আর তাঁর দুই নাতনি এই ওলট-পালট অবস্থাটা বেজায় উপভোগ করছে। নাকি এর মধ্যে ভারি একটা cosy ভাব আছে। মোনার বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। পিয়ার হয়ে গেছে। মোনা ভালোই করছে মনে হয়। পিয়ারটা কহতব্য নয়!! তবে স্কুল থেকে আশ্বাস পেয়েছি যে তুলে দেবে। কিন্তু আসছে বছর খু—ব খাটতে হবে। একজন টিউটর রাখতে হবে। বাংলা আর অঙ্ক পড়াবে। এই সব নিয়ে ব্যস্ত আছি। লেখার সময় পাচ্ছি না। মনুজদাকে বলিস্ উনি ভালো আছেন। শ্যামরতনদা আর তোর জ্যাঠামশাইদের আমাদের কথা বলিস্। বোধহয় উক্ত শ্যামরতনের কাছে শুনেছিস্ যে সন্দেশের পাঠক মহলে তোর জয়জয়কার। অনেকেই পূজা সংখ্যায় তোর গল্পকে প্রথম স্থান দিয়েছে। অনেকে তার পর মামাবাবু আবার কোন অ্যাডভেঞ্চারে জড়িত হলেন জানতে চাইছে। লেখ্ আরেকটা। এটা ছাপার চেষ্টা করা যাবে এখন। ততদিনে দ্বিতীয় উপন্যাসও সন্দেশে বেরোক। আমরা পৌষে গিয়ে ৭ দিন কাটাব ঠিক করেছি। দ্যাখ্, এখন শেষ রক্ষা হলে হয়। আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮

৩০ চৌরঙ্গী, কলকাতা ১৬
১৩.১.৭১

স্নেহের অন্তু,

এর আগের বড়ো চিঠি পেয়েছিস্। এবার একটা কাজে লিখছি। আনন্দবাজারের সোমবারের সংখ্যায় ছোটোদের আসর এতদিন মৌমাছি চালাতেন। তিনি এখন দীর্ঘ ছুটিতে, তারপর অবসর। শক্তি চট্টোপাধ্যায় আসর চালাচ্ছে। কাল এসে আমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করে গেল। তোমার প্রবন্ধের কথা হল। বিশেষ করে সহস্র বুদ্ধের গুহা, ট্রয়ের সম্পদ, ডেড সী লিগন এই তিনটি ওরা চায়। আমি বলেছি সন্দেশে বেরিয়েছিল। ওরা আরো সংক্ষেপ করতে বলছে। যাতে একেকটা আনন্দবাজারের ছোটোদের পাতার আধ কলাম হয়। তিনটিই লিখে পাঠাবি, (১) (২) (৩) সংখ্যা দিয়ে। কিন্তু এক সঙ্গে একটা বড় লম্বা খামে, মনে হয় রেজিস্টার করে পাঠালেই ভালো। নাম ঠিকানা হল:— শ্রী শক্তি চট্টোপাধ্যায়, C/O আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ১। পত্রপাঠ পাঠাবি। সঙ্গে একটা চিরকুট দিস্, তাতে লিখিস্, 'শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের আদেশ অনুসারে।' ব্যস্, তারপর আরো ঐ রকম informative লেখা তৈরি কর। ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সাগর-তত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, গ্রহ-তারা, সব চলবে। বলেছি তোর কাছে নিয়মিত লেখা পাওয়া যাবে। খুব সহজ সরস ভাষা, without ন্যাকামি। জানিস্ তো কেমন চাই। বানান হইতে সাবধান। আছি ভালোই। ল্যাজ-কামীদের স্কুল খুলেছে।

ভালোবাসা নিস্ সকলে।

ইতি।

তো: লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬০ চৌরঙ্গী; কলকাতা ১৬, ১৩/৯/৭৯

স্নেহের বন্ধু, এর আগের দুটো চিঠি পেয়েছি। এবার একটাই কাজ দিয়েছি। আনন্দবাজারের সোমবারের সংখ্যায় খেলার পাতার — এতদিন মতি নন্দী চালাতেন। তিনি এখন দীর্ঘ ছুটিতে, দেশের বাইরে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় পাতার চালাচ্ছে। কাল এসে আমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করে গেল। তোমার প্রস্তাবের কথা শুনল। বিশেষ করে সংগ্রহ বুদ্ধের স্তূপ, খুঁটের সন্ধান, ভেড় টান নিয়ে, এই জিনিষ ওর চাই। আমি কয়েকটি সংখ্যায় পাঠিয়েছিলাম। ওর আগে অন্যান্য সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। যদি আনন্দবাজারের খেলার পাতার অনেক সম্ভাবনা হয়। জিনিষটাই দিয়ে পাঠাও, (১)(২)(৩) সংখ্যা দিয়ে। কিন্তু এর সঙ্গে একটাই দু সংখ্যা পাঠাবে, যাতে শেষ হয়ে পাঠাতে লাগে। নাম ঠিকানা হল:- শ্রী শক্তি চট্টোপাধ্যায়, c/o আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ১। খুব তাড়াতাড়ি পাঠাবে। সাথে একটা চিরকুট দিয়ে,

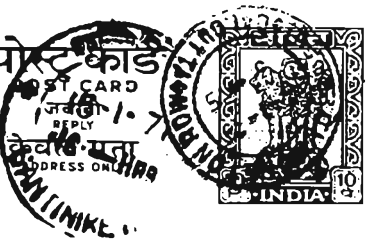


Sri Ajeya Ray.

Ajayadri

Sevapalli

P.O. Santiniketan

dist. Birbhum

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
১.২.৭১

স্নেহের অন্তু,

উনি কাল বেলা ১১টায় সুস্থ দেহে ও প্রফুল্ল চিত্তে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে লাউয়ের উপঢৌকন। তার জন্যে বিস্মিত হলাম; এত বড়টা গজালি কি করে? লেখাটা পড়ে ফেললাম ও মনোনীত করলাম। হয়তো গ্রীষ্ম সংখ্যায় জায়গা হতে পারে। খুব ভালো রোমাঞ্চময় গল্প লেখ্, পূজার জন্য। গতবারেরটা পড়ে সবাই খুব খুসি। কেউ পড়ে না, এ ধারণা তোর ভুল। যারা পড়ে না, তারা পথে পথে হাঙ্গামা করে বেড়ায়, বই পত্রিকা নিয়ে মাথা ঘামায় না, এ-কথা ঠিক। কিন্তু তারা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের ধারক এবং বাহক নয়। যদি দেশটাকে বাঁচাতে চাস্, সে-সব জিনিস বাঁচাবার মতো, সেগুলোকে তোরা রক্ষা না করবি তো করবে কে? আমাদের তো দিন ফুরিয়ে এল। তবু একবার ও মনে হয় না বৃথা সময় নষ্ট করেছি। জিনিসপত্রের কাজ ফুরোয় কিন্তু চিন্তার কাজ কখনো ফুরোয় না। লিখে যাবি। ছোটোবেলায় কার জানি একটা কবিতা পড়েছিলাম, ঝরণা বলছে কবিকে,

"Give, Poet, give;
Thus only shalt thou live.
give as we give unhidden
To turn and rillet and burn..."
আর যদি কখনো ঝরণার বা কবির দুর্বুদ্ধি হয়, যদি সে
"say to thy heart be still, be still
Let thy murmur die with the rill".
তাহলে সব শুকিয়ে যাবে, অনর্থ হবে।
"Then should the glittering grey sea-things,
sigh as they wallero the under spring



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...and even they rich heart, o Poet, Poet,
Even they rich heart run dry!"

তাই কখনো হয়? তবে জন্মেছিলি কেন?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমাকে ফোন করে জানিয়েছে যে তোর লেখা পেয়েছে ও খুব ভালো লেগেছে। এ তিনটে বেরোক। পরে আরো পাঠাস। ওরা পয়সাকড়ি দেয় বই কি। বেজায় বেশি না হলেও, কিছু কিছু দেয়। আর খ্যাতি দেয়। সেটার তোর এখনো দরকার আছে। লোকে চিনুক তোকে। আমার একটা আজগুবি গল্প দুই সংখ্যায় বেরুবে। পড়িস্। যদিও খুব একটা ভালো হয় নি। একটু মজা করা, এই পর্যন্ত।

বংশগত ল্যাজের ন্যায্য উত্তরাধিকারীরা দিব্য আছে। নতুন বছরের পড়াশুনোয় খুব উৎসাহ দেখছি। ছুট্‌কিটার বিশেষতঃ! আমরা ঈস্টারে যাব ঠিক করেছি। তার মানে এপ্রিলের গোড়ার দিকে। তার আগে পারব মনে হয় না। ঐ যে বললাম ফেব্রুয়ারিতে হয় তো সাহিত্য আকাদেমির বার্ষিক অধিবেশন হবে দিল্লীতে। আর মার্চের শেষটা খুব বেশি ঈস্টারের কাছাকাছি। তেমে কিচ্ছু লিখছি না। ঝোপের আড়ালে শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছি আর থাবা চাটছি। National Book Trust-এর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছি, ছোটবেলার background নিয়ে লিখেছি। একটা বড় উপন্যাস মনে দানা বাঁধছে। তবে সেটা বড়দের জন্য। পূজা সংখ্যার জন্য এবার আজগুবি উপন্যাস লিখব ওদের বলে রেখেছি। সেটার কথা দিনের মধ্যে পঁচিশবার ভাবি। তোরটাও অনেক ন্যাগে থাকতে পাঠাস। আপাততঃ হাঁপাচ্ছি আর থাবা চাটছি। হিংশ্রে জন্তু হই, ৩ সাবধান। Orient Longman-এর সঙ্গে মনোমালিন্য চলছে। ওরা বলছে $12\frac{1}{2}$% royalty দেবে, দু-হাজার ছাপবে, অথচ artist-এর খরচ author-কে দিতে হবে। বলে দিয়েছি ওতে আমি রাজি নই। কি আহ্লাদ বল্ দিকিনি!

ভালোবাসা নিস্ সকলে
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০

৩০ চৌরঙ্গী, কলকাতা ১৬
৩.১১.৭২

স্নেহের অন্তু,

তোর চেয়ে আমাদের শতগুণ মন খারাপ। নভেম্বরেও যাওয়া বন্ধ। ডাক্তারের হুকুম। তবে রিপোর্টটা যতটা ভেবেছিলাম, তত খারাপ নয়। তবু যথেষ্ট সাবধান হওয়া দরকার। খাওয়াদাওয়ার আরো ধরকাট। নুন এক রকম বন্ধ। তাতে ওঁর কোনো আপত্তি নেই। বলছেন নুনটুন নাকি টের পান না!!

এখন আশা করে আছি ডিসেম্বরের গোড়ায় যাব, উৎসবের পর ফিরব। তোর বোনের বিয়ে কবে? ঐ সময়ে যদি শান্তিনিকেতনে হয় তো বেশ হয়। কলকাতায় করিস্ না, বড্ড খরচা। তোর গল্পের ভূরি-ভূরি প্রশংসা পাচ্ছি। শিশুতীর্থে আমার 'শব্দ' গল্পটি পড়িস্। না পেলে জানাস্, নিয়ে যাব।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খবর লিখে পাঠাবি। ভাইরির কদ্দুর?

ভালোবাসা নিস সকলে।

ইতি।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
৭.৩.৭৩

স্নেহের অন্তু,

কি ভালো তারিখটা দেখতে বল দিকিনি! আমার আগের চিঠিও নিশ্চয় পেয়েছ? কি রকম ঘন ঘন লেখা ধরেছি, বল। আসলে এ চিঠিটার একটা উদ্দেশ্য আছে। "এশিয়া"র কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছেন যে ওঁরা উপেন্দ্রকিশোরের সমুদয় রচনাবলীর ডি-লুক্স এডিশন দুই ভল্যুমে, জীবনী, ভূমিকা, টিকাদি দিয়ে প্রকাশ করবেন। আমাকে সম্পাদনার ভার দিতে চাইছেন।

১৯১৩ সালে 'সন্দেশ' বেরুবার পরের রচনার কপি পেতে অসুবিধা নেই। আগেও যে-সব লেখা পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল সেগুলি পাওয়া যাচ্ছে। গোল বাধছে তখনকার সখা, সাথী ও মুকুলে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়ে। সেগুলো পাচ্ছি না। গ্রহ-নক্ষত্রের বই ছিল, পাচ্ছি না।

মানিক বলছে শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিতে ঐ পুরনো পত্রিকাগুলি নাকি আছে। বইটিও থাকতে পারে। ও বলছে পাঠ-ভবনের পুস্তকালয় বিভাগে আছে। একটু খোঁজ নেবে কি? স্বপনকেও লিখেছি যদি কিছু সাহায্য করতে পারে। ওর সঙ্গে, বীরেন বন্দ্যোর সঙ্গে, বিমল দত্তর সঙ্গে যদি পার একটু কথা বলবে!

আমাদের যাবার কথা ১৬ই মার্চ। দিন দশেক থাকার কথা। অনুসন্ধানের ফলাফল তখন জানিও। যদি কোনো কারণে না যাই, তাহলে লিখে জানাবে। খবরটা খুব দরকারী।

আরেকটা কথা। তোমার লেখাটা শুরু করে ফেল। মানিকের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, ১৩৮০ সালে সন্দেশে দুটো দুটো করে চারটি ধারাবাহিক বেরুবে। প্রথম ৬ মাসে আমার এবং শিশির মজুমদারের উপন্যাস। দ্বিতীয় ৬ মাসে মানিকের নিজের এবং তোমার উপন্যাস বেরুবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখ, ওরকম আঁৎকে উঠো না। আমারটার শেষ হলে তবে তোমারটা শুরু হবে। যদি বল যে ৬টা অধ্যায় ধরে তোমারটা চলবে না, তা হলে না হয় আমারটা ৭ মাসে শেষ করব। তোমারটাতে ৫টা অধ্যায় থাকবে। যে-রকম বললে তাতে ৫/৬টা অধ্যায় হবে বলে মনে হয়েছিল। তোমাকে বিশেষ সম্মান দিয়ে সত্যজিতের ডান হাতে বসাচ্ছি। এর হেলা-ফেলা কর না। সেই ৫/৬ জন ভালো তো?

ভালোবাসা নিও।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
২.৬.৭৩

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম। ঊষা ভট্টাচার্যদের বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে ক-দিন কোনো কাজ করতে পারে নি। পর্শু ফোন করেছিল। তোর দুটো গল্প দিয়ে বই ছাপার কথা বলেছি। মঙ্গলবার এসে গল্প দুটো নিয়ে যাবে বলেছে। জ্যৈষ্ঠের সন্দেশে তোর মার্কোপোলো বেরুল। আবার দেখছি সূচিপত্রে নাম দিয়েছে অজয় হোম!! কি যে করি।

আমার সম্পাদনার কাজ চলছে। রবীন্দ্রভবনের জানকী দত্তকে কপি করার জন্য বাকি ২৫ টাকা মনি অর্ডার করেছি বেশ ক-দিন হল। রসিদ পাইনি, খবরও পাইনি। একটু গিয়ে যদি খোঁজ নিতিস বড় ভালো হত। বাতাসবাড়ি কেমন লাগছে? আনন্দ পাবলিশার্সের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরা বইটা ছাপবে। তোর লেখাটা দেরি করলে চলবে না। আমারটা হয় তো পূজার পরেই শেষ হয়ে যাবে।

তোর কাছ থেকে পূজাসংখ্যার জন্য গল্পের কথা বলেছিলাম। শীঘ্র দিস্। ওঁর শরীর থেকে কিছুতেই জ্বরটা ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। রোজ ৯৯.৪। ঘাড়ে ব্যথা একটু কম। কলারটা এসেছে। বিকট।

ভালোবাসা নিস্। উত্তর দিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
২১.১.৭৮

স্নেহের অম্ভ,

মোটেই উত্তরণ করিনি। শহরটা এতদিন ওঁৎ পেতে ছিল। আসবামাত্র গ্রাস করেছে। ব্যাঙ্ক, গ্যাস্ কোং, ট্যাক্স, দোকান, মিটিং। তোদের আর চিঠি লেখা হয়নি। কাল বই নিয়ে শিশির এসেছিল। সাফল্যের চোটে বেশ মোটা হয়েছে। উনি ওকে ডন-বৈঠক করতে বললেন। তারপর রবীন্দ্রলালের স্ত্রী প্রতি বছরের মতো, এবারো পুলি পিঠে পায়েস নিয়ে এল। শিশিরকেও খাওয়ালাম। আরেকটা বই নিয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স, 'ব্রান্টালুসির দুর্ঘটনা।' বিমলা তোর বই ছাপা শেষ করেছে। দাদাগুটা করছে। সেই সঙ্গে শিশিরেরটাও। না-ছাপার দুঃখ শিশিরের ঘুচল। আজ মহাবোধি সোসাইটির হলে আশাপূর্ণার সম্বর্ধনা হবে। তারপর একবার 'এশিয়া'তে গিয়ে, ৯ কপি রচনাবলী (২) নিয়ে আসবার চেষ্টা করব। 'ভূতোর ডাইরি' প্রেসের জন্য তৈরি। এসে অনেক কাজ করে ফেলেছি। 'যাত্রী'-ও রেডি। মিত্র ঘোষকে দিয়ে দেব। তবে এখন আশাপূর্ণার ছাড়া কারো বই কেউ ছাপবে মনে হয় না।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৪

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
২৪.১.৭৮

স্নেহের অন্তু,

হতাশার কারণ নেই। সন্দেশ গেলে তোরা তো অনাথ হবি, আমি স্রেফ পটোল তুলব !! তাই অত সহজে ছাড়ছিনে। ঐ 'পক্ষিরাজ' বার্ষিকীটি যারা বের করেছিল, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছি। হয়তো একটা সুরাহা হয়েও যাবে। গত রবিবার আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। এই রবিবার নিনিরা আসবে, (বলাবাহুল্য ভাইপো গেছোদাদা হবে)— আরো কিছু কথা এগোবে আশা করছি। ওরা যদি সমস্ত sales আর পরিবেশনার ভার নেয়, (টাকা আদায়, প্রেসে ঘোরাফেরা ইত্যাদি তার মধ্যে পড়বে) আর আমাদের হাতে সাহিত্যিক দিকটা থাকে, তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কাগজপত্র কেনা, প্রকাশনার হাজার রকম কাজ সব তাহলে ওরা করবে। আমরা লিখব, আঁকব, প্রুফ্ দেখে দেব। এই ব্যবস্থা যদি হয় তো সবাই বেঁচে যায়। ওদের মধ্যে কাউকে কাউকে share-holder হতে হবে; একজনকে managing committeeতে co-opt. করা যাবে; সন্দেশে ওদের নাম থাকবে। আদায়ের একটা অংশ ওদের দেওয়া হবে, একেবারে লেখাপড়া করে। এই রকম ভেবে রেখেছি। বিজ্ঞজনের পরামর্শ-ও নিয়েছি। কাজেই কলম তুলে ঐ ধারাবাহিকখানি চালিয়ে যা দিকিনি।

আমার ভাইবোনরা আসছে মাসে আমার জন্মজয়ন্তী করবে বলে টাকা জমাচ্ছে, ফন্দী আঁটছে। এদিকে তোর মেসোর সামান্য জ্বর হয়েছে কাল থেকে। এ-বেলা প্রায় ছেড়ে যাবার মতো। আর না এলে নিশ্চিন্ত হই।

মৃণাল দত্তকে রেগেমেগে চিঠি লিখেছিলাম। আজ চারখানি বই আর ব্যাকুলতাপূর্ণ এক চিঠি পেলাম। সন্ধ্যায় আবার ফোন্-ও করল। শরীর খারাপ, ১৫ দিন ধরে সর্দি কাশি জ্বর ভাব। বৈষয়িক অবস্থা মন্দ, তাই আমার সামনে আসতে পারছে না। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আরো বই এবং টাকাকড়ি নিয়ে নিশ্চয় আসবে। এই সব বলল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমলা, নির্মল, মনোমোহন, নাথ, কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। শিল্পী তাপস দত্ত বলে গেল নাথ আমার 'দুলিয়া' বই এখনো ছাপা শেষ করেনি। ওদের সঙ্গে দেখছি কারবার করা যাবে না। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বিমলাকে সঙ্গে করে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্, নির্মল, মনোমোহন, সক্কলের দোকানে গিয়ে হানা দেব। তুই এলে একসঙ্গে যাব!

শিশির তো বলল, 'আমাজনের গহনে'র অনেকখানি ছাপা হয়ে গেছে, শীঘ্রই বেরিয়ে যাবে। নীরেন নিশ্চয়ই এর মধ্যে গল্পের জন্য ফোন্ করবে। তখন কথা হবে।

শ্যামলদা আজ ফিরে গেলেন, ফোন করেছিলেন, দেখা করতে পারেননি। বীণা এসেছিল; রঞ্জনকে দাঁত দেখাল। বেজায় লোডশেডিং চলছে।

ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৫

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
৫.২.৭৮

স্নেহের অন্তু,

আনন্দ কর্, 'সন্দেশ' এখনি উঠে যাচ্ছে না। ঠেকিয়েছি। 'পক্ষিরাজ' যারা বের করেছিল, অনিল করাতি, মনোজ দত্ত ইত্যাদি আর প্রেমেনবাবু আমাদের শেয়ার কিনে সদস্য হয়েছেন। অনিল করাতিকে ম্যানেজিং কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়েছে। ওদের মস্ত বড় বই ও কাগজের ব্যাবসা; খুব ভালো ছাপাখানা। ওরা আমাদের Distributor হল। কয়েক মাস পরে ওদের ওখানে পত্রিকা ছাপাও হবে। ওদের প্রুফ-রীডার আছে, কিন্তু ফাইনেল্ প্রুফ আমি এবং নিনি দেখে দেব। যদিও নিনিকে ঐ কাজের জন্য মেডেল্ দেওয়া যায় না। শিশিরের ধারাবাহিকের মাঘ সংখ্যা তার প্রমাণ।

আমার রান্নার বই সত্যি বেরুচ্ছে, খাস সংস্করণ। আজ তাই আমাদের বাড়িতে নানা রকম colourful রান্না হচ্ছে; বেলা বারোটায় বাদল বোস, পার্থ, বিপুল ও ফটোগ্রাফার ইত্যাদি আসবে। রঙীন ছবি তোলা হবে। মলাটে সেই ছবি দেওয়া হবে। ছবি তোলার পর ওরা ঐ-সব খাবে! তবে পার্থর নাকি পেটের অসুখ করেছে। সে আসবে কিন্তু খাবে না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। শামি কাবাব, মুরগি রোস্ট, ভেট্‌কি বেক, সরষে ইলিশ, লেবু দিয়ে ঘি-ভাত, টোমাটো চাট্‌নি, পাটিসাপ্টা, ফ্রুট-কেক।

কাল বিমলা এসে আমাজনের গহনে দিয়ে গেল। আমাদের তো মলাটের ডিজাইন ভালো লাগল। mangrove swamp, তাতে কুমীর। শিশির নাকি বলে এসেছে জলে গাছ-ও হয় না, স্রোতের নদীতে কুমীরও আসে না। গোরাই নদী দেখতে হয়। তবে mangrove এর পেছনে কিছু ছায়া ছায়া অন্য গাছ-ও দেওয়া যেত। শিশির বলেছে তোর নাকি মলাট পছন্দ হয়নি। ওর মন খারাপ। দাদার বইয়ের মলাটও দেখিয়ে গেল। তুষার-মানবের হাতে পায়ে ভালুকের মতো লম্বা লম্বা নখ দিয়েছে। আমরা আপত্তি করাতে তার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

original paintingটা দেখাল। জুনিয়র স্টেট্‌স্‌ম্যানে বেরিয়েছিল। 'ভূতোর ডাইরি' নিয়ে গেল। বুক পাওয়া যাবে।

আমরা মার্চের গোড়ার দিকেই যেতে চেষ্টা করব। যদি এদিকের বিষয়-ব্যাপার হয়ে যায়। ওঁর এখানে ভালো লাগে না। যেখানেই বই আছে, আমার সেখানেই ভালো লাগে।

কিশোর ভারতীর অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে নানা গুজব শুনি। বিশ্বাস হয় না। "সন্দেশ" নাকি আমরা বিক্রি করে দিচ্ছি, এ গুজবও শুনি বটে! আমার সেই জন্তু-জানোয়ারের গল্পটা এ-মাসে যায়নি, মানিক ছবি আঁকতে চায়, এখন সময় পাচ্ছে না। হয়তো আসছে মাসে যাবে। ভালো ছবি হলেই ভালো। একটা বাজে কাজে জড়িয়ে পড়ে এখন উৎসাহ পাচ্ছি না। দেখি কি করা যায়। ঈনিড ব্লাইটনের ১০টা বই দিয়ে গেছে ঝর্ণা বুক এজেন্সি; বাংলা হবে। কিন্তু সব বাজে বই, ভালোগুলোর একটিও নেই। আনন্দ পাব না করে। তাই লিখে পাঠাচ্ছি ওদের। ওঁর ভালো বই-ও আছে। The Secret Island ইঃ।

ভালোবাসা নিস।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৬

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
২৭.৫.৭৮

স্নেহের অম্ভ,

চিঠি লেখা বন্ধ করেছিস্ যে, কী ব্যাপার? এখানে রোজ ঝড়-বৃষ্টি হয়; গরম ১০০°-র নিচে থাকে। তবু যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আছি। বিষ্টিটা নামলেই চিঠি লিখবি। জিনিসপত্র কেনাকাটা শুরু করেছি। মনে হয় আর তিন হপ্তা বাদেই যেতে পারব। ২$\frac{১}{২}$ মাস থাকব। তিনটে চারটে ছোটদের ছোট বইয়ের ফরমায়েস নিয়ে যাচ্ছি। একটা মিনি-মাগনা। রামমোহনের জীবনী। কিন্তু লিখতে ভালো লাগবে। একটা Orient Longman-এর জন্য ইংরিজিতে anecdotes। একটা সাহিত্য সংসদের জন্য ছোট ছোট ইংরিজি গল্প, দিশী বিষয়ে। তার পর শান্তিনিকেতনের ফুল পাখি জল হাওয়া পোকা নিয়ে একটা বই। পুজোয় বেশি লিখতে পারব না। অমৃতে একটা বড় প্রেমের গল্প। প্রেমটা বড় নয়, গল্পটা বড়। যুগান্তরের জন্য প্রবন্ধ 'মন-পাঠাগার'। সন্দেশ, পক্ষিরাজ কথাসাহিত্য, আনন্দমেলা—

ব্যস। কি বলিস্? তার আগে অমৃতে 'শিশু সাহিত্যের জবানি' বিশদ্ভাবে লিখে দেব। কথা হয়ে গেছে। কাজ শুরু করেছি। অমৃত, যুগান্তরের লেখা দুটো যাবার আগে করে দিয়ে যাব। রেডিওতে একটা ভূতের গল্প বলব। ২৭.৬.৭৮ রাত ৯$\frac{১}{২}$টায় হবে। Record করে যাব। মনে মনে তৈরি। তোদের কোনো খবর দিস্ না কেন? সন্দেশে কি দিচ্ছিস্ না দিচ্ছিস্ নিনিকে জানাস্। ধারাবাহিকটা পাঠাস্।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৭

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
৪.৬.৭৮

স্নেহের অন্তু,

১০ই সন্দেশের বার্ষিক অধিবেশন হবে মানিকের বাড়িতে, সেদিন তোর বড় গল্প, উপন্যাস ও সংকলনের প্রস্তাব পেশ করব। শেষেরটা আগেও বলেছি, ওরা দায়িত্ব নিতে চায় না। তবে এবার মনে হয় অন্য প্রকাশক জোগাড় করে ছাপানোর ও বিক্রির দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। দেখি কি বলে। তুই আর আমি নির্বাচন করে দেব। লেখকদের কিছু টাকা দেবারো ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ষা নামলেই যাব। দ্রব্যাদি কিনছি। ভদ্রলোকের দুটো পাজামা সুট সেলাই করছি। এবারো গ্রাহকদের সারা বছরের সেরা লেখার কথা জিজ্ঞেস করে হতাশাজনক উত্তর পাচ্ছি:– (১) সত্যজিৎ (২) নলিনী দাশ (৩) লীলা মজুমদার, কি অজেয়, কি শিশির, কি মঞ্জিল সেন!! কি রেবন্ত! ওখানে গিয়ে ৩টে ছোটদের ১টা বড়দের ও বাকি দুটো ঈনিড ব্লাইটন করে দিতে হবে, জুন— সেপ্টেম্বরের মধ্যে। পুজোয় কম লিখব। আনন্দমেলায় একটা ছোট গল্প দিয়েছি, সেটাই রাখতে বলেছি। যুগান্তরের বড় প্রবন্ধ 'মন-পাঠাগার' লিখছি। অমৃতে একটা বড় প্রেমের গল্প চেয়েছে ১লা জুলাইয়ের মধ্যে। সন্দেশ, কথাসাহিত্য, ঝুমঝুমি, পক্ষিরাজ এই চারটি লিখব ভেবেছি। ভালো কথা তোর ঐ শেষের ছোট গল্প পড়ে গ্রাহকরা মহাখুশি! নির্মল আমার বই ৪ বছর চেপে রেখেছে। ভাবছে আরো কিছুদিন রাখতে পারলে, ওদের হয়ে যাবে। এশিয়াকে আমার হাতে তোর টাকা দিতে বলব। আমার ৫০০ দিয়েছে।

লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৮

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
১১.৬.৭৮

স্নেহের অন্তু,

কাল সন্দেশের বার্ষিক সাধারণ সভাতে ১৯ জন সভ্য কি খেল জানিস? বেলা কচুরি, উৎকৃষ্ট ছোলার ডাল, চিকেন প্যাটি আর পেস্ট্রি এবং চা। ঐ ১৯ জনের মধ্যে ১০ জন আমাদের নিকট আত্মীয়! মনে হচ্ছে তারাই সব চেয়ে বেশি রসের গল্প করছিল। এই ১৮ বছরে কোনো সভায় কখনো একটিও অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি; অবিশ্যি আগে আগে মানিক আর আমি এক দলে, নিনি আর অশোকানন্দ আরেক দলে মহা তক্ক করতাম: বিষয়বস্তু— লেখকদের এক্ষুণি টাকা দেওয়া হক। প্রত্যেকবার একই সিদ্ধান্ত হত— 'হবে হবে সময় হলে সব হবে।' এখন যা হয়েছে তার চেয়ে বেশি সময় আর হবে বলে মনে হয় না। তোদের টাকাকড়ি দিই তো আমরা? তোর পুজোর লেখা ও একটা ধারাবাহিক তৈরি শুনে মানিক মহা খুশি। সে ১৮ই বিলেত যাচ্ছে, এ মাসেই ফিরবে। আষাঢ়ে একটা বিল্লি সম্বন্ধীয় আষাঢ়ে গল্প দিয়েছি, একেবারে নতুন রকম। দ্যাখ্ কেমন লাগে। খুব ছোটদের জন্য কিছু লিখব মনস্থ করেছি। প্যাকিং শুরু। কর্তব্যাদি প্রায় ফিনিশ্; টাকাকড়ি সংগ্রহ করার চেষ্টা মঙ্গলবার থেকে শুরু করব, (কেউ দিচ্ছে না!! দেবেও না!) এশিয়ার কাছ থেকে তোর প্রাপ্য খানিকটা খুব ট্রাই দিচ্ছি। স্রেফ সিঙ্গি মাছ, ধরলে পেছলে যায়। আমরা দিন গুণছি, কবে বৃষ্টি পড়বে। হয়তো দেখবি ২১শে হাজির হয়েছি। কি মজা, না ভাই?

ভালোবাসা নিস।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৯

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
২৭.৬.৭৮

স্নেহের অন্তু,

আমার পা ফোলা ও নীলবর্ণ ধারণ করেছে। ওঁর কোমর ব্যথা সেরেছে। ডঃ সুবোধ দাশগুপ্তকে সঙ্গী পাওয়া গেছে। কাজেই আমরা ৩০.৬.৭৮ সকালের গাড়িতে যাওয়া স্থির করেছি। দারুণ বর্ষা। রোদের দেখা নেই। অনেক লেখার কাজ নিয়ে যাচ্ছি। কিছু সেরেছি। রচনাবলী(৩)-এর সামগ্রী ঠিক করে দিয়েছি। নাথ ব্রাদার্স বড়দের লেখা (১)-এর কাজ শুরু করবে, তার সামগ্রী ঠিক করেছি। মৃণাল তোর জন্য ১০০ টাকার চেক্ দিয়েছে। বলেছে গোলমাল হবে না। 'অন্নপূর্ণা' আমার তিনটি novelette এর set বের করেছে। অপ্রকাশিত রচনা, পত্রিকাতে অবিশ্যি বেরিয়েছিল। টাকাকড়ি অনেকেই বাকি ফেলেছে। আপাততঃ সে কথা ভুলে মনের খুসিতে যাত্রা করছি। সে দিন সন্ধ্যায় তোর আগমন হবে আশা করি? ভালোবাসা নিস সবাই।

ইতি।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২০

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
২১.৯.৭৮

স্নেহের অন্তু,

এসে অবধি এত রকম কাজের মধ্যে পড়ে গেছি যে তোকে চিঠি লেখাই হয়নি। এর মধ্যে একদিন বাদল বসু ফোন করে বলল, বন্যার কারণে ওদের পুস্তক প্রকাশনার কাজ পেছিয়ে দেওয়া হয়েছে— কেন তা ঠিক বুঝলাম না— তাই রান্নার বই পূজোর পর বেরোবে। পরশু শিশির এসে বলে গেল তোর বই-ও নাকি ছাপা হয়ে আছে, পূজোর পর বেরোবে। বিমলা কাল এসেছিল। চোখের চিকিৎসা হচ্ছে, কিন্তু দৃষ্টি নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, মেয়ের বিয়ে ইঃ [ ইত্যাদি ] কারণে হাতি! হাতি !র টাকা জানুয়ারির আগে দিতে পারবে না। 'ভূতোর ডাইরি' নাকি ছাপা হয়ে গেছে, কিন্তু প্রায় গেছে। তবে হেনা-তেনা সাত-সতেরো কারণে পূজোর পর বেরোবে! একমাত্র অন্নপূর্ণার অজয় দাশ বলল আমার বড়োদের একটা বই আর প্রেমেনবাবু ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা বই পূজোর মধ্যে বেরোবে। নির্মলের খবর নেই। Indian ass [Associate]-এর খবর নেই। কথা-সাহিত্যের জন্য গল্প তো দিয়েইছি। ও হ্যাঁ, মৃণাল ২/১ দিনের মধ্যে নাকি চেক্ নিয়ে আসবে। 'ভূতের গল্প' দেখছি বেশ হয়েছে। শুনছি ওরা পূজোয় discount দিচ্ছে দারুণ। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, হেমেন্দ্রকুমার, লীলা মজুমদার ইঃ যাবতীয় গ্রন্থাবলী ২ ভল্যুম এক সঙ্গে নিলে ৫০-৫৫ টাকার জায়গায় ৩০ টাকায় পাওয়া যাবে। তাহলে আমি তো নিজের বই নিজেই কয়েক সেট্ কিনব! বিক্রি হয় না নাকি? অথচ আর্টিস্ট এসে বলে গেল রচনাবলী(৩)-এর ছবি আঁকতে দিয়েছে। কেমন একটা ঔদাসীন্য এসে যাচ্ছে এদের কাণ্ড দেখে। যাই হক, তোর চেক্টাও আদায় করতে হবে।

পক্ষিরাজের মনোজ দত্ত আর অনিল করাতি এসেছিল। বলল পূজা সংখ্যায় তোর গল্প যাবে। বললাম বিজ্ঞাপনে নাম নেই কেন? বলল এবারেরটাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে। প্রেমেনবাবু ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন কেন বোঝা গেল না। এক দিন আসবেন বলেছেন, শোনা যাবে। গুজব – আনন্দমেলা ওঁকে ভাগিয়ে নিয়েছে। এরা আমাকে বলছিল, 'আমরা ওঁকে মাসে ৫শো দেব, যা বলবেন তাই করব, ওঁকে ফিরিয়ে এনে দিন।' বলেছি দেখা হলে বলব ওরা কি বলেছে। শিশিরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। অঘ্রাণে ওর ছোট গল্প চেয়েছে। বৈশাখ থেকে ধারাবাহিক একটা। ও তো মহা খুসি। এত লেখে যে তার outlet পায় না। বছরে রামধনুতে ১টা, সন্দেশে ১টা দিলেও মেলা জমে যায়। পক্ষিরাজ পরে বই করেও ছাপতে পারে বলল। এখন শিশির নিজেই না সব ভণ্ডুল করে দেয়। যা মেজাজ।

মঞ্জিল সেন আজ ফোন করেছিল। ওর বই নাকি বেরিয়েছে, কিন্তু বিমলা বলেছে তেমন বিক্রি হচ্ছে না। 'ভয়াবহ ভয়ঙ্কর' এত ভালো নাম দিলাম, সেটা বদলে করেছে 'রাতের আতঙ্ক'— মনে হয় ওই নামে আরো বই আছে। নাকি বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে না হেনা-তেনা। এক দিন আসবে বলল এর মধ্যে। ওর disappointment দেখে খারাপ লাগছিল। কি আর করতে পারি। পরের গল্পের বিনা অনুমতিতে অনুবাদ! আমি হলে ছাপাতাম না। বিমলাকে বলেও ছিলাম। কিন্তু বিক্রি হওয়া উচিত দারুণ।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২১

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
২৪.১০.৭৮

স্নেহের অন্তু,

তোর ২৩.৯-এর চিঠি আমি ১.১০-এ পেলাম। তবু যে পৌঁছল সেই ঢের। ২৭, ২৮, ২৯ আমরা মহাসাগরের তীরে বাস করেছি। পাতাল রেল ডুবে গেছিল। ওপর থেকে কিচ্ছু টের পাওয়া যাচ্ছিল না। বিজলি, ট্র্যাম, বাস, ব্যাঙ্ক, পোঃ আপিস, বাজার, টেলিফোন্ সব বন্ধ হয়ে গেছিল। কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। রঞ্জনদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এক তলার ফ্ল্যাট্, ২$\frac{১}{২}$ দিন আধ কোমর জলে ডুবে গেছিল। গাড়ি, এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, পাম্প, ইলেক্ট্রিক্ ইন্সটলেশন সব সমুদ্রের তলায়। ৫/৬ হাজার টাকার ক্ষতি। যাক গে, তবু যে সবাই সুস্থ দেহে বেঁচে আছি তাই খুসি।

আমরা ভাবছি নভেম্বরের শেষে গিয়ে দোলের পর ফিরব। আমাকে বার দুই যাতায়াত করতে হবে।

বইপত্রের বড়োই লোক্শান গেল। নতুন বই বেশির ভাগ বেরোলই না। কিছু কিছু পূজা-সংখ্যাও দেরিতে বেরুল। ব্যাপার হল বৈঠকখানা রোডে দপ্তুরিদের দোকান। সে রাস্তায় বুক জল। কাগজপত্র ধুয়ে সাদা! সাদা না, কাদা। প্রায় সব প্রকাশকরা ৫ থেকে ১০ হাজার টাকার লোকশান দিয়েছে।

পক্ষিরাজের লোকরা তোর গল্প ছেপে খুসি! এ বিষয়ে ওরা ভালো। আমাকে ৬০ দিয়েছে। আনন্দমেলা ২০০ পাঠিয়েছে। মৃণাল অবশেষে ৫০০ দিয়েছে। তোকে কিছু দেয়নি বোধ হয়? ১০০ দেবার কথা আছে, আমি নিয়ে যাব।

বিমলারঞ্জনের চোখে রক্তক্ষরণ হয়ে অবস্থা কাহিল। তাই নিয়েই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে গেছে। বন্যায় খুব ক্ষতি হয়েছে শুনলাম। আমাকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাপ্য টাকাকড়ি দিতে পারেনি। তোর বই এশিয়া কি বিমলা ছাপবে না কেন? ভালো বই। পরিস্থিতিটা একটু থিতিয়ে এলেই ২-১ জনকে বলে দেখব। আনন্দ পাবলিশার্স তো সব বই চেপে রেখেছে। ছেপে, চেপে!! আমার রান্নার বই-ও। বাদল ফোন্ করে বলল।

এখন মনটা শান্তিনিকেতনে চলে যাচ্ছে, এখানকার সমস্যা থেকে গুটিয়ে যাচ্ছে। যদিও আমার সেই বৈষয়িক কাজ দুটি না সেরে যাওয়া অসম্ভব! হয়ে যাবে নভেম্বরের ২৩-২৪ এর মধ্যে মনে হয়।

বলেছিলাম কি National Book Trust-এর জন্য ইংরিজিতে একটা ঘনাদা collection, একটা শঙ্কু collection করে দিচ্ছি, মোটা টাকার বিনিময়ে?

ভালোবাসা নিস
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২২

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
৪.১১.৭৮

স্নেহের অন্তু,

তোর একটা চিঠি ও একটা পোঃ কার্ড কাল একসঙ্গে পেলাম। আমার কাছে পূজার সন্দেশ, পক্ষিরাজ, অমৃত, যুগান্তর, কথা-সাহিত্য, আনন্দমেলা, আনন্দ, খেলা আর খেলা এসেছে। তার মধ্যে আনন্দমেলাটা বিশে স্কুলে নিয়ে হারিয়ে ফেলল কি না বুঝলাম না। আরেকটা জোগাড় করার চেষ্টা করব। সবাইকে কপি ও টাকার জন্য লিখিস্। নইলে পাবি না।

কিন্তু আমাদের যাওয়ার কিছু ঠিক করতে পারছি না। যে-সব কাজ না করলেই নয়, বন্যার জন্য তার কোনোটাই হয়নি। মনুজদার স্ত্রী-কে গোবরা মেন্টাল হস্পিটেলে ১০ই নভেম্বর ভরতি করার কথা। মনুজদা হয়তো সেই সঙ্গে চোখের চিকিৎসার জন্য আসবেন ও আমাদের এখানে থাকবেন। তারপর তোর মেসোমশাই বার বার বলেছেন কিছু দিন ওখানে একলা থাকতে চান। এ বয়সে এ রকম ইচ্ছায় বাধা দিতেও ইচ্ছা করে না, আবার শরীরের এই অবস্থায় কি ভাবে কি ব্যবস্থা করব তাও ভেবে পাচ্ছি না। এক যদি লোচন সঙ্গে যায় ও মনুজদা রাতে এ-বাড়িতে এসে শোন। রঞ্জন কমলির সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কিছু ঠিক করতে হবে। ব্যাপারটাতে যে আমার সমর্থন নেই, সে তো বুঝতেই পারছিস্।

২৫শে নভেম্বর শুনেছি সমাবর্তন, তাতে ২ দিনের জন্য যাওয়া কর্তব্য মনে হয়। সংসদের মিটিং-এ এমনিতে কোরাম হয় না। ভাবছি আমি সব ব্যবস্থা করে চলে আসব, তারপর উনি গিয়ে যদ্দিন একা থাকতে চান। এ অবস্থায় কি কর্তব্য বুঝি না। কমলিরা এদিকে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় অর্ধেকটা ওখানে থাকতে চেয়েছিল। যাক্ গে, একটা কিছু ঠিক করতে হবে।

তারপর বিমলার সঙ্গে একবারো দেখা হয়নি। তার শরীর মন খুব খারাপ। খুব লোকসান-ও হয়েছে। অঘ্রাণে ছোট মেয়ের বিয়ে, তাই বিমলা দেশে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ফিরবে হয়তো। বলে গেছে জানুয়ারির আগে টাকাকড়ি দিতে পারবে না। মৃণালকে আবার বলব তোর চেকটা পাঠিয়ে দিতে। বলেছে তো দেবে। অন্নপূর্ণারো অনেক ক্ষতি হয়েছে, টাকাকড়ি দেয়নি। ছাপা বই নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর সব চেয়ে হতাশজনক খবর হল সন্দেশ সম্ভবতঃ বৈশাখ থেকে উঠে যাবে। মানিকের মতে এতদিন 'গুণে' চলত, এখন আনন্দমেলা গুণেও ছাড়িয়ে গেছে, কাজেই চালাবার কোনো মানে হয় না। আমারো মত চালাবার মানে হয় না, মিনি-মাগ্‌নার কর্মী কোথায় পাবে? কিন্তু গুণের কথাটা জানি না। বিমল কর, অতীন বন্দ্যো ইত্যাদি নাকি ভয়ঙ্কর ভালো লেখে। সন্দেশে শীর্ষেন্দুর গল্প নাকি চমৎকার হয়েছে, শ্যামল বন্দ্যোর গল্প বড়োদের জন্যে খানিকটা হলেও ফেরাবার কথা ভাবা যায় না!! দেখলাম ওদের খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে। তোর নতুন গল্পের কথায় বলল যে idea চমৎকার, কিন্তু unnecessary অনেক চরিত্র এবং অনেক ভুল আছে! Injection দিয়ে মানুষের সঙ্গে জামাকাপড়ও ছোটো করার চেয়েও ভুল কি না জানি না। বললাম আলাদা কাগজে note করে, revise করতে তোকে দিতে। মনটন খারাপ।

ভালোবাসা নে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৩

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
৭.১১.৭৮

স্নেহের অন্তু,

তুই কি আমার শেষ চিঠিটা না পেয়েই অত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিস্ নাকি? মানিককে আমি ঠিক ঐ কথাই বলেছি। ওর যা suggestion সেগুলো আলাদা কাগজে লিখে তোকে পাঠাতে। অদল-বদল তুই করবি। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ৬০ পৃঃ বই চাই, সবাইকে ৩৫০ দেবে তোকেও, আমাকেও। মিটিং-এ এই মত ঠিক হয়েছে।

মনোজ দত্ত এসেছিল, তোর কথা বলেছি, বলল বই ও টাকা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবে। তোর গল্প সকলের ভালো লেগেছে। সন্দেশের মিটিং-এর পর সকলের মনের অবস্থা খুব খারাপ। কারণ মানিক বলছে মাসিক পত্রিকা বন্ধ করে একটা ভালো বার্ষিক পত্রিকা করলে ভালো হয়। আগে সন্দেশের get up অন্য কাগজের অর্থাৎ আনন্দমেলার চেয়ে মন্দ ছিল, কিন্তু পাঠ্যাংশ শ্রেষ্ঠ ছিল। এবার নাকি তা-ও নেই। এ বিষয়ে আমি একমত হতে পারলাম না। আনন্দমেলার পাঠ্যাংশের বেশির ভাগই ছোটোদের জন্যে নয়। এবং কেমন যেন। তবে সন্দেশ যে বেশি দিন চালানো যাবে না, তাও ঠিক। আমরা গত হলে, কি অপারগ হলে, মিনি-মাগনা কে এত খাটবে? তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় বন্ধ করাই ভালো। ফাইনেল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

কিন্তু পক্ষিরাজের পাঠ্যাংশে অনেকগুলো খুব ভালো জিনিস আছে। ৬টা উপন্যাসের মধ্যে তিনটি ভালো। মহাশ্বেতার, কবিতা সিংহের এবং বিশেষ করে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়েরটা। তার বিষয়ে আর আমি কখনো সন্দেহ প্রকাশ করব না, যেহেতু এমন জিনিস তৈরি করতে পেরেছে। যদিও থেকে থেকে কাঠ-বুড়োমিও আছে। তবু ভালো। পক্ষিরাজের কাব্যাংশ ভালো না।

আমি যাবার সময়, অমৃত, যুগান্তর, কথাসাহিত্য, আনন্দমেলা নিয়ে যাব। পক্ষিরাজ তো পেয়েই যাবি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কলকাতার করণীয় কাজ কিছুই হয়নি। মিস্ত্রি নাকি কাল থেকে শুরু করবে। আর দানপত্র রেজিস্ট্রির কাজ ১০ই থেকে! কাজেই যেতে দেরি হবে মনে হয়। ওঁকে একা পাঠানো যায় না, সে তো বুঝতেই পারছিস।

আমি নিজে ২৪শে সকালের গাড়িতে যাব, সমাবর্তন করতে আর সংসদের মিটিং করতে। হয়তো ২৬শেই চলে আসব। অতি অবিশ্যি কাজ-কাম শিকেয় তুলে, ল্যাং বোট নিয়ে রেডি থাকবি। মোনারা ডিসেম্বরে যাবে। আমাদেরো বোধ হয় তাই হবে। ভালোবাসা নিস সকলে। আমি যখন লিখতে শুরু করি গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বলেছিলেন— ভদ্রমহিলা কাগজ নষ্ট করেন কেন?— মনে রাখিস্।

লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৪

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
২৩.১১.৭৮

স্নেহের অন্তু,

এখন সংসদের মিটিং হবে না, কাজেই ওঁর এত অসুস্থ শরীর দেখে, সমাবর্তনে না-যাওয়া ঠিক করলাম। আমাদের যেতে ৫-৬ ডিসেম্বর হবে মনে হয়। আর সন্দেশকে টিকিয়ে রাখার তো যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। উঠে যাবে এ-কথা কাউকে বলিস্ না। তোর গল্প যদি ওরা ছাপে তো ভালো কথা। মানিকের মতামত নিশ্চয় শুনবি, কিন্তু নিজের বিচার খাটাবি। আমরা যেতে যেতে নিশ্চয় পক্ষিরাজ ও টাকা পেয়ে যাবি। না হলে এবার যখন ওরা আসবে, তখন চেয়ে রাখব। মৃণালের ওপর বেশি ভরসা করতে পারছি না। কি সব নাকি ক্ষতি হয়েছে। তবু তুই একটা formal ভাষায় চিঠি লিখে 'অনুগ্রহ'পূর্বক আরেক কিস্তি রয়েল্টি বাবদ ১০০ টাকা পাঠাতে লেখ্ ওদের। ঠিকানা জানিস? Asia, A132 College st market Cal.12

'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' দেখে এলাম। এক কথায় অপূর্ব, অদ্ভুত, দেখে দেখে মন ভরে যায়। তারপর দিন দুনিয়াকে অন্য রকম লাগে। কেউ এমন ছবি করতে পারে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একবার দেখে তক্ষুণি আরেকবার দেখতে ইচ্ছা করে। সুযোগ পেলে বাদ দিস্ না। নাকি আরেক সপ্তাহ extend করেছে। আমরা বাকিরা ভালো আছি। মনুজদাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিলাম। এখন চোখের অস্ত্র করার দরকার নেই।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৫

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
৯.৪.৭৯

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম। 'ফসিল' ওরা পাঠিয়েছে। চমৎকার হয়েছে। বানানের কথা জানি না। আরেকটা বই করবি নাকি? শিশির কাল এসেছিল। ওকে একটা দিচ্ছি। গাড়ির অসুবিধা, তবু ১লা বৈশাখ যাব একবার বই-পাড়ায়। বিমলার ছেলে এসেছিল আজ। বিমলার চোখে প্রায় দৃষ্টি নেই। সে দেশে গেছে। ছেলের হাতে কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার মতে তুই আয়। ১লা বৈশাখ বিকেল ৫টায় বেরোব। তুই যদি সঙ্গে থাকিস্ খুব খুশি হব। তোর যা বলবার নিজের মুখেই বলিস্। মনোজ বহরমপুরে, বুধবার ফিরলে, পূজা সংখ্যার কথা জিজ্ঞাসা করব। যদি মনে থাকে।

আশা করি ভালো আছিস্। সবাইকে ভালোবাসা দিস্। তোর জ্যাঠামশাইয়ের scriptগুলো গুছিয়ে আনিস্। চেষ্টা করা যাবে।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৬

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
১৭.৪.৭৯

স্নেহের অন্তু,

তোরা সকলে আমাদের নববর্ষের ভালোবাসা নিস্। সেদিন ১½ ঘণ্টার মধ্যে আনন্দ পাবলিশার্স, মিত্র ঘোষ, বিমলারঞ্জন— বিমলার শরীর অত্যন্ত খারাপ, সে দেশে গেছে— ছেলে খুব আদরযত্ন করল (ও আগের দিন 'মোটা রয়েল্টি' দিয়ে গেছিল।) শৈব্যার রবীন বলের সঙ্গে কথা হল, একদিন আসবে, একটা সংকলন বের করতে চায়। তোর কথা বলে রাখব। অন্নপূর্ণায় গেলাম (উপকথার প্রকাশক) তোর একটা বইয়ের কথা বলে রেখেছি। শেষে এশিয়াতে গিয়ে খুবই আদর-আপ্যায়ন পেলাম। মোট প্রায় হাজার দেড়েক নিজের থেকে দিল সবাই মিলে। খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

স্বপ্না দেবকে তোকে আরেকটা বই দেবার কথা বলেছি। প্রেমেনবাবু দেখলাম গাল-গল্পচ্ছলে লেখার পক্ষপাতী। বিজ্ঞান বিষয়ে আমি তা নই। জ্যাঠামশায়ের গল্পসল্পের কায়দাটাই সবচেয়ে ভালো মনে হয়। বললেন 'ফসিল' খুব ভালো হলেও, একটু স্কুলপাঠ্য হয়ে গেছে। আমার তা মনে হয় না। যারা পড়েছে তারা খুব খুসি। অবিশ্যি তারা কেউ নিরক্ষর বা অল্পাক্ষর নয়।

জীবনী লিখলে অনেক গাল-গল্প করতে পারবি। স্বপ্নাকে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছি। কাল শিশিরের সঙ্গে দেখা। ও সন্দেশের ম্যানেজিং কমিটিতে এল।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৭

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
২৬.৪.৭৯

স্নেহের অন্তু,

আমার আগের চিঠিও পেয়েছিস্ নিশ্চয়? এতদিনে স্বপ্না বলছে বোধোদয় সিরিজটা সদ্য-সাক্ষরদের জন্যে নয়, ওটা নাকি আমার ভুল ধারণা। ওগুলো হল সাধারণ পাঠকদের আর ক্লাস্ এইটের ওপরের ছাত্রদের জন্য। সে-ক্ষেত্রে প্রেমেনবাবুর মন্তব্য অবান্তর হয়ে যায়। একটা মিটিং হয়ে অন্য বইয়ের ফরমায়েস যাবে। স্বপ্নাই তোকে লিখবে। শিশিরকে 'ইকলজি' আর জীবন সরদারকে 'পাখি' সম্বন্ধে লিখতে বলা হয়েছে। আমার 'রামমোহন' শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু মামুলী পাঠক শুনে অবধি উৎসাহ কমে গেছে। আর লিখব না ওদের জন্য।

নিনি বলল, মানিক তিনটি উপন্যাস হাতে নিয়ে রেখেছে, তার একটি-ই শুধু ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হবে। আরো বলল, 'তুই যখন মে মাসে আসবি, তার আগেই decision নেওয়া হয়ে যাবে।' আমি আর কি বলব? অন্য লিখিয়েরা বোধহয় গৌরী ধর্মপাল আর রেবন্ত গোস্বামী।

মনোজ দত্ত সেই ইস্তক আর আসেওনি, ফোনও করেনি। পাকদণ্ডী(২) অমৃতে ধারাবাহিক ভাবে আবার বেরোবে। আরব্য উপন্যাস অর্ধেক হল। বই দেয়নি, কাজ বন্ধ। রাতে পাখা চলে, দিনে যখন তখন বন্ধ। খুব দখিন হাওয়া। মন্দের ভালো।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৮

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
২৮.৫.৭৯

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম। নীরেন তোর গল্প পায়নি। আর তুই ভাবছিস্ কেন ছাপছে না! তোর খুব প্রশংসা করল। আমার রান্নার বই নাকি জুনে বেরোবে। আর কোনো বই শীঘ্র বেরোবার আশা দেখছি না! বিমলা বোধ হয় এখনো অসুস্থ। ওর ছেলেটা কোনো কর্মের নয়। 'ভূতোর ডাইরি' নাকি মলাটের জন্য ২ মাস আটকে আছে। মলাট আমিই পছন্দ করেছিলাম, খুব অযোগ্য। 'আরো ভূতের গল্প' বিনা ছবিতে ছাপতে আরম্ভ করেছিল। মনে হল সেরকম মৎলব নেই। এক ফর্মা ওদের কাছে, ফেরৎ চেয়েছি। বাকি আমার কাছে। খেরোর খাতার ছবি আঁকিয়ে দিয়েছি ৬ মাস আগে। সেই অবস্থায় পড়ে আছে। কিছু করেনি। অজয় দাস অসুস্থ। ব্লাইটনের প্রকাশক অসুস্থ। শেষ বইটার ২২ পৃষ্ঠা বাকি। ৩১শের মধ্যে হয়ে যাবে। আর অনুবাদ বা adaptation করব না। ঘনাদার কাজ শুরু হয়েছে। শঙ্কু নিয়ে কর্তা অনেক ঝামেলা করছে। NBT কে বলেছি যা ভালো বোঝে করতে। আমি উদাসীন। নীরেন পূজার লেখা বিষয়ে কথা বলতে আসবে বলেছে। পাকদণ্ডী(২) হয়তো জুলাই থেকে আবার বেরোবে। একটা মজার উপন্যাস অসমাপ্ত হয়ে ছিল, এবার ঢেলে সাজাব। সাফল্যের জন্য একটা মুরগি বলি দিস্।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৯

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
২.৬.৭৯

স্নেহের অন্তু,

জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে যাব। আর ১ মাস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য বিভাগ থেকে হয়তো একটা চিঠি পাবি, ওদের 'শিশু-বর্ষ' নামক ছোটোদের সংকলনের জন্য বিনা-পয়সায় একটা ছোটো গল্প চেয়ে। অতি অবশ্য দিবি। এর অনেক সম্মান। বাছাই করা লেখকদের রচনা নেওয়া হচ্ছে। নতুন লিখতে হবে না। পুরনো থেকে একটা ভালো এবং ছোটো দেখে বেছে দিস্। আমি সম্পাদকমণ্ডলীতে আছি। এইভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আমি চিরদিন থাকব না, মানিক, তোকে চ'রে খেতে হবেই। অন্য লেখক প্রশংসা পেলে খুসি হয়, এমন লোকের খুব অভাব দেখি। শিশিরের নাম দিয়েছি। গৌরী ধর্মপালের, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মামুলী মৌরসী-পাট্টার বনেদ্ বড় শক্ত হয়। দিয়েছি চোখা-চোখা কথা দিয়ে দু-একটা ফুটো করে! পক্ষিরাজ সত্যিই তোর গল্প চেয়েছে। বোধোদয়ের বিষয় স্বপ্না লিখবে। তুই ওকে লেখ্। শিশিরের ইকলজি বড়ই খটমট হয়ে গেছে। বলেছি গোড়াটা সরস করতে। নিয়ে যাচ্ছে না। সবাই কি আর তোর মতো? আমি কোনো পূজোর লেখা শেষ করিনি, আরম্ভই করিনি। তবে ২০০ পাতার আরব্য উপন্যাস, দশটা ব্লাইটন, দুটো রামমোহনের জীবনী শেষ করেছি। ঘনাদা করেছি। শংকুও করেছি, তার ভাগ্যে যাই থাক। আর অন্যের লেখায় হাত দেব না। ১০টা পূজার লেখা বলা হয়েছে। 'শুকতারা'-র ছোট গল্প দিয়ে কাল শুরু করব। রোজ ১০৫° গরম, কিন্তু এ-পাড়ায় লোড্‌শেডিং খুব কম। ছেলেমেয়েরা খুব কষ্ট পায়। কেউ ফোন্ করেনি। ফোন্ খারাপ।

লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩০

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
৮.৬.৭৯

স্নেহের অন্তু,

আমার আগের চিঠিটা পেয়েছিস্ নিশ্চয়ই। আজ সকালে মনোজ দত্ত এসেছিল। তাকে তোর গল্পের কথা জিজ্ঞাসা করেছি, বলেছে যে পূজোসংখ্যায় বেরোবে। নীরেনের সঙ্গে দেখা হয়নি। পনেরো দিন ফোন্ খারাপ, যোগাযোগ নেই। এক যদি সে লেখে, কিম্বা আসে। এবার দেবসাহিত্য কুটিরের বার্ষিকীর গল্প শুরু করব। মনের মধ্যে গজিয়েছে। তারপর অমৃতের বড় গল্প। সেটা বোধ হয় শান্তিনিকেতনে শেষ করতে হবে। এখনও ঠিক ফূর্তি পাচ্ছি না। সারাদিন দক্ষিণ থেকে ছাই রঙের মেঘ উত্তরে উড়ে যায়। কিন্তু এখানে বৃষ্টি হয় না। এরা সব বৃষ্টির বরকন্দাজ। আমরা ওখানে যেতে যেতে জুলাই মাসের ৫-৬ হয়ে যাবে। নির্মল সাহা, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, বিমলারঞ্জন, অন্নপূর্ণার অজয় দাশ, ঝরণা বুক্ এজেন্সির দিলীপ ঘোষ— কারো কোনো খবর পাইনি। কিন্তু কাজকর্মগুলো শেষ করে এনেছি।

বিশে, গুপির জন্য খারাপ লাগে। ওদের মা ফিরতে দেরি আছে। আমরা চলে গেলে একা পড়বে।

এখানে গরম কমে গেছে। ওখানে তোরা কষ্ট পাচ্ছিস্। খারাপ লাগে।

ভালোবাসা নিস্ সকলে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩১

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
২০.৬.৭৯

স্নেহের অন্তু,

অনেকদিন তোর খবর পাইনি। আশা করি ভালো আছিস। আমরা সম্ভবতঃ ৭ জুলাই যাব। সকালের গাড়িতে। দীর্ঘদিন থাকার ইচ্ছা, যদি সবাই ভালো থাকে। পুজোতে এখানে আসব না। এখানে এমনি ধুলো-ধোঁয়া-হট্টগোল যে টেকা দায়। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শিশু-বর্ষের বইটিতে তোর সেই একজন মাছ ধরতে গেলে তাকে কুমীরে ধরেছিল, সেই গল্পটা এঁরা পছন্দ করেছেন। ভালো গল্প। আমার গত বছর পুজোর আনন্দমেলায় প্রকাশিত 'তানির ডাইরি' নিতে বলেছি। শিশিরের সেই রেডিওর গল্পটা, গৌরী ধর্মপালের 'পৃথিবীর ছবি' কবিতাটি, বারীন বসুর একটি ছোট কবিতা ইত্যাদি। ভালো বই হবে মনে হয়। সন্দেশের জন্য সম্পূর্ণ গল্প দে। ধারাবাহিক পরে বেরোবে। আনন্দমেলায় ছোট গল্প চেয়েছে আর ১৯৮০ সালের পুজোর জন্য উপন্যাস! আরও গোটা দুই লিখব। আশা করি ভালো আছিস্।

ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩২

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
২৯.৬.৭৯

স্নেহের অন্তু,

আজই তোর চিঠি পেলাম। আমরা ৮ই জুলাই, রবিবার, সকালে যাব ভেবেছি। অন্যান্য সব প্রতিশ্রুতিমতো কাজ শেষ করেছি। এবার পুজোর লেখায় হাত দিয়েছি। আনন্দমেলার গল্প আজ শেষ হল। ছোট গল্প। নীরেন এসে নিয়ে যাবে বলেছিল। না এলে রেজিস্টার করে পাঠাব। শিশু বিচিত্রার বেরোতে দেরি আছে, ওতে যে-গল্প দিয়েছি সেটা উদ্ধার করে দেবসাহিত্য কুটিরে দিয়ে যেতে চাই। শিশিরকে বলেছি নিয়ে আসতে। চমৎকার হৃদয়বিদারক বন্যার গল্প লিখেছে শিশির। কিশোর ভারতীতে পাঠাব। সন্দেশে ওর একটা জমা দেওয়া আছে। তোর গেরোমনেরো ভালো রিভিউ বেরিয়েছে। আমার সন্দেশের গল্প, অমৃতর গল্প ওখানে লিখব। ভাবছি গুপি-পানুর যেটা আরম্ভ করেছি সেটা কিশোর ভারতীকে দেব। নীরেনকে রেজিস্টার করে গল্প পাঠিয়েছিলি তো? পেয়েছে নিশ্চয়। জ্যৈষ্ঠর সন্দেশ কোনকালে বেরিয়েছে। আজ আষাঢ়েরটা পেলাম। নলিনীকে লেখ্। স্বপ্নার সঙ্গে কথা হয়েছে তোকে আর শিশিরকে আরেকটা বই দেবে। আমার কাছে list পাঠাবার কথা। তার থেকে বেছে নিবি। বেশি লগেজ হয়ে গেলে বই নেব কি করে? চেষ্টা করব। ভালোবাসা নিস্। শীত কাটিয়ে তবে ফেরার ইচ্ছে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩৩

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
২৯.৪.৮০

স্নেহের অন্তু,

এইমাত্র তোর চিঠি ও-বাড়ি থেকে এল। এখানকার ঠিকানায় লিখলে তাড়াতাড়ি পাই। তুই অতি অবশ্য এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবি। কাজের কথা হবে। ঐ পাণ্ডুলিপিটা আনিস্। আর সন্দেশের ফর্দ যে-ভাবে বললি। আমিও বৃহস্পতিবার চৌরঙ্গী থেকে যতগুলো পারি এনে, কবিতা বাছব। নিনি বলেছে ও আর মানিক স-বন্ধু আলাদা আলাদা নির্বাচন করবে। তারপর একসঙ্গে মিলিয়ে final নির্বাচন। আমি ইতিমধ্যে বাদলের সঙ্গে আরো কথা এগোব।

বিমলার কথা বলিস্ না। রবির ওপর তুই বৃথাই রাগ করিস, বিমলা ওকে কোনো decision নিতে দেয়ও না, পরামর্শ শোনে না, নিজেও কলকাতায় থাকে না। আমার সঙ্গে appointment করে রাখল না, phoneও করল না। পরদিন চৌরঙ্গীতে একটা চিরকুট রেখে গেল। ও আবার দেশে যাচ্ছে। মে মাসের প্রথম দিকে ফিরে যোগাযোগ করবে। আমিও বাদলের সঙ্গে ঠিক করে ফেলেছি আনন্দ পাবলিশার্স খেরো-র খাতা ছাপাবে। সুখের বিষয় পাণ্ডুলিপি আমার কাছে দিয়েছিল, text দেখে দেবার জন্য। আড়াই বছর ফেলে রেখে এই পরিণাম!

শিশিরের কথা আর কি বলব। এখানে এসে যা-তা বলছিল, মৃণাল দত্ত 'গাড়োল', অনিল করাতি 'বজ্জাৎ' প্রেমেন্দ্র মিত্র অনিল মিত্রকে বিনি পয়সায় কাজ করিয়ে নেয় ইত্যাদি। শেষে আমাকে আক্রমণ করলে বললাম 'তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না'। তখন চলে গেল। শনিবার আনন্দবাজারের পার্টিতে আগের মতো কথা বলল, কাজ দিয়েছিলাম করে আনল। আমিও গলে জল। শান্তিদেবও হাসিমুখে ছুটে এসে হাত ধরতেই ক্ষমা করে ফেললাম!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিলের সঙ্গে দেখাই হয়নি। হলে বলব। শিশিরের পাণ্ডুলিপি তাহলে আমার জিম্মাতেই রইল। পরে ভাবা যাবে। স্বপ্না এসেছিল। ওর লোকও আসে। আরো দুটো পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছে। বেশ চাকরি জুটেছে দেখছি!

কবে তোর দেখা পাব বলে বসে রইলাম। ভালোবাসা নিস্ সকলে।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩৪

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
১৯.৬.৮০

স্নেহের অন্তু,

এতদিনে নিশ্চয় ফিরে এসে বুড়ো হয়ে গেছিস। আশা করি পুজোর গল্প চেয়ে পক্ষিরাজের চিঠি পেয়েছিস? যদি না-ও পেয়ে থাকিস, তবু প্রেমেনবাবুর ঠিকানায় গল্পটা পাঠিয়ে দে। লিখিস্ আমি বলেছি ওঁকে পাঠাতে। এখানে ঘোর বরষা নেমেছে। গুপিদের স্কুল খুলেছে। বিশেটার কি রাগ! বলছে স্কুল-টুল আমার ভালো লাগে না! মোনার বি.এ. পার্ট ওয়ান্ কাল শুরু হয়ে গেছে। কাল আমরা জামাইষষ্ঠী করলাম। মনীষী ছাড়া আরো দুই জামাই এল। মহা হৈচৈ করা গেল। তোর মেসোমশাই যাবার জন্য ব্যাকুল। ভাবছি ২০ জুলাই কি ২৭ জুলাই রবিবার, গেলে হয়। এদের কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই। তুই সন্দেশের জয়ন্তী সংখ্যার জন্য যে গদ্য লেখা বেছেছিস্, সেই ফর্দটা এখনি নিনিকে পাঠিয়ে দে। কপি রাখিস্। বাদল বসু তাগাদা দিচ্ছে। আমার সঙ্গে নির্মলের কি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের দেখা হয় না। আমাকে এড়িয়ে যাওয়া খুব সহজ। মনুজদা চোখ দেখাতে ১লা জুলাই কলকাতা আসছেন। আমরা ভালোই আছি। তোরা সকলে আমাদের ভালোবাসা নিস্। Macmillan এর কাজ এগোচ্ছে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩৫

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৯.৬.৮০

স্নেহের অন্তু,

তোর বই যদি আমাকে দেয় নিশ্চয় নিয়ে যাব। তোরটা আর শোভনলালেরটা কাল তথ্যকেন্দ্রে বিধিমতে বিতরণ হবে। অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। এখানে বর্ষা নেমে গেছে। আমরা হয়তো ২০ জুলাই কি ২৭ জুলাই যাব। নাতিগুলোকে খালি বাড়িতে ফেলে যেতে হবে বলে কষ্ট হচ্ছে। যেটুকু পারি যত্ন করি, পড়াশুনো বলে দিই। কি আর করা। স্বপ্নার বা ওদের কারো সঙ্গে দেখা হলে 'চেকে' তোর নামের কথা বলব। আমার শিশুসাহিত্যের বইটা খালি ভেবে রেখেছি। ম্যাকমিলানের প্রথম বইয়ের সব মেটিরিয়েল শিল্পীকে দিয়েছি ছবি আঁকা হচ্ছে। যাবার আগে জমা দিয়ে যাব। ওখানে গিয়ে পরের দুটি তৈরি করে, শৈল চক্রকে দেব। আরো অন্য দুটি অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ শেষ করেছি। এসব হল pat-foiler, যদিও নিজের মতো করে করি। ওখানে গিয়ে পুজোর লেখাগুলো ধরব। গোটা ৮-১০ করতে হবে। সন্দেশ জয়ন্তীর কাজ সঙ্গে সঙ্গে করছি। নিনির সঙ্গে একটু বসতে হবে। পুজো অবধি থাকতে পারলে বড়ো সুবিধে হত, কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক নারাজ! খানিকটা যাওয়াআসা করতে হবে মাসে-মাসে, যেরকম বুঝছি। September-এ 'জয়ন্তীর' মেটিরিয়েল চায়। তাড়াতাড়ি কর! অনেক ভালোবাসা নিস। আছি ভালোই।

লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন্, কলকাতা ১৯
৯.৭.৮০

স্নেহের অন্তু,

তোর আলোর ফুলকি নিয়ে এসেছি। সুন্দর বই হয়েছে এবং তার চেয়েও সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমরা অনেকে ছোট ছোট ভাষণ দিয়েছিলাম। তার পর খুদে বাক্স করে বড় বড় গরম চপ আর দুটো চমৎকার সন্দেশ পেল সব্বাই। এবং গরম চা। খুব বিষ্টি সে দিন। ফেরার সময় সরকারি গাড়িতে পৌঁছেও দিল। আমার গাড়ির অসুবিধা সেদিন। অনেক কাজ করছি, গিয়ে বলব এখন। স্বপ্নাকে তোর কথা লিখেছি। ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। শিশিরের পাণ্ডুলিপি আমিই পুনর্লিখনের জন্য রেখে নিয়েছি। তোর সাহায্যে। আমার নতুন বইটার সময় পাইনি। গিয়ে অনেক গল্প করব। অশেষ আছে আশা করি? বলিস্ আমরা সম্ভবতঃ ২০ জুলাই আসছি। ভালোবাসা নিস্ সকলে।

AMARBOI.COM

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩৭

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
১৬.৭.৮০

স্নেহের অন্তু,

চিঠি পেয়েই পুজোর গল্প সন্দেশ কার্যালয়ে পাঠাস। আমি গেলে তবে পাঠালে হবে না, দেরি হয়ে যাবে, ছাপার কাজ শুরু। নীরেন চক্রবর্তী ফোন্ করেছে তোর গল্প পুজোর আনন্দমেলায় যাচ্ছে, কম্পোজের কাজ শুরু হয়ে গেছে। স্বপ্না মোটেই কাজ ছাড়েনি, ও তো আর মাইনে করা কর্মী নয়, আদর্শবাদী কর্মী। তবে সম্ভবতঃ বাইরে গেছে। ওকে চিঠি লিখেছি। এর মধ্যে ওরা এসে বলে গেছিল তোর বই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। টাকার কথা লিখেছি। মনে হয় বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে টাকা দেয়। এখনি দিতে বলেছি। আমার ৯ দিন রোজ বিকেলে জ্বর হচ্ছিল। কাল হয়নি। আমার ভাই অমিয় ২০ তারিখে সস্ত্রীক্ শান্তিনিকেতনে আমাদের বাড়িতে যাচ্ছে। সে দিন বিকেলে যদি একবার গিয়ে খবর নিস্ কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না, তাহলে খুব খুসি হব। আমাদের ২৭শে যাওয়াই ঠিক, তবে শরীর খারাপ হলে বলা যায় না। নাতিদের একজন গৃহশিক্ষক ঠিক করে তবে যেতে চাই। ওদের জন্য বড়ই ভাবনা। তোরা সকলে আমার ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
২৬.৫.৮১

স্নেহের অন্তু,

এসেই কর্পোরেশন ট্যাক্স, ইনকম ট্যাক্স, ইত্যাদির ঝামেলায় পড়তে হয়। এখনো চলছে। ম্যাকমিলানের সঙ্গে কাজ শুরু হয়েছে। প্রকাশকরা ফোন্ করছে, আসছে। লেখা কিছুই হচ্ছে না।

কাল থেকে পাকদণ্ডি শুরু করব। এরা নাম বদলাতে চাইছে। তোর কি মনে হয় লিখিস্।

শৈব্যা থেকে রবীন বল্ লম্বা চিঠি লিখেছে। অর্ধেকটা তোর বিষয়ে—"আমি তো তাঁকে কথা দিয়েছি ওঁর বই ছাপব। তবে একটু ব্যবধান দরকার, হাতের কয়েকটা বই বেরিয়ে যাক।... ওঁর যে লেখাই ছাপাব সেটা আগে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশ করে নিলে ভালো হয়। তাতে অগ্রীম publicityও হবে। ওঁকে একটা দুইটা বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাসের কথা আপনি আমাদের হয়ে এখনি বলুন। ওঁর ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি। ওঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে সরাসরি কথাও বলতে পারি। নতুন উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে পত্রিকাতেও দিতে পারি, বা এক-কালীন পূজাসংখ্যাতেও দিতে পারি।"

তোর তৈরি কিছু থাকলে, রেজিস্টার করে চিঠি সহ পাঠিয়ে দে। খুবই আগ্রহ মনে হল। আমার কাছেও চেয়েছে গল্প। পুজোয় দেব বলেছি।

অনাথকে আর কানাইদাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পেয়েছেন আশা করি? ৬ই-৭ই জুন তথ্য কেন্দ্রে উৎসব। বিকেলে ৬টার সময়। আমাদের বাড়িতে শেষ মিটিং হল। শিশির, ইত্যাদি এসেছিল। ভাবতে পারিস্ এ বছর ফটিক স্মৃতি পদক মানিককে দিচ্ছে!! কত বোঝালাম ওটা তরুণদের জন্য, ওর যোগ্য নয়। তা উৎপল হোম আর রেবন্ত খুব রাগারাগি করতে লাগল। ওরাই sub-committee। ছেড়ে দিলাম পথটা। যা ইচ্ছা করুকগে।

তুই শৈব্যার পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে আয় না। খু—ব খুসি হব। ভালোবাসা নিস্। আমরা ভালোই।

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩৯

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Calcutta 700019
31.5.81

স্নেহের অন্তু,

কানাইদাকেও রেজিস্টার করে একটা চিঠি দিলাম। কারণ অনাথ লিখছে উনি কোনো চিঠিপত্র পান নি। অথচ পরিষৎ থেকে একটা আর আমার একটা পাঠানো হয়েছে।

তোকেও লিখি ৬ই আর ৭ই জুন, শনি ও রবিবার তথ্য-কেন্দ্রের এগজিবিশন হলে, সন্ধ্যা ৬টা থেকে আমাদের উৎসব হবে। ৬ই গুণিজন সম্বর্ধনা। সে দিন কানাইদাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হবে। তারপর আরো অনুষ্ঠান আছে। ৭ই ঐ সময়, পুরস্কার বিতরণ হবে। তুই-ও তো দেখছি একটা ভালো পুরস্কার পাচ্ছিস্। অতি অবশ্য উপস্থিত থাকিস্। দু-দিনই থাকিস্। কয়েক দিন ছুটি করে আসিস্। শৈব্যার জন্য ঐ উপন্যাসটা— নতুনটা নিয়ে আসিস্। ওরা চাইছে। সে তো তোকে লিখেইছি। বই করবার জন্য যেটা দিতে চেয়েছিলি, সেটাও আনিস্। ওরাই সবচেয়ে ভালো প্রকাশক এ ধরনের জিনিসের।

অনাথ, কানাইদা, তুই একসঙ্গে যাত্রা করতে পারিস্। আমরা ভালো আছি। মোটে গরম নেই। তবে দারুণ লোড-শেডিং। একটানা ৫-৫$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা। প্রায় রোজ। আমার ইনকম ট্যাক্স ইত্যাদির ঝামেলা অনেকখানি মিটেছে। সব জায়গায় লোকে বড় ভালো ব্যবহার করে। মহানগরকেই পাকদণ্ডী দেওয়া ঠিক করেছি। ওরা ১০০০ টাকা অগ্রিম-ও দিয়ে গেছে। ১০ই জুন প্রথম কিস্তি দেব।

এখানকার খবর মোটের ওপর ভালোই। আমার ভাইকে জুনের গোড়াতে ছেড়ে দেবার কথা।

ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন্, কলকাতা ৭০০০১৯
১৯.৬.৮১

স্নেহের অন্তু,

শৈব্যা থেকে রবীন বল্ চিঠি লিখেছে। মঙ্গলবার নাগাদ 'ফ্যান্টাসি'র আর তোর 'ডাক্তার কুঠি'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাবে, চৌরঙ্গী থেকে। সেখানে মজুত রেখেছি। আমিও সেদিন যাব। মৌসুমী থেকে 'দেশ বিদেশের উপন্যাসের' পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছে। দেবকুমার আমার বড়দের জন্য out of print বই সবগুলি ছাপতে চায় আর ছোটগল্পও। 'কথা ও কাহিনী' বলে কোনো প্রকাশক-ও বই চাইছে। দেখা করবে, তোর কথাও বলব, যদি সন্তোষজনক মনে হয়। মৌসুমীকেও বলব যেদিন দেবকুমার আসবে।

কাল শিশির, প্রণব, সুজয় এসেছিল। শিশির ৯মাস বাদে retire করবে। গৌর ঘোষ, মণীন্দ্র রায় (আবার অমৃতের সম্পাদক হল) আর সাগরকে ওর জন্য introductory letter দিতে বলছে। গিয়ে আবার যা-তা না বলে। বলছে, 'পাগল হয়েছেন? চাকরির উমেদার কখনো যা-তা বলে?' কিন্তু স্থায়ী চাকরি কি করে হবে union-এর বাইরের লোকের? এসব বোধ হয় বোঝে না। তবে feature writer-এর কাজ দিতে পারে। মুশ্‌কিল হল রসবোধ নেই ওর। দিচ্ছি চিঠি নইলে দুঃখ পাবে।

নিনিরা offer দিয়েছে, দোকান চালাবার ভার নিক্, ৫০-৫০ হিসাবে। বাঁধা মাইনে দেবার সামর্থ্য নেই ওদের। অশোকানন্দের ৮০ বছর বয়স, সামান্য পেনশন। নিনির পেনশনটা ভালো। কিন্তু মাসে ৩০০/৩৫০ বের করা মুশকিল। যদিও আমার মতে শিশির কয়েক মাসেই দোকান দাঁড় করিয়ে দেবে, তখন তার চেয়ে বেশিই ওর রোজগার হবে। এর ওপর কয়েকটা কাগজে নিয়মিত লিখলে সুবিধা হবে। অনেকটা Frankenstein পোষার মতো। বাগ্ মানে না! যত বলছি 'আমার চিঠি আর একটা ছোটখাটো ভালো লেখা নিয়ে যেও, দেখতে চাইবে।' বলে 'আমি ছোট লিখতে পারি না। বড়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা দিয়ে সুযোগ দিক।' 'তাই কেউ দেয়?' 'নিশ্চয় দেয়। আপনি দিয়েছিলেন। আমার আকাশে আগুন পাতালে আগুন পড়েই।' কোনো সাধারণ বুদ্ধি নেই। অথচ কি চমৎকার মানুষটা আসলে। ময়দামাখা করে, নতুন করে গড়তে ইচ্ছা করে। দেখি কি করতে পারি।

তোর দেখাদেখি পূজোর গল্পের কাজ শুরু করেছি। দুটা গল্পের কাঠামো, ৩টার খসড়া তৈরি। আজ দেব সাহিত্য কুটিরের গল্পের fair করতে শুরু করব।

আমাদের $\frac{১}{২}$ ছুটি আজ শেষ। আমার ভাইকে বোধ হয় ১লা জুলাই ছাড়বে। মোটের ওপর ভালোই আছি। তোর মেসোর প্রায়ই একটু বুক-ব্যথা। জুলাই পড়লেই আবার সব medical check up করানো হবে। হয়তো ১৯ জুলাই, রবিবার, শেষ পর্যন্ত ট্রেণেই যাব।

আশা করি তোরা সবাই ভালোই আছিস্। যে কোনো দিন তোর জ্যাঠামশায়ের শিকারের বই আর আমার 'কাগনেয়' বেরুবে শুনলাম।

ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪১

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৩০.৬.৮১

স্নেহের অন্তু,

কাল তোর পোস্টকার্ডও পেলাম, আবার ক্ষিতীনও তোর পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়ে দিল। আমি মহেন্দ্রবাবুকে আজকেই লিখছি, ওঁদের ছাপানো বিষয়ে কি ইচ্ছা জানতে। তবে উনি নিজে আমাকে বলেছিলেন পুরস্কার-প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি ওঁরা বের করবেন। দুঃখের বিষয়, শ্যামলদার পাণ্ডুলিপি বিষয়ে কেউ উৎসাহ দেখাচ্ছে না। কারো কাছে ফেলে রেখে যেতেও সাহস হচ্ছে না। নির্ঘাৎ হারাবে। তোর পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাব। আগাগোড়া neat copy করিয়ে দে, মেয়েদের দিয়ে। তারপর নিজে এসে দিয়ে যাস্, যে সময়ে ওঁরা চাইবেন। আমি পুরনো প্রকাশক-দের কাছ থেকে অনেক বই এবার তুলে নিয়ে, অন্য লোককে দিচ্ছি। 'মহানগর' মাসিক পত্রিকা আগস্ট থেকে বেরোবে। হাজার টাকা আগাম দিয়ে গেছে। তৈরি পাণ্ডুলিপিগুলো যথাস্থানে দিয়েছি। শৈব্যা তোর আমার লেখাগুলো চৌরঙ্গী থেকে নিয়ে যাবে। তোর মেসোর শরীর ভালো না, মন-ও বিগড়ে থাকে। আমরা সম্ভবতঃ ১৭ জুলাই মোটরে, বা ১৯ জুলাই ট্রেণে যাব। ওখানে বৃষ্টি নেমেছে কি না জানাস্। তোদের সব খবর দিস্।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৮.৭.৮১

স্নেহের অন্তু,

রোজ এক পাতা হাতের লেখা লিখলে পারিস্। শৈব্যা এখনো তোর আমার পাণ্ডুলিপি নিয়ে যায়নি। নেবে বলেছে। এরপর ওদের পূজার গল্পটা লিখব। দেব সাহিত্যের, সন্দেশের, আনন্দমেলার হয়েছে। বাকি পক্ষিরাজ, ফ্যান্টাসি, কথাসাহিত্য। মনে মনে ঠিক করা। আজ মহানগরের ১ম কিস্তি ও ফটো নিয়ে যাবে। মৌসুমীর লোক গল্পসংগ্রহ (বড়দের) নিতে আসবে, চেক্ও দেবার কথা। তোর বইয়ের কথা বলে রাখব। মৃণালেরো আসবার কথা। ৩য় খণ্ড বেরোতে পূজো এসে যাবে। টংলিং এখনি বেরোবে। বিমলা এসেছিল। ছোট ছেলের কানের অপারেশন। গুরুতর ব্যাপার। ওর নিজের ছানি কাটা হবে। কাজেই ১৯৮২-র আগে রয়েল্টি আশা করছি না। নানা নতুন বইয়ের কথা বলছে। কথা দিচ্ছি না। অজয় দাশ দেখাও করেনি। কিছু আশা করবার স্কোপ-ও দিচ্ছে না। ক্রমে ছেঁটে ফেলতে হবে মনে হয়। আমরা ভেবেছি মোটরে গেলে ১৭ই, ট্রেণে গেলে ১৯। যদি tax-এর কাজ শেষ হয়। এখন অপিসের কাজ মিটেছে কিন্তু ব্যাংকে বিক্ষোভ, জমা দেওয়া যাচ্ছে না। যাকে তাকে দিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়। শেষ পর্যন্ত আবার না আসতে হয়। বই নিয়ে গেলি না। গাড়িতে যদি বা ২/৪ টি নিতে পারি, ট্রেণে কিছু না। শ্যামলদাকে বলিস্। ট্রেণে গেলে চেয়ার, মোটর ইত্যাদি চাইব।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪৩

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
১৫.৭.৮১

স্নেহের অন্তু,

কাল নিশ্চয় বৌভাত ভালোভাবে উৎরেছে। আশা করি বেশি খাস্‌নি। বইটই কেউ ছাপবে না, ও আবার কেমন কথা? শিশিরের ব্যামো ধরল নাকি? নিশ্চয়ই ছাপবে। বাদল বোস নিজে বলেছে ছাপবে। তোর বয়সে আমার মাত্র তিনটি বই বেরিয়েছিল।

প্রবন্ধ-ও লিখবি বৈ-কি। রবীন বল তোর প্রবন্ধ পেয়ে খুব খুসি। প্রবন্ধও লিখবি, গল্পও লিখবি। প্রবন্ধ যে-কেউ লিখতে পারে। বিধাতার বিশেষ আস্কারা না পেলে গল্প লেখা যায় না।

আগেও বলেছি মানিকের কি নিনির মতামতই শেষ কথা নয়। মানিক একটু নাটকীয় পরিস্থিতি চায়। আনকোরা মানসিক ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় না। ছবি দিয়ে দেখে। আমিও তো পাণ্ডুলিপি পড়ে বলেছিলাম একটু action দিলে ভালো হত। নাটুকে করতে বলছি না, তবে নাটকীয় ব্যাপার বেশির ভাগ লোকই চায়। ওতে মুষড়ে পড়িস্ না।

আমি gastro-enteritis থেকে ভুগে উঠলাম। খুব দুর্বল। বেশি গলাবাজিও করছি না। মনে মনে গল্প পাকাচ্ছি। এ হপ্তাটা বেরুনো বারণ। সোমবার আবার সেই tax দেবার চেষ্টা করব। এবার নগদে। কাজেই কিছু আশা আছে।

আমরা ভাবছি মোটরে গেলে ২৫ জুলাই, ট্রেণে গেলে ২৬ জুলাই যাব। আগের দিন লোচনকে পাঠিয়ে খবর দেওয়াব।

এখানে খুব gastro-enteritis হচ্ছে। খুব বৃষ্টি হয়ে গেল, এখন কম। কাল তোর জ্যাঠামশায়ের শিকারের বই আর আমার 'কাগ নয়' বেরুল। খুব কম ছবি দিয়ে। Get up ভালো। জ্যাঠামশায়েরটাতে তিনটি গল্প, ছোট print, ৬টাকা দাম। কিন্তু বেশ আকর্ষণীয় চেহারা। আমারটা তার দেড়া প্রায়। একটু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় print, দাম ১০টাকা, ১০০ পৃষ্ঠাও নয়। মার্জিন টার্জিন নেই বললেই হয়। কাগজ সংরক্ষণের পক্ষে এই ভালো। বেশ দেখতে বই দুটি। ১০ কপি করে পাঠিয়েছে। নিয়ে যাব। জ্যাঠামশাইকে কিচ্ছু বলিস্ না। আরেকটা গল্প দিলে আরেকটু বড় হত।

আর তো ক-দিন পরেই দেখা হবে। ভালোবাসা নিস সকলে। আমাদের নাতনিটাকেও দিস্। এখন তোদের বাড়ির বৌ হল!

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪৪

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৭.৭.৮১

স্নেহের অন্তু,

দেখছিস্ কেমন রোজ রোজ চিঠি লেখা ধরেছি? আমাদের যাবার দিন স্থির হল। ১লা আগস্ট, মোটরে। রঞ্জন পৌঁছে দিয়ে, পর দিনই ফিরে আসবে। ছেলেদের ছুটি নেই। শৈব্যা তোর আর আমার পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছে। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি পাইনি। তাতে কি? অত সহজে হতাশ হলে তোকে শিশিরবাবু বলে ডাকব। এমন কি শিশিরের সেই বত্রিশ যোজন লম্বা গল্পটা পর্যন্ত কিশোর ভারতীতে বেরোচ্ছে! মধ্যভারতে পাণ্ডা দেখা যাচ্ছে! জীবতত্ত্ব বাদ দিলেও বলব লেখে ভালো। খালি— যাক্‌গে।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৮.১০.৮১

স্নেহের অন্তু,

আমরা সেদিন খুব ভালোভাবেই এসে পৌঁছলাম। হাওড়ায় রঞ্জন গুপি বিশে এসেছিল। নিনিকে সে দিনই সন্ধ্যায় ফোন করেছিলাম। তোকে আরেক কপি 'সন্দেশ' পাঠানো হয়েছে বলল। পর দিন সকালেই অনিল মিত্র এসেছিল। আসছে হপ্তায় আসতে বলেছি। তার কিছু পরে ননীগোপাল এসে বলল অনিল বলেছে ওর নতুন চাকরিটিও গেছে!! আজ শিশির, প্রণব, উজ্জ্বল, দেবাশিস, সুজয়— সবাই এসেছিল। শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। তবে উজ্জ্বল যেতে পারবে না। প্রণব অন্য জায়গায় থাকবে। শিশির আর ভরত স্টলে শোবে। ২/৩ জন মণি মৌলিকের বাড়িতে শোবে। জিনিসপত্রের কথা বলেছি। সব আনবে। বই কয়েক দিন আগে দিয়ে যাবে।

বিক্রির অযোগ্য বই নিতে মানা করাতে শিশির চটে গেল। "মোটেই unsaleable বই নিই না। বাণী রায়ের বই সব বিক্রি হয়ে গেছিল। মাত্র তিনটি ফেরত গেছিল।" এইসব বলতে লাগল। শেষটা প্রণব খুব আপত্তি করাতে চুপ করল। মনে হল শান্তিনিকেতনের চ্যাচামেচির কথা একদম ভুলে গেছে। এমন মানুষের ওপর কি রাগ করা যায়?

ওদের কাছে শুনলাম 10x10 স্টলের মতো দেয়ালের কাপড় কেনা হয়েছে। কিন্তু 10x15 স্টলে গত বছর খুব সুবিধা হয়েছিল। বাকি wall-space-এর কাপড় যেন আমি দিই। বলেছি "ছবি এঁকে নিয়ে যেও, মজার poster নিয়ে যেও, ঐটুকু জায়গা ঢেকে যাবে।"

তুই অতি অবশ্য বুকিং খোলামাত্র স্টলটা বুক্ করিস্। গত বছরের জায়গায়, কিন্তু উল্টো ফুটপাথে। অর্থাৎ উত্তরমুখী করে। তাহলে বিকেলের রোদ ঢুকবে না।

আমাদের ফিরতে দেরি হবে। মনে হয় ২২ নভেম্বর রবিবার যাব। তোর সেই সময় tour-এ যাবার কথা। যদি তার মধ্যে বুকিং না খোলে, তাহলে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাথের ওপর সে-ভার দিয়ে যাস। কিন্তু স্টলের location হবে গতবারের জায়গায়, খালি উল্টো ফুটপাথে। উত্তরমুখী স্টল। অনাথ নির্ভরযোগ্য ছেলে।

এখানে কালীপুজোর হট্টগোলে কানে তালা লাগার জোগাড় হয়েছে। কাল দিদির বাড়িতে আমরা তিন বোনে ভাইফোঁটা দেব। অসুস্থ ভাইরা দুজনেই অনেক ভালো আছে। এ-বাড়িতে কমলি রঞ্জনকে আর কমলির মেয়েরা গুপিদের ফোঁটা দেবে। দু-জায়গাতেই রাতে খাওয়া। তার মানে আমি কমলিদের উৎসব থেকে বাদ পড়ছি। ওদের মহা দুঃখ। তাড়াতাড়ি এসে যেতে চেষ্টা করব।

এখানে এলে তোদের জন্য মন কেমন করে। ওখানে থাকলে এদের জন্য। ডিসেম্বরে আবার সবাই জমায়েৎ হব। তখন এরাও যাবে।

দিল্লীর একটা কাগজের জন্য মানিকের একটা profile করে দিতে হবে ইংরিজিতে। as writer and illustrator of children's stories। ব্রাহ্ম conference-এর জন্য একটা সংক্ষিপ্ত বাংলা প্রবন্ধ দিতে হবে, souvenir-এ ছাপবে। একদিন প্রবন্ধ পাঠ করতে বলেছিল। না বলেছি। দেশবিদেশের ছোটদের উপন্যাস (২) এর শেষ গল্পটাও হয়েছে। পাকদণ্ডী লিখে যাব। Macmillan-এর বই লিখে যাব। নতুন কিছু নেব না। ভালোবাসা নিস্। সব খবর দিস্।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৬.১১.৮১

স্নেহের অস্তু,

মনে হয় এই দরখাস্তেই কাজ হবে। যা-যা করণীয় করে দিস্। তুই যদি সেই সময়ে ট্যুরে যাস্, তাহলে অনাথকে বললে সে নিশ্চয় করে দেবে। কয়েক দিন আগে পোস্টকার্ডে এ-সব কথা লিখেছিলাম, বোধ হয় সেটা পাস্নি। নিনি ১০' × ১০' করতে বলছে। তাই করিস। নইলে খরচ বাড়ে বলে খানিকটা ক্যাঁওম্যাও করল। তাই হ'ক।

আমরা রবিবার ২২ নভেম্বর সকালের গাড়িতে ফিরব স্থির করেছি। ওঁর বুকের muscular ব্যথাটা surgeon দেখে বলেছেন, কোনো ভাবনার কারণ নেই। Iodex মালিশ করতে হবে। Cardiograph করে Dr. Pal বলেছেন অন্য কোনো deterioration হয়নি। কিন্তু হার্টটা sluggish হয়ে গেছে। সব ওষুধ বদলে দিয়েছেন। বাকি আছে চোখটা। সেটা হয়তো সোমবার দেখানো হবে। মনে হয় reading glasses বদলে দেবেন। কারণ উনি দূরের জিনিস ভালোই দেখেন। Vision ঠিক আছে।

শৈব্যার সঙ্গে দেখা হয়নি, রবীন ফোন করে ছিল। ওদের হাতে কিছু কাজ ছিল, সেটা শেষ হয়েছে। ...। নাথ ব্রাদার্স থেকে কাল সমীর নাথ এসেছিল। আমার 'বেতাল-বত্রিশ' ডিসেম্বরে বেরোবে। জানুয়ারির বই-মেলায় দেবে। আসছে বছরের জন্য একটা পৌরাণিক গল্পের সংকলন চাইছে। ২০০/২৫০ পৃষ্ঠা মতো। বলেছি বইপত্র সংগ্রহ করে দিতে। জানুয়ারিতে কথা দেব।

ম্যাকমিলান থেকেও ওদের এডিটর এসেছিল। এবার ২য় পাঠ পাকা করে ফেলা হচ্ছে। রাজুর গল্প ৩য় পাঠে যাচ্ছে। এটার জন্য খুদে খুদে গল্প চায়। ...। কাজেই বিক্রির দিক থেকে সুবিধা হবে মনে হয়।

সব প্রকাশকদের বলেছি ৫-১০ কপি বই New Script এ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জমা দিতে। শিশির তাই বলল। অনেকেই সম্মতি জানিয়েছে।

মাপ বিষয়ে নিনি অ.বিশ্যি শেষে বলেছিল, 'তুমি যা ভালো মনে কর,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই কর।' তখুনি ঠিক করলাম বেশি খরচ করার দায় নেব না, ১০ × ১০ স্টলই হক। তুই-ও তো গোড়ায় সেই রকমই বলছিলি। ...। গুপিদের ১৯ তারিখ বার্ষিক পরীক্ষা শুরু। ... একটু তৈরি করতে চেষ্টা করছি। ... এখনো। কম্বল লাগে না। পাখা চলে। উত্তর দিস্।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪৭

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
১১.১১.৮১

স্নেহের অম্ব,

কাল তোর চিঠি পেয়ে বুঝলাম একটা আসল কথাই লিখিনি। তুষুর সন্দেশের বার্ষিক চাঁদার মাত্র ৮ টাকা রাখল নিনি। বলল ওটা ডিসেম্বর অবধি। জানুয়ারি থেকে অন্যান্য পত্রিকার মতো আমাদের দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। তখন বাকি মাসগুলোর টাকা দিতে হবে। ঐ ফেরত ১৬ টাকা আমার কাছে আছে। কাল শৈব্যার রবীন বল ফোন্ করে বলেছে তোর আমার পুজোর লেখার টাকা আমি যাবার আগে আমার হাতে নগদ দিয়ে দেবে। শিশিরের কথার এক পয়সা দাম নেই এ-ক্ষেত্রে। নিনির সঙ্গে খোলাখুলি কথা হয়েছে। বলেছে লোকশান না হলেই হল। যৎসামান্য লাভ হয় তো ভালোই। জনপ্রিয়তা বাড়ে, তাকেই লাভ বলা যায়। ১০ × ১০ স্টলের দরখাস্ত পাঠিয়েছি, পেয়েছিস্ নিশ্চয়! দেয়ালের কাপড় এরা নিয়ে যাবে। তাতেই স্টলের দেয়াল ঢাকবে। ছবি, পোস্টার নিতে বলেছি। বালিশ কম্বল নেবে। ভরতের বদলে আরেকজন ভালো লোক যাবে। সে আর শিশির স্টলে থাকবে। প্রণব ভাইপোর সঙ্গে হোটেলে। ২ জন মণি মৌলিকের বাড়িতে। পার্থ চৌধুরী, সুজয় জয় তো বাইরে থাকবে। বেশির ভাগ বই ৫ কপি, কিছু ১০ যাবে। অতিথি আপ্যায়নের বেশিটা নাকি ওদের নিজেদের খরচায় হয়েছিল। এবার সব খরচ কমানো হচ্ছে। Decoratorকে বলিস আলো ইত্যাদির কথা। নাতি-নাতনিরা ২০.১২ তে পৌঁছবে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
২২.১১.৮১

স্নেহের অন্তু,

ফের শিশির-প্যাটার্নের কথা! এদিকে শিশির completely changed, তা জানিস্? মহানগর ১লা বৈশাখ থেকে একটা ছোটদের মাসিকপত্র বের করবে। শিশির তার সম্পাদক হয়ে এখন থেকেই join করেছে। বোধ হয় হাজার টাকা মাইনে! অনিল মিত্তিরের নিশ্চয় বোলবোলা! সুজয় ঐ পত্রিকার পরিচালক! আমাদের আজ যাওয়া হল না। ওঁর কাল সারারাত পেটের আর হার্টের ব্যথা, trunk call করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্যামলদা মিছিমিছি সেটা নে গিয়ে ফিরে আসবেন! স্বপনও। রঞ্জন বলছে ২ হপ্তার বিশ্রাম দরকার। তার মানে ৬ই ডি: যাওয়ার চেষ্টা হবে। গুপিদের বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। বরুণকে একটু পড়াতে পারব। ৩রা শেষ।

পৌষে অবিশ্যি সুজয়, শিশির অবশ্যই যাবে। শৈব্যা কাল রাত ৮$\frac{১}{২}$ টার পর ফোন্ করে বলল, 'আপনার আর অজেয়-বাবুর টাকাটা এখুনি পাঠাব?' তার মানে পৌঁছতে ১০টা। ওঁর শরীর ভালো না। তাই ঠিক হল M.O. করে শান্তিনিকেতনে পাঠাবে। এদিকে আমার যাওয়া পেছিয়ে গেল! একটা পোঃ কাঃ লিখছি, যেন চৌরঙ্গীতে পাঠিয়ে দেয়। দে-জ-এর সঙ্গে কি কথা হয়েছে গিয়ে বলব। সব লেখকদেরি থেকে-থেকে মনটা মরুভূমি হয়ে যায়। আমারো এখন সেই অবস্থা। মধুসূদন এসে 'দেবায়ন' দিয়ে গেছে। টাকাও দিয়েছে মন্দ না। শিশিররা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বই নিয়ে যাবে।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪৯

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৩.১২.৮১

স্নেহের অন্তু,

তোকে কত ভালোবাসি দেখছিস্? রোজ রোজ চিঠি লিখছি। আমরা ১৫ই ডিঃ মঙ্গলবার সকালের গাড়িতে আসছি। উনি এখন ভালো আছেন, আর চান্স দেওয়া নয়। মোনারা ২০-এ যাবে। নিনিকে ফোনে স্টলের কথা বলেছি। ২৪০ টাকার কথা বলিনি। যদি ঘাবড়ায়। কিন্তু গত বছরের চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে না? স্টল তো ছোট। দেয়ালে ঝোলাবার কাপড় এরা নিয়ে যাবে। তবে আলো লাগবে হয়তো একই রকম। শিশিররা বই নিয়ে কবে যাচ্ছে জানি না। পাকা ভাবে ২১-এ যাবে বোধ হয়। নিনি বলল আরেকটা ঘরও পেয়েছে। আগে ২-১ জন যেতে পারে। মণি মৌলিক লিখেছে ঘরে ডবল খাট রেখেছে। ২-৩ জন আরামে থাকতে পারবে। আমি গেলে, তুই আর আমি দেখে আসব। আর ভালো লাগছে না। যেতে পারলেই খুশি হই। কাজকর্মেও মন যাচ্ছে না। O.C. Ganguli Centenary নাকি পাকা হয়নি। ওখানে হলে আমাদের বাড়িতে সেই ডাক্তার উঠবেন। মনুজদাকে লিখেছি। তোর আর কষ্ট করার দরকার নেই। মেলার জন্য energy জমা কর।

ভালোবাসা নে।
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৫.১২.৮১

স্নেহের অন্তু,

কি বললাম? লোকে এবার আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করবে নিশ্চয়। লেটেস্ট খবর বলি। কাল মহেন্দ্র বাবুর ছোট ছেলে আমার নতুন প্রকাশিত খুদে 'জানোয়ার' বইটির ১০ কপি দিয়ে গেল। তার সঙ্গে তোর পুরস্কার পাওয়া, পাণ্ডুলিপির কথা বলতেই, সে বলল, 'পাণ্ডুলিপিটি দিন।' তা তো আমার কাছে নেই। সে বলল, 'পাঠিয়ে দিতে বলুন।' আমি বলেছি মেলার পর ভবানীরা যখন ফিরবে, ভবানীর হাতে পাণ্ডুলিপি পাঠানো হবে। অজেয়র আর আমার চিঠি সহ। আমি বলি কি পত্রপাঠ গল্পগুলোর একটা কপি করে, সেইটে পাঠাস্। শিশুদৈনিক চতুর্থ দিনেই উঠে গেছে। প্রেস্ নাকি ৮ হাজার টাকার কাগজ সহ লেখাটেখা আটকে রেখেছে। আমার গল্প তৃতীয় দিনে বেরিয়েছে। তোরটা বেরোয়নি। নেই হয়ে গেছে। কতবার বলেছি কপি রাখ্। শিশির সুজয় কাল সন্ধ্যায় এসেছিল। ওর টাকা খরচ কমাবার জন্য বইটই নিয়ে একেবারে ২১-এ গিয়ে মণি মৌলিকের বাড়ি উঠবে। আমরা ১৫ই যাব। ১৬ই বুধবার, সকালে তুই আমি ঘরটা দেখে আসব। আমাকে ১১টায় ব্যাংকে যেতেই হবে। তার আগে যাব। গুপিরা ২০ তারিখে যাবে। শৈব্যা বার বার বলেও টাকা দিয়ে যায়নি। আবার পোস্টকার্ড ছাড়ছি। এ কি রকম ব্যবহার বুঝি না। ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫১

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
১.৬.৮২

স্নেহের অন্তু,

আমরা নিরাপদে বেলা ১১টায় এসে পৌঁছলাম। এখানে সবাই ভালো, হাবু বিকেলে এসে খবর দিয়ে গেল। তবে যার মেয়ের বিয়ে ১১ই, সেই ভাইয়ের আবার একটু হার্টের গোলমাল হয়েছিল। এখন ভালোর দিকে। কাল সন্ধ্যায় সুজয় আর হারুণ এসেছিল। সব খবর পেলাম। মালিক নাগাল্যান্ডে। সম্পাদক ঠিক হয়নি। তবু কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। তবে প্রেসে কিছু দেরি হয়েছে বলে এই অবস্থা। প্রথম সংখ্যায় আমার ধারাবাহিক শুরু, দ্বিতীয় সংখ্যায় তো ছোট গল্প, তৃতীয়তে তোর ধারাবাহিক, শ্যামলদার গল্প, রণজিতের গল্প। ছোট গল্পের জন্য পাকা লেখকদের ১০০ টাকা করে দেবে। আনকোরা নতুনদের ৫০। ধারাবাহিকের জন্য হাজার কি আরো বেশি, লেখকের মান বুঝে। প্রথম কিস্তিতে বেশ কিছু অগ্রিম, শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সব টাকা শোধ। এই তো বলল। শিশিরের difficulties হয়তো আদর্শ-ঘটিত বেশি। তবে সব কথা, সুজয় হয়তো জানে না। ওর নিজের খুব অসহ্য লাগছে বলে মনে হল না। কিন্তু সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ১৯-২০ জুন, তথ্যকেন্দ্রের প্রদর্শনীগৃহ book করা হয়েছে। ঐ সময়ে আয় না, তুই আর অনাথ। আমি কাল চৌরঙ্গী গিয়ে কিছু বই বাছব। তোরা দেখে নিস্। এখানে আমাদের কিছুই গরম মনে হচ্ছে না। ওখানের চেয়ে ঢের কম। তোর মেসোমশাই এসে প্রথম দিন বেশ কাবু হয়েছিলেন, এখন ভালো।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
২১.৭.৮২

স্নেহের অন্তু,

পরশু সুজয় এসেছিল। ওকেও চাকরি ছাড়তে হল। কেবলমাত্র হারুন রইল। দিব্যেন্দু বাইরে-বাইরে ঘোরে আর ওর স্ত্রী আপিস চালায়। এই পরিস্থিতিতে কাজ করা সম্ভব নয়। আমি ওকে পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের লেখা ফিরিয়ে আনা বিষয়ে। ও বলল পত্রিকার ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত, লেখা ফিরিয়ে আনাই ভালো। কি আর বলব? এ ক্ষেত্রে সেই ভালো।

তবে আমি বললেই দিব্যেন্দু বাকি সকলের লেখাই বা ফিরিয়ে দেবে কেন এবং আমার কাছেই বা দেবে কেন? তুই নিজে এবং রণজিৎ ও শ্যামলদা আলাদা করে দিব্যেন্দুকে চিঠি দে যেন লেখাগুলো আমার কাছে জমা দেয়। তারপর আমি হয় তোদের কাছে নিয়ে যাব, না হয় সন্দেশে জমা দেব। আনন্দমেলাতেও জিজ্ঞাসা করতে পারি! তাছাড়া সুজয়কেও চিঠি দে, যদি সে লেখাগুলো সংগ্রহ করে আমাকে এনে দেয়। দিব্যেন্দুর ঠিকানা হল— শ্রী দিব্যেন্দু সিংহ, 8/3A Canal Street, Calcutta 14, সুজয়ের ঠিকানা :- 13/19 Dr. Nilmoni Sarkar St. Calcutta 700 050

এই সমস্ত পরিস্থিতির জন্য শিশির দায়ী। এখন সে দিব্যি সরে দাঁড়িয়েছে।

এই সঙ্গে শ্যামলদাকে আর রণজিৎকে দুটি চিরকুট দিচ্ছি, ওদের কাছে পৌঁছে দিস্। এখানে পরশু থেকে কিছু কিছু বৃষ্টি পড়ছে। গরম কমে গেছে। লোড্‌শেডিং বেড়ে গেছে।

আমাদের ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিয়ে আদালতে যেতেই হবে মনে হচ্ছে। সে সব বন্দোবস্ত করে, ওখানে বৃষ্টি নামলেই চলে যাব। চিঠি লিখিস্। আমাকে আবার দিব্যেন্দুর সঙ্গে হাজার টাকা অগ্রিমের ফয়শালা করতে হবে। বলব পাকদণ্ডীর পাওনার সঙ্গে adjust করতে। যত সব ঝামেলা।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫৩

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৬.৮.৮২

স্নেহের অন্তু,

দিব্যেন্দু সিংহর কাছ থেকে এখনো কোনো সাড়াশব্দ নেই। সুজয়কেও লিখেছি সকলের লেখা উদ্ধার করার বিষয়ে। সে নিজে যেতে লজ্জা পেলে, যেন উজ্জ্বল বা হারুনকে দিয়ে কাজ হাসিল করে। তারো কোনো জবাব নেই। দিব্যেন্দু হয় তো বিদেশে। তাও তো কেউ জানাবে। রেবন্ত তার লেখা নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে বলল। সুজয় শিশির দুজনেরি দায়িত্বজ্ঞান দেখে অবাক হই। তোরা দুজন আরেকবার এসে কাজ সেরে বইগুলো নিয়ে যাস্। আমাদের মামলা করা ছাড়া উপায় নেই। তার সমস্ত বন্দোবস্ত করে রঞ্জনের ওপর ভার দিয়ে যেতে যেতে এ মাস কাবার হবে। কি আর করা। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে হত রাজ্যের আজগুবি গল্প লিখেছি পুজোর সময়। আমি তো ভালোই আছি, উনিও মন্দের ভালো। সারা দিন যত সব pessimistic কথা বলেন, সেগুলো জুড়লে বিশাল এক হতাশা-শাস্ত্র তৈরি হয়ে যায়। অন্ততঃ একটা ছোট গল্প তো লিখতে হবেই। এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে কিছু নষ্ট করতে হয় না। ভালো আছিস্ তো সবাই? সকলে আমার ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫৪

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
২৬.৮.৮২

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম। ওঁর প্রায় রোজ বুকের কষ্ট হলেও তার ওষুধ হল ওখানে চলে যাওয়া। ডাক্তার মানা না করলে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর মোটরে যাব। দুপুরে কোনো সময়ে পৌঁছব। আগের দিন লোচন সপরিবারে যাবে। এখন অবধি এই ঠিক। শিশিরকে চিঠি লিখে লাভ নেই। সেখানে সে persona non-grata! তাছাড়া উজ্জ্বল চক্রবর্তী পাকদণ্ডীর কিস্তি চাইতে এসে বলল, দিব্যেন্দু এখন বলছে পত্রিকা বেরোবে। সম্ভবতঃ পূজোর পর। আমার গল্পের art-pull তৈরি, তোর গল্প নাকি একটু ছোট করেছে, তারো art-pull তৈরি। অন্যান্যদের লেখাও যাবে। রেবন্ত তারটা বের করে এনেছে। এই স্টেজে নিজে গিয়ে বা নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে যদি আনা যায়। আমি টাকা নিয়েছি, আমার হাত-পা বাঁধা। কারো চিঠির উত্তর দেয়নি দিব্যেন্দু। আমারো না!! আপাততঃ সব আরব্ধ কাজ শেষ করেছি, আর লিখব না। ক্লান্ত। গোছগাছ করতে হবে। নাতি দুটোর জন্য মন খারাপ। ওদের টেস্ট ২১Sept.শুরু। Asian Games এর জন্য এত আগে। শৈলকে তোর পাণ্ডুলিপির কথা লেখ্। ওর ঠিকানা 43 Ballygunge Gardens, Cal.29. আমার সঙ্গে দেখা হবে না। উদয়কে বলব।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা-৫৫

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
১৭.৯.৮২

স্নেহের অন্তু,

তোর মেসোমশায়ের কিছু complication দেখা দিচ্ছে, যার জন্য চিকিৎসা দরকার। মহালয়ার আগে যাওয়া হবে মনে হয় না। এর মধ্যে আয় না, তুই আর অনাথ। বইগুলো নিয়ে যা। তোর পাণ্ডুলিপির notes দেখা। নির্মল সাহার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আয়। তোর এবং আমার। আমার চিঠির জবাব দেয়নি। এমনি ইয়ে। এর মধ্যে মনীষীর বাবা মারা গেলেন, শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। বড় ভালো লোক ছিলেন। আমাদের মামলা ঠুকে দেওয়া হয়েছে। তার জন্য রসদ যোগানো ছাড়া আমাকে কিছু করতে হবে না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে লেখাটেখা মাথায় উঠেছে। স্থির করেছি আসছে হপ্তা থেকে পাকদণ্ডী লিখে যাব, যতটা এগোয়। অথচ জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরের কপি পাইনি, বেরিয়েছে কি না জানিস। কোনো প্রকাশকের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। সবাই জানে চলে গেছি। কিছু পাওনার তাগাদা দিয়ে শীঘ্রই লিখব। বাড়ি ভাড়া তো জুন থেকে নথিং ডুইং। তবে এখানে তোফা আছি। সংসদের ওপর চটে গেছি। কথা রাখে না। নাকি গল্পের বই বিক্রি হয় না! আমারও না। ভেবে দেখি কাকে দেওয়া যায়। নিউ স্ক্রিপ্টকে দিবি? আমার latest গল্পগুলো দিচ্ছি।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৯.৬.৮৩

স্নেহের অন্তু,

তোকে আর লেখা হয় নি। এমনি কাজের ঠেলায় পড়ে গেলাম। কাল রোদে গরমে ঘেমে হদ্দ হয়ে ইনকম ট্যাক্সের ব্যাপারটা চুকিয়েছি। এই এক বাঁচোয়া। বাকি আছে চোখ দেখানো। যদি সময় মতো নতুন চশমা ইত্যাদি করিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে ১৮ই জুন ভোরে কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাব। না হলে ২/৩ দিন পরেরটাতে।

তুই একটা কাজ করে দে। শ্যামলদা বলেছিলেন ওঁরা সকলে গত বছরের পুজোর লেখার টাকা পেয়ে গেছেন, খালি সুবোধরঞ্জন পায়নি। ভেবেছিলাম কোনো ভুল হয়ে থাকবে। কিন্তু কাল নিনি ফোন্ করে যা বলল, তাতে মনে হচ্ছে ব্যাপার আরো ঘোরেল। 'দুই গেরো' গল্পের জন্য ৫০ টাকার M.O. পাঠানো হয়েছিল, যেদিন শ্যামলদারটা পাঠানো হল। যথা সময়ে তার রসিদও ফিরে এসেছে। তাতে কি একটা দাসগুপ্ত for Subodh Ranjan Das Gupta সই করা। নামের অক্ষর স্পষ্ট নয়। মনে হয় সুবোধরঞ্জনের ছেলে টাকাটা সই করে নিয়েছে। তারপর হয় ভুলেছে, নয় দেয়নি। তুই শ্যামলদাকে এই চিঠিটা দেখাস্। যে ভাবে হয় সুবোধকে বলা দরকার।

আমি এসেই অনন্যর হীরক রায়কে বই তুলে নেবার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। সে এখনো আমার কাছে আসেনি।

এদিকে কাল নিনি প্রণবের কাছে সব কথা শুনে ফোন করে বলল, 'বই বন্ধ করবে কেন? অন্য সেরা সন্দেশ 1986 এ বেরোবার কথা। তাতে কিন্তু সক্কলের সব লেখা যাচ্ছে না। দুটো বই স্বচ্ছন্দে বেরোতে পারে! বন্ধ কর না। নির্বাচনের সময় যতটা সম্ভব আলাদা গল্প পছন্দ কর।' সে বইয়ের কাজ শুরু হতেও ঢের দেরি। মানিক একা করবে।

মানিক আজ ৫/৬ দিনের জন্য কোথাও যাচ্ছে, ওর সঙ্গে কথা বলার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় নেই। আর এ-রকম irresponsible কাজের বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছাও করছে না। কি false position এ বারে বারে আমাকে ফেলে ক্ষতিগ্রস্ত করে বল্ দিকিনি।

আজই হীরক রায়কে ডেকে সবটা আলোচনা করতে হবে। মানিকের সহযোগিতা ছাড়া কতখানি হতে পারে দেখতে হবে। মানিক তার ১টা গল্প ১টা প্রবন্ধ নিতে বলেছে। তাই নিতে হবে। মাঝখান থেকে আমার যত ঝামেলা!

ভালো আছিস্ তো সকলে? আমরা ভালোই।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫৭

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৫.২.৮৪

স্নেহের অন্তু,

আমরা সেদিন খুব আরামে, ১ ঘন্টা লেট করে, পৌঁছলাম। অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশনমাস্টার শুধু তুলে দিলেন না, ভেদিয়া অবধি এলেন। এখানেও বেশ ঠাণ্ডা। তোর মেসোমশায়ের কাশি কমছে না। আজ ডঃ পাল এসে দেখবেন। অনিদ্রায় আমারো রাত কাটে।

সোমবার শিশির আর মঞ্জিল এসেছিল। নিউ বেঙ্গলের মালিককে নিয়ে আসবে এর মধ্যে। মঞ্জিলের সামনে তোর ধারাবাহিকের কথা বললাম না। কাল রাতে নিনি ফোন্ করেছিল। মোনার গল্প চায়। তোর সেই গল্পটা চৈত্রে যাচ্ছে। রেবন্তর ধারাবাহিক ১ বছর, মঞ্জিলেরটা ১০ মাস চলবে, বৈশাখ থেকে। তাই বলে দিলাম অতদিন অপেক্ষা করার ইচ্ছা নেই। নীরেনকে, বাদলকে আসতে লিখেছি। আনন্দমেলাতেই নেওয়া উচিত। দেখি, কি বলে। রবীন বল্ও এর মধ্যে আসবে। নীরেন না চাইলে, রবীনকে sound করতে পারি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য। যেমন বলিস্। নয়তো কিশোর-ভারতী।

শিশিরের কাছে পাঁচুগোপালের লেখা শিকারের বইটা আছে। দেবে বলল। কাজেই অশেষেরটার দরকার নেই। এটা পড়ে দেখব, যদি ভালো কিছু পাই।

শ্যামলদাকে আমাদের সব খবর দিস্। ভালোবাসা নিস্। ওঁকে পরে লিখব।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
২৪.২.৮৪

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। আমরা নেই তাই তোর খারাপ লাগছে ভেবেও আমার খুব আনন্দ হল। বেঁচে থাক, মানিক, অনেক ভালো কাজ করিস্। আমাদের ব্লাড রিপোর্ট এসেছে। তত ভালো না। ওঁর হিমোগ্লবিন বড্ড কম। আয়রণ টনিক দিয়েছে। আমার সুগার ১২০ স্থানে ১৫৫! নাকি worry anxietyতে এমন হয়। আমার মতে তার সঙ্গে রোজ মিষ্টি দই আর আধখানা কলাতে সাহায্য করেছে! যাই হক, যাবার আগে নিঃসন্দেহে শুধরে নেব। 'উপেন্দ্রকিশোরে'র অর্ধেকটা লেখা হয়ে গেছে। শেষ করে নিয়ে যাব। আমাদের দোলের আগেই যাবার ইচ্ছা। সব কাজ হয়েও যাবে, খালি যে জন্য আসা, সেটা নিয়েই ভাবনা। চোখের ডাক্তারকে contact করতে পারা যাচ্ছে না। একটা চিঠি লিখেছি। ফোনে অনেক চেষ্টা করেও পাইনি। আজ আবার করব। আজ বইমেলা শুরু। অভীক সরকাররা গ্র্যান্ড হোটেলে Knneth Thurston Hurst-এর জন্য ডিনার দিচ্ছে। সুন্দর কার্ড পাঠিয়েছে। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য যাওয়া হবে না। ভাবছি ২৭/২৮ নাগাদ মেলায় যাব। একটু জমুক। এক দিনে দেখাও হবে না। শৈব্যার রবীন চিঠি লিখেছে, মেলায় যেন দেখা করি। ওর পাণ্ডুলিপি তৈরি, লেখক পরিচয় বাদে। আমাদের বার্ষিকীতে বাড়িতেই বিরিয়ানি কাবাব করে খাওয়া হল। ছেলেদের বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে। মোনা সন্দেশের জন্য একটা খাসা ভূতের গল্প লিখেছে। আসছে হপ্তায় মানিকের কাছে সকলে মিলে যাবার ইচ্ছা। ওঁর কাশি অনেক ভালো। আমিও ভালো আছি। ভালোবাসা নিস্ সকলে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫৯

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
9.3.84

স্নেহের অন্তু,

তোর সুন্দর চিঠি পেয়ে আমার ব্যথিত হৃদয় যে কত সান্ত্বনা পেল, সে আর কি বলব। হতাশায় ভেঙে পড়ছি না, কারণ ৫১ বছর ধরে যা পেয়েছি তাতেই আমার অনন্ত কালের পাথেয় কুলিয়ে যাবে। মুখখানা দেখতে পাব না, ঘড়ি-ঘড়ি কেউ আমাকে ডাকবে না। কিন্তু তাও তো আমার মনের মধ্যে কানের মধ্যে ধরা রয়েছে। কাজও দিয়ে গেছেন। এই মাতৃহারা নাতি দুটোকে, যত্ন-না-পাওয়া ছেলেটার জন্য এবার সময় দিতে পারব।

শান্তিনিকেতন থেকে হেড্-আপিস্ এখানে তুলে আনতে হবে, মানিক। ২ মাস অন্তর গিয়ে এক সপ্তাহ থেকে আসার ইচ্ছা। ইতিহাসটা লিখতে হবে। উনি বারবার বলতেন 'ও কাজটির সবচেয়ে বেশি দাম।' তার জন্য তোর সাহায্য-ও দরকার। একটা working plan তৈরি করতে হবে। মাথাটা একটু স্বাভাবিক হলেই, যাতে ২ বছরে শেষ হয়, তার প্ল্যান্ করব।

নীরেন আর বাদল এসেছিল। 'মানুক দেবতা' নীরেন খুশি হয়ে নিয়ে গেল। সম্ভব হলে একবারে ছাপবে। নইলে হয়তো কিছু ছাঁটতে হবে। মোনার নতুন ভূতের গল্পও ছাপবে বলল। সেটা একটু revise করিয়ে তবে দেব। খুব ভালো গল্প। শৈল চক্রবর্তীর কাছে আরো কিছু তালিম নিতে রাজি আছে, উভয় পক্ষই।

তুই দোলের পর আসিস্ না। কারণ আমরা সবাই মিলে ২০/২১ নাগাদ্ যাব। ২৪এ বা ২৫এ ওখানে একটু গান আর মন্ত্রপাঠের আয়োজন করেছি। সুপ্রিয়কে লিখেছি। বাকিরা ফিরে এলেও, আমি ও হাবু মাসের শেষ অবধি থাকব। বাড়ি গুছোনো, মালি ছাড়া সকলকে ছাড়ানো, ব্যাংকে নাম বদলানো— এই সব বেদনা মিশ্রিত কাজ আছে। তুই না থাকলে কি করে হবে। যুগান্তরের 'আমিও তাই' বাদল ছাপবে। আরো কিছু রম্য রচনা সঙ্গে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেব। বাছাই করতে হবে। কিছু কিছু বই দান করব। এত শক্তি কি আমার আছে যে একলা করব? তোর সাহায্য দরকার হবে।

রঞ্জন সোমবার হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করবে। তার চিঠিও দিয়েছি তোদের নামে। আসিস্ না। আমাকে আরেকটু শক্ত হতে দে। অনেক ভালোবাসা নিস্।

ইতি।
তোর লীলাদি।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৬.৪.৮৪

স্নেহের অন্তু,

নানা রকম বৈষয়িক কর্তব্যে দিন কাটছে। তার মধ্যে একটি হল চৌরঙ্গী থেকে ডজন ডজন পাণ্ডুলিপির ফাইল আর শত শত বইয়ের ব্যবস্থা করা। ফাইলগুলো এ-বাড়িতে এনেছি। তাল তাল বই নিয়ে সোমবার থেকে লাগব। রাশি রাশি দিয়ে দেব। তোর জন্যে বাছাই করে রাখব কিছু, অনাথের জন্য কিছু। তুই এলে নিয়ে যাস্।

এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু লিখে উঠতে পারিনি। আজ উপেন্দ্রকিশোর ch. [Chapter] 13 লিখব। রাতে আপনি ঘুম হয়, আর ওষুধ খেতে হয় না। রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি এবার করাব।

নব-বর্ষে কয়েকটা জায়গায় যাব ভেবেছি। যেমন আনন্দ, মিত্র ঘোষ, শৈব্যা, নাথ, বিমলা, এশিয়া, Ind.ass. [ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েট পাবলিশিং ] (যদি খোলা রাখে।) বাড়ি থেকে ৫টা নাগাদ বেরোবার ইচ্ছা। তার মধ্যে আসিস্।

আমাদের চলে আসার আগের দিন আমার ভাইয়ের খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। এই চিঠি পেয়ে তার একটু খবর নিয়ে জানাস্। বুড়োদের বাড়ির সামনে থাকে, জানিস্ তো।

আমি মে মাসের শেষে কয়েক দিনের জন্য যাব। তুই আসবার আগে একবার আমাদের বাড়ি ঘুরে খবর নিয়ে আসিস্। মালির সারা দিনরাত থাকার কথা। বুঝতেই পারছিস্ যাকে সব সময় সব কথা বলতাম, তার সঙ্গ ছাড়া দিন কাটানোতে অভ্যাস হতে সময় নেবে। এরা যথাসাধ্য করে।

ভালোই আছি।

ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬১

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৩০.৪.৮৪

স্নেহের অন্তু,

এসে অবধি শান্তিনিকেতনের যা চিঠি পেয়েছি, তাতে মনুজদা কিম্বা টুকুর কোনো খবর পাইনি। লাইব্রেরিতে গিয়ে স্বপনের কাছেই জানতে পারবি। শ্যামলদাদের-ও খবর নিস্। যুগান্তরের লেখা, উপেন্দ্রকিশোর এবং পুজোর লেখা। আজ থেকে এই চলবে। শিশুসাহিত্যের এন্তার মেটিরিয়েল জোগাড় করেছি। সেগুলো তো আটটা ফাইলে খিচুড়ি হয়ে আছে। এবার গেলে ৩/৪টা নিয়ে আসব। তোরটা হলে, সময় পেলে, মালির কাছ থেকে আরেকটা আনিস্। ভাবছি জীবিত outstanding লেখকদের চিঠি লিখে bio-data সংগ্রহ করব। কাজ এগোবে। সোনার স্বামীর শ্রাদ্ধ হল কাল। সোনা একেবারে ভেঙে পড়েছে। মেয়েটাও কাছে নেই। কথা হচ্ছে জামাই ওকে ২/৩ মাসের জন্যে মেয়ের কাছে U.S.A. পাঠাবে। সেই ভালো।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৩.৫.৮৪

স্নেহের অন্তু,

কাল তোর চিঠি এল। কালই Cost Acct.Inst.-এর হলে সাহিত্যবাসরে মৌচাক পুরস্কারটাও দিল। অনুষ্ঠান ভালো হল না। তুষারবাবু, মনোজ বসু দুজনেই বড্ড বুড়ো হয়েছেন। একজন ভালো সাহিত্যিক-বক্তা ১৫ মিনিটে গত বছরের সাহিত্যকর্মের বিষয়ে বললে ভালো হত। ৫০০ লোকের হলে ২০০ লোকও হয়নি। বাক্সে করে চমৎকার জলখাবার বগলে নিয়ে যে যার বাড়ি গেল। কারো বগলে ২/৩ টা বাক্স। মাছ ফ্রাই, মাংসের কাটলেট, আলু ভাজা, সন্দেশ, রসমালাই। আমার বাক্স নাতিরা পেল।

বাড়ি ফিরে আসতে না আসতে প্রণব আর আর্টিস্ট রাহুল এল। ওরা আমার সঙ্গে জুনের গোড়ায় শান্তিনিকেতন যাবে। আমরা দিন চারেক থাকব। হয়তো ৬ কি ৮ তারিখের কাঞ্চনজঙ্ঘায়। দিন ঠিক হলে লিখব।

এবার পূজোও ওখানে কাটাবো। রঞ্জনরাও যাবে। অশেষ অভিমান ভরা চিঠি লিখেছে। সাহিত্যবাসরে অধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হল। ভালো লাগল। বছর ৫০ বয়স মনে হল। রবীন বল শনিবার আসবে বলল। ভালোই আছি সকলে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬৩

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 700019.
25.5.84

স্নেহের অন্তু,

তোর গল্প দুটি আজ পৌঁছল। তার আধঘণ্টা আগে মঞ্জিল ফোন করে খোঁজ করছিল। আমিও ওর জন্য একটা আজগুবি গল্প লিখে রেখেছি। মঙ্গলবার নিয়ে যাবে। চাঁচাছোলা ক'রে ব্যাঘ্র-বিপাক খাসা গল্প হয়েছে। মঞ্জিলের গল্পও খুব ভালো হয়েছে। কপির ভুলগুলো শুধরে দিয়েছি। এখানে বেশি গরম না পড়লেও দারুণ লোডশেডিং হয়। Invertor-এর battery চার্জ হবার সময় পায় না। আমরা ভালো থাকলেও দিদির আবার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, কল্যাণ খুব রোগা হয়ে গেছে, আরো কেউ কেউ ভুগছে, নীরেন বাদল এসেছিল। মেমো সই করাতে। আনন্দ পাবলিশার্সের কাজ বন্ধ হয়নি। নীরেন আরেকটা ছোট উপন্যাস চেয়ে রেখেছে। নতুন রকম চেহারা নেবে আনন্দমেলা। গোলমাল মিটলে।

আমরা জুনের প্রথম অর্ধে যাব ঠিকই। তবে বৃষ্টি না পড়লে রঞ্জন আপত্তি করছে। হয়তো ১০/১২ই হয়ে যাবে। প্রণবদের লিখছি। কাল সন্দেশ কার্যালয়ে একটা press meeting এ যাব। মানিক জুনের প্রথম দিকে Houston U.S.A-তে যাবে সপরিবারে। বলছে তো ৩ সপ্তাহে ফিরবে। রচনাবলী (৫)-এর কাজ শুরু হল। আজ ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। ভালোবাসা নিস্। মনুজদা অনেক ভালো।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬৪

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৬.৭.৮৪

স্নেহের অন্তু,

দুদিন হল তোর চিঠি পেয়ে কাল পরিষদের মিটিং এর কথা তোমাকে লিখছি। মিটিংএ না ট্রেজারার ননীগোপাল, না সেক্রেটারি ভবানী দে উপস্থিত। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, asst. secy আর দুজন সভ্য দিয়ে কোরাম হল, মিটিংও হল। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার পর ১৮ই আগস্ট সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন আর সেপ্টেম্বরের ১৫-১৬ অথবা ২২-২৩, যেমন তথ্যকেন্দ্রে জায়গা পাই, বার্ষিক উৎসবের দিন স্থির হল। এবার নতুন ট্রেজারার ও সেক্রেটারি করাও স্থির হল। তাছাড়া দু বছরের পুরস্কার ও পদক প্রাপকদের নাম চিন্তা করা হল। মোট কথা মিটিংএ কিছু কাজ হল।

আমি মনে করেছি শনিবার ৪ঠা আগস্ট গিয়ে, রবিবার ১২ই আগস্ট ফিরব। রঞ্জন মনীষা বলছে ওরা ১৫ই ২/৩ দিনের জন্য যাবে। ভালোই হবে। সোনাকেও নিয়ে যেতে চাই। হাবুর বোধ হয় ছুটি আছে, পারবে না। আমার ইচ্ছা পরিষদের সভ্য কিছু বাড়ুক। তুই যদি না হয়ে থাকিস্, এবার হ। শিশুসাহিত্যের আর কোনো সংগঠন নেই। যারা বাংলায় এম্-এ পড়ে তারাও শিশুসাহিত্যিকদের বিষয়ে এক বর্ণ পড়ে না। পুজোর লেখা বাদসাদ দিয়ে প্রায় শেষ করে এনেছি। আর লিখব না। ইতিহাসটার গোড়াটাও পাকা করব। তথ্য বেশ জমেছে। আরো দরকার। আগে এগুলো সাজিয়ে নিই। তোর উপন্যাসের কথা নিনিকে বলে রাখব। কাল শিশির এসেছিল।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬৫

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৪.৭.৮৪

স্নেহের অন্তু,

অন্যান্য কাজ অনেকটা হয়ে গেছে। ট্যাক্সের ব্যাপার থেকেও। ৭ই-১৪ই আগস্ট ছুটি পেয়েছি। যেটুকু বাকি থাকবে, ফিরে এসে করব। কাজেই যদি জলঝড় না হয়, তাহলে ৭ই সকালে, কাঞ্চনজঙ্ঘা না চললে, মজঃফরপুর প্যাসেঞ্জারে যাব। ১৪ই বিশ্বভারতীতে ফিরব। অক্টোবরে আবার যাব। প্রণব কাল নিজে আসেনি কিন্তু type script পাঠিয়েছে। Typist বেচারিকে ডুবিয়েছিল। অন্য লোককে দিয়ে শেষ করতে হল। লজ্জায় আমার কাছে আসেনি !! কি বোকা বল্ দিকিনি। লিখব ওকে পুজোর শেষ লেখা শেষ করে এনেছি। শিশু সাহিত্যের কিছু কিছু কাজ করছি। তোর সঙ্গে পরামর্শ করব। লাইব্রেরিতে গিয়ে স্বপনকে বলে রাখিস, ও এখানে না এলে পরশু ওকেও লিখব অবিশ্যি।

AMARBOI.COM

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৭.৮.৮৪

স্নেহের অন্তু,

ইনকাম ট্যাক্সের ইন্টারভিউটা কাল-পরশু ফেলেছে। কাজেই আজ যেতে পারলাম না। বুবুকে তার করেছি কাল। জানি আজ গেছে, বাড়িতে খবর দিতে বলেছি। এ কাজটা জরুরি। ওটা মিটে গেলেই যাব। শেষ মুহূর্তে বদলাতে যেমনি খারাপ লাগে তেমনি আমার কপাল! বৃষ্টি কম; ভীষণ লোডশেডিং। শিশুসাহিত্যের কিছু কাজ এগিয়ে দিতে চাই। মঞ্জিল সেনের 'তোরাকে'-র অনুবাদ এ মাসে শেষ হল। পূজোর পর নতুন গল্প শুরু হবে। শৈবাল ভালো গল্প জমা দিয়েছে। তুই কেন যে দেরি করছিস্ কপি করতে। ভেবেছিলাম এইবার ঢুকিয়ে দেব। যাই হ'ক শৈবালের গল্প খুব বড় নয়। মনে হয় ২/৩ কিস্তিতে শেষ হতে পারে, ছোট করতে দিয়েছি। পূজোর জন্য বড় গল্প হিসাবে দিয়েছে। তোরটা প্রুফপাঠ নিনির কাছে পাঠিয়ে দিস্। আমি নোট দেবার পর অবিশ্যি। নানা রকম ঝামেলা শহরের জীবনে। ৫ বছর বড় শান্তিতে ছিলাম। বেশি শান্তি হয়তো ভালো না। কাকে মনের কথা বলি? কেউ বোঝে না। হাবুর স্বামীর হৃদ্‌রোগ। তবে angina বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সে মন্দের ভালো। সোনা এবার যেতে পারবে না। শিশির, ষষ্ঠী এসেছিল। প্রণবের দেখা পাইনি। শৈবাল এসেছিল, গৌরী ধর্মপালও। অচেনাও ঢের আসে। ফিরিয়ে দিতে হয়। দুঃখিত হয় খারাপ লাগে। অনেক গল্প জমে আছে।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬৭

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৩১.৮.৮৪

স্নেহের অন্তু,

আজ সকালে নিনি ফোন করে জানাল যে 'মানুক'-এর গল্প ওদের সকলের খুব পছন্দ হয়েছে। তবে মানিক এখনো পড়েনি, এবার ওর কাছে যাচ্ছে। ওর দুর্বলতাটা একটু একটু করে কমছে। ওর আপত্তির কারণ হবে মনে হচ্ছে না। নিনি মনে করছে পূজোর পরেই শুরু করে, চৈত্র মাসে শেষ করা যাবে। কিন্তু একটা snag দেখা যাচ্ছে। হাতের লেখা খুব খারাপ না হলেও এমন ঘিঞ্জি-মিঞ্জি করে লেখা যে press-এর জন্য যারা কপি করে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। আপাততঃ প্রণব ইত্যাদি দুটো কিস্তি নিজেদের হাতে কপি করে দিচ্ছে। তারপর আমার কাছে মূল পাণ্ডুলিপিটা দেবে। আমি ২৯-এ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে গিয়ে তোকে দেব। তুই তার পর থেকে একটু ফাঁক-ফাঁক এবং বড় করে লিখে দিবি। আমি ৭/৮ দিন থাকব। তার মধ্যে সবটা করে দিতে পারলে ভালো হয়। তোকে জানিয়ে রাখলাম। মানিক বাগ্‌ড়া দিলে হয়তো কিছু rewrite করতে হবে। তার দরকার আছে আমি মনে করি না। তবু ধর্, কিছু suggest করেই বসল, বলা তো যায় না। আমি পরশু ইনকম ট্যাক্স অপিসের সামনে অসমান ফুটপাথে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছি। anti- tetanus inj দিয়েছে, antibiotic খেয়েছি, ব্যথা কমেছে, ক্ষত শুকোচ্ছে। রবারের তৈরি ব'লে হাড়গোড় ভাঙেনি। কাবু হয়েছি।

রঞ্জন ৬ই সেপ্ট সকালে যাচ্ছে, দুজন সঙ্গী নিয়ে। রবিবার ফিরবে। স্বপন এসে ফোন করেছিল, বলে দিয়েছি। নাতি-নাতনিরা ২৮ সেপ্ট দিল্লী যাবে, ৯ই অক্ট ফিরবে।

'Upendrakishor' NBT-কে পাঠিয়ে দিয়েছি। লোকনাথ চিঠি লিখেছে, এবার ঐ series-এর জন্য 'অবনীন্দ্রনাথ' চায়। তার material আমার কাছে। ইংরিজি করে দেব। ৬ মাস সময় দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুসাহিত্যটা fair করা শুরু করেছি। শরীরটা কাবু হওয়াতে বেশিক্ষণ বসে লিখতে পারছি না। একটু করে পাকা লেখা হলেই সেটা ফেয়ার করে ফেলব। মনে তেমন ফূর্তি পাচ্ছি না। এরা বলছে আর একা বেরুনো উচিত নয়। ওরা কি চায় যে বয়সটা আমাকে ধরে ফেলে? তাহলে কি করে চলবে, আমার যে অনেক মৎলব আছে।

নীল আকাশ দেখি না বেশি। লোডশেডিং খুব। ইংরিজি historical novel পড়ি Anya seton, Tranter, Heyer। খুব উপভোগ করি।

তোর কোনো কাজ হল এসে? আমার কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। এবার ডেকে পাঠাব, একটু জোর পেলেই।

ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
২৯.৮.৮৪

স্নেহের অন্তু,

তোর সঙ্গে আর দেখা হল না। বীণার স্মৃতিসভায় গেলাম। ঘুমপাড়ানির ব্যাপার। শ্যামলদার জ্বর। কাল জয়ন্ত ঘোষ রঞ্জনকে বলেছে এখনো জ্বর ছাড়েনি। রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা হবে। বহু দিনের strain-এর ফল বলাই বাহুল্য। রঞ্জন ডাইরেক্ট বৃহস্পতিবার সকালের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে যাচ্ছে, রবিবার ফিরবে। পারলে খোঁজ নিস্। আমি মনে করেছি ২৮ সেপ্ট-৮ অগাস্ট নাতিনাতনিরা ছুটি করতে দিল্লী যাচ্ছে, সেই সময়টা ২৯—৭ই আমিও শান্তিনিকেতন ক'রে আসি। তাহলে ফিরে এসে পড়াশুনো করা যাবে, দু'পক্ষেরি। তোর কোথাও যাবার plan থাকলে নিশ্চয় যাবি। আমি প্রকৃতি উপভোগ করব আর লেখাপড়া করব। N.B.T.র অবনীন্দ্রনাথ এগুবে। শিশুসাহিত্যও এগুবে। আশা করি বৃষ্টি থেমে যাবে তত দিনে। এখানে রোদের মুখ দেখা যায় না। কিন্তু মশা মাছি গরম এসব কম। লোডশেডিং খুব বেশি। আমাদের ঘরে জল নিবারক ব্যবস্থাগুলো নিখুঁৎ না হলেও মন্দ হয়নি। আরো উন্নতি করব।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬৯

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
১১.৯.৮৪

স্নেহের অন্তু,

কাল তোর চিঠি পাবার অল্প আগে নিনি ফোন করেছিল। মানিক তোর গল্প পড়ে খুব ভালো বলেছে। কিন্তু চেক্-আপের জন্য নার্সিং হোমে যাবার আগে কিছু suggestions লিখে দিয়েছে। বলছে তাতে গল্প আরো সমৃদ্ধ হবে। তোর পাণ্ডুলিপি সহ মানিকের লেখা suggestion সহ রেজিস্টার্ড ডাকে তোকে আজ-কালের মধ্যে পাঠানো হবে। এক্ষুণি আর কোনো ধারাবাহিক শুরু করা হবে না। তোরটা ফলাও করে বৈশাখ থেকে শুরু হবে। আগাগোড়া কপি ছাড়া উপায় নেই। হাতের লেখা ভালো। কিন্তু লাইনগুলো বড়ই ঘিঞ্জি। এরা পড়তে পারছে না। এটাই নির্জলা সত্যি। তোর অন্তরঙ্গ বন্ধু সন্দেশকে ভুল বুঝিস্ না। গুপিদের দিল্লী যাওয়া ভেস্তে গেছে। পুজোয় ওরা থাকছে। কাজেই আমিও সে-কটা দিন কাটিয়ে বিজয়ার পর যাব। প্রণবকে সঙ্গে যেতে বলেছি। সন্দেশের সব কাজ চুকেও যাবে। দেরি করে বেরোবে। উপায় নেই।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৪.১০.৮৪

স্নেহের অন্তু,

সেদিন প্রণব ও আমি যথাসময়ে খুব আরামে পৌঁছলাম। রঞ্জন স্টেশনে ছিল। এখানকার সব খবর ভালো। নিনি জানিয়েছে জানুয়ারি সংখ্যা 'গল্প সংখ্যা' হবে। ভালো গল্প চেয়েছে। বড় সম্পাদিকাও তোর গল্পও চাইছে। কাল অদ্রীশ বর্ধন টেলিফোন করে বলল তোর জমা দেওয়া গল্পটা অবশ্যই ছাপা হবে। শারদীয়ার নির্বাচন ও করেনি। তোর কাছে আরেকটা ছোট সরস গল্প এখনি চাইল। আমার কাছেও একটা। অদ্রীশের সঙ্গে সহযোগিতা করা ভালো। অন্যদের বিষয় ও যথেষ্ট সচেতন। আমি এখন একটা ছোট পরে একটা বড় লেখা দেব বলেছি। প্রণবের, ভবানী দে-র, শিশিরের কথা বলেছি। সকলের ঠিকানাও চেয়েছে। প্রণব এলে বলব। শনিবার রক্ত পরীক্ষা হবার কথা।

AMARBOI.COM

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭১

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৬.১০.৮৪

স্নেহের অন্তু,

কাল নিনি ফোন করেছিল, অন্য কাজে। জানুয়ারির গল্প সংখ্যার কথা আরেকবার মনে করিয়ে দিল। তোকে জানিয়েছি বললাম। খুবই আর্থিক সমস্যা যাচ্ছে। সন্দেশের এবং নিউ স্ক্রিপ্টের। বইগুলো যতটা হওয়া উচিত ততটা বিক্রি হয় না। ভালো ভালো পাণ্ডুলিপি জমে আছে। তার একটা তোর। আর ফেলে রেখে কি হবে, আর কাউকে দিলে ভালো হয়, এই সব বলল। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডকে বলব নাকি? ওরাও সাবধানে বই বের করছে। গল্পসল্পের পাণ্ডুলিপি নিতে আসবে হয়তো শীঘ্রই। খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করতে পারি। ইত্যাদি প্রকাশনী ছোটদের বই ছাপে কি না, অদ্রীশ বলতে পারবে। ডিসেম্বরের 'গল্পসল্প' আজ নাসাদ নিয়ে গেল। ভাইবোনদের রাতে নেমন্তন্ন করেছি। শিশুসাহিত্যের ইতিহাসটার গোড়ার তিন অধ্যায় তৈরি। চার নং লিখছি। উপযুক্ত সময় বুঝে বাদলকে sound করব। তারপর দে-জ্‌কে। শেষ হতে তো বাংলা বছরও শেষ হবে। তবু কথা বলে রাখা ভালো। আর কে interested হতে পারে?

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৯.১১.৮৪

স্নেহের অন্তু,

অনেক দিন চিঠিপত্র লিখিনি। আশা করি ভালো আছিস্। আমার রক্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে। এনিমিয়ার চিহ্ন নেই। কিন্তু sugar সেই ১৫০ই আছে। অথচ সমানে diet করছি, diabenese খাচ্ছি। মনে হয় হাঁটাচলা উচিত। কিম্বা এক্সারসাইজ্। গুপিদের পরীক্ষা সোমবার শুরু। ১৫ই ডি: ছুটি হবে। ওদের plan সে দিনই আসাম যাবে উড়ে। গৌহাটি, কাজিরাঙা, শিলং ঘুরে ২২এ ফিরবে। আমার প্ল্যান হাবু, সোনা, সরোজ সহ ১৯শে সন্ধ্যার ট্রেণে যাব। প্রণব এ সপ্তাহে আসেনি, ওর-ও যাবার কথা। অদ্রীশ ফোন করল তোর গল্প compose হয়ে গেছে। আরো লেখা চায়। আমার হাতে দিয়ে দিস্। মৌসুমী থেকে বড়দের লীলা অমনিবাস(১) বেরিয়েছে। শুক্রবার (২)-এর সামগ্রী নিয়ে যাবে। agreement করা হবে। মনে হয় ৭টা খণ্ডের মতো মেটিরিয়েল আছে আমার কাছে। এশিয়া থেকে ৫ম খণ্ডের পাঠ্যাংশ নিয়ে গেছে। উপেন্দ্রকিশোরের ৩য় খণ্ডের কাজও করে রেখেছি। ছবি আঁকা ছাপা শুরু হবে। শিশুসাহিত্যের ইতিহাসের চারটে অধ্যায় তৈরি। গল্প-উপন্যাসের অধ্যায়টা ভাগ ভাগ করে তৈরি করতে হবে। ওখানে আমার ১০ দিন থাকার ইচ্ছা, ওখানে তোর আর প্রণবের সঙ্গে কিছু কাজ করা যাবে ঐ অধ্যায় নিয়ে। ওটাই সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ। সামগ্রী বেশ কিছু জমেছে, আরো দরকার। এখানে অল্প অল্প শীত পড়ছে। আমরা ভালো আছি। তোদের খবর দিস্। স্বপন ৪/৫ দিন থেকে গেল।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭৩

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৩০.১১.৮৪

স্নেহের অন্তু,

ঐ দ্যাখ্ কেমন ঘনঘন চিঠি লেখা ধরেছি। একটা বদভ্যাসের মতো দাঁড়াচ্ছে। এবার লেখার কারণ আমাদের যাবার তারিখ বদলে ১০ই ডিসেম্বর করেছি। ১৪ই ফিরব। যদি রঞ্জনরা কাজিরাঙা না যায়, তাহলে আরো ৪/৫ দিন থাকব। প্রণবকে লিখেছি। ওর ছুটি আছে কিনা জানি না। হাবু যাবে। সোনাকে বলেছি। ১৯-এ গেলে আরো অসুবিধা যে সব সরকারি আপিস বন্ধ থাকবে, বাড়িটার নতুন করে নামখারিজের দরখাস্ত করতে মনে ছিল না। এবার করতে চাই। তাছাড়া অমির শরীর খারাপ, তাকেও দেখে আসতে চাই। উপেন্দ্রকিশোর(৩) আর লীলা মজুমদার(৫)-এর সম্পাদনা শেষ। লীলা অমনিবাস(২)-এর কাজও হয়ে গেছে। শিশুসাহিত্যের মেটিরিয়েল সঙ্গে নিয়ে যাব।

AMARBOI.COM

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭৪

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৫.১.৮৫

স্নেহের অন্তু,

অনেক দিন চিঠি লিখিনি। গুপিকে বাংলা পড়াই, অন্য কাজও থাকে। কিছুই হয়ে ওঠে না। প্রণব ২৩—২৬ জানুয়ারি ভাগ্নে সহ শান্তিনিকেতনে যেতে চাইছে। বিশ্বভারতী গেস্ট হাউসে দুটো জায়গা বুক্ করে রাখিস্। স্বপনকেও জানিয়েছিলাম, কিন্তু বহু দিন তার খবর পাইনি, অসুস্থ কি না কে জানে। কাল প্রণব এসেছিল। তোর ছোটগল্পের পাণ্ডুলিপি ও ছবি নিনি পাঠিয়ে দিয়েছে। শংকর পিল্লের আজকাল ৮০র ওপর বয়স, অতটা মন দিতে পারেন না শুনি, তাই ভাবছি National Book Trust-এর editorকে সরাসরি চিঠি দিই। লোকনাথ director, সভ্য হলে ওরা নিশ্চয় করবে। বাংলা text পাঠাব, অনুবাদ সহ। একটা গল্পের। আমি ফেব্রুয়ারিতে যাব। পরিষদের চমৎকার উৎসব হল। তোকে খুব miss করলাম। হাবু, সোনা গেছিল।

AMARBOI.COM

ভালোবাসা নে।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭৫

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৯.১.৮৫

স্নেহের অন্তু,

NBT-র এডিটর মালা দয়াল লিখেছে তোর ২/১টা ছোটদের ছোটগল্প অনুবাদ করে পাঠাতে। ওদের কমিটি অনুমোদন করলেই ছাপবে। পত্রপাঠ সেই কুকুরের গল্প লিখে দে, যে কুকুর তোদের বাড়ি খেত ঘুমোত, অন্য বাড়ি পাহারা দিত। যে সক্কলের চটি খেয়ে ফেলত এবং মুচির ভালোবাসা পেত, যতদিন না মুচির চটি খেল। দুটোকে একটা গল্প করে লিখে দে। অবিলম্বে। কাল বইমেলা শুরু। ১০ই ফেব্ অবধি চলবে। তার মধ্যে সুবিধা করে চলে আয় দিন দুয়ের জন্য এবং লেখাটা সঙ্গে নিয়ে। অতি অবশ্য। Technique-এর দিক থেকে ওটা কিন্তু আরো ভালো হবে। নিতান্ত আসতে না পারলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দে। শুভস্য শীঘ্রম।

রঞ্জন দু-একজন বেরসিক বন্ধু নিয়ে ১৩ই ফেব্ যাবে, ১৭ই ফিরবে। এর মধ্যে কোনো বাধা না পড়লে আমি অলকাদের নিয়ে ২২/২৩-এ যাব ভেবেছি। ৫/৬ দিন থাকার ইচ্ছা। গুপির পরীক্ষা মার্চের শেষে শেষ হবে। এপ্রিলে নববর্ষ করা যাবে, গত বছরের মতো। আম পাকার সময় ওখানে গিয়ে বেশ কিছু দিন গরম খেতে চাই। দেখি কদ্দূর হয়। মাদার টেরিসা লিখছি। শিশুসাহিত্যের ব্যাখ্যার দিক এগুচ্ছে; নামধাম সংগ্রহ হচ্ছে না। প্রণব ঢিল দিচ্ছে। নিনি বলে ওর নাকি বিয়ে ঠিক হচ্ছে!!

ভালোবাসা নিস্। গল্পটা পাঠাস্।

লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৯.২.৮৫

স্নেহের অন্তু,

আজকেই তোর গল্পটা পেলাম। ব্যাপার হল আমি National Book Trust-এর editor-কে লিখেছিলাম আমার হাতে অজেয় রায়ের লেখা ছোটদের জন্তু জানোয়ারের গল্পে একটা পুরস্কার পাওয়া পাণ্ডুলিপি এসেছে। ওরা যদি একটু আগ্রহী হয়, তাহলে ২/১টা গল্পের নমুনা ইংরিজিতে অনুবাদ করে পাঠাই। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গল্পের অনুবাদ চেয়েছে। ওদের একটা কমিটি আছে, তাদের অনুমোদন পেলে বই ছাপা হয়। টফি আর গোদার গল্প করে রেখেছি। রাজু-হাতির একটা করছি। এটাও হাতের কাছে রইল। দুটো কুকুরের গল্প পাঠাব না ভেবেছি। Type করাবার অসুবিধা আছে। রঞ্জন ১৩ই যাচ্ছে। ও স্বপনের কাছে দিতে পারবে। তুই টাইপ করিয়ে দিস্। রঞ্জন ১৭ই ফিরবে। এদিকে মোনার বিয়ে আজ ঠিক হয়ে গেল। আশীর্বাদের দিনটা 1st March আমাকে থাকতেই হবে। অলকারা 4th oct ফিরে যাচ্ছে। তার আগেই যাব। তবে সঠিক তারিখ বলতে পারছি না সম্ভবতঃ 22nd feb। এখানে আমার মন কিছুতেই টিকছে না। যদিও নাতিদের ওপর বড় মায়া এবং প্রকাশকদের সুবিধা। তবে আগেই হক পরেই হক ওখানে গিয়ে নিঃসন্দেহে উঠব। বৈশাখের সন্দেশের গাঁজাখুরি গল্প fair করলাম। তোর ধারাবাহিকটাও বোধ হয় শুরু হবে। গরমটা ওখানে কাটাব। ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭৭

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৭.৪.৮৫

স্নেহের অন্তু,

হাবুর ধৈর্য দেখে খোকন হাঁ! সেদিন ৭½ টায় ডাক্তারকে তুলে নিয়ে সেবা প্রতিষ্ঠানে হাবুকে নিয়ে খোকন গেল। প্যাঁটপ্যাঁট করে ৫টা সেলাই দিল, মস্ত এক AT সুই দিল। নাকি এতটুকু মুখবিকৃতি পর্যন্ত করল না!! ৫ দিনে স্টিচ্ কেটে পারা! গায়ে হলুদে ও বিয়েতে একটু সংযতভাবে যোগদান! সুন্দর ভাবে সব সমাধা হল। সুন্দর বাড়ি বাগান। ঐ বাড়ি সত্যেন ঠাকুর বিবিদিকে যৌতুক দিয়েছিলেন। পরে নদীয়ার মহারাজা কিনে নেন। রাত ১২ টায় সবাই বাড়ি ফিরলাম। হাঁড়া হাঁড়া বাড়তি খাবার আমাদের খাবার টেবিলে পাখার নিচে সারারাত রাখা রইল। সকালে কাপালী বিদায় হল। এতটুকু নষ্ট হল না। প্রায় দেড় শো লোকের খাদ্য। কাল ফুলশয্যা দেখতে ও-বাড়ি গেলাম। শুধু পরিবারের লোকরা ক-জন। আজ ঘাস করে বৌভাত। যাব না স্থির করেছি। কমলি খোকন বুঝিয়ে বলবে। আমি হাড়ে হাড়ে ক্লান্ত। সেই pirated বইয়ের প্রকাশক ৫ই এসে পুরো রয়েল্টি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে যাবে জানিয়েছে। মঞ্জিল সেনের প্রভাবে এটা হয়েছে। ওর দেখছি অনেক সদ্‌গুণ। মে মাসে শান্তিনিকেতনে যাব না। জুনে যাব। শিশুসাহিত্য আর মা টেরিসা, এই দুটি লেখা নিয়ে। সন্দেশের জন্য আষাঢ়ে গল্প আর আনন্দমেলার বড় গল্পের খসড়া করছি। Upendrakishore-এর ফটো পাঠাব। অত ছোটদের গল্প ওদের কার্যসূচিতে নেই। সবগুলো করে CBT-কে দেখাব।

লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
১২.৫.৮৫

স্নেহের অন্তু,

কাল তোর পোস্টকার্ড পেলাম। এর মধ্যে আমিও তোকে একটা লিখেছিলাম, বোধহয় পাস্‌নি। তাতে জানিয়েছিলাম NBTর editorial board বলেছে এখন ওদের বেশি ছোটদের আর বই ছাপার পরিকল্পনা নেই। CBTকে গল্প দুটি পাঠাব, যদি তোর আপত্তি না থাকে। তা না হলে Indian ass.-কে দিতে পারি, যেমন বলেছিস্। তুই নিজেও দিতে পারিস্, নয়তো শিশিরের হাতে পাঠাতে পারি।

আমি 'মাদার টেরিসার' চারটে অধ্যায় পাকা করে ফেলেছি। মে-মাসের মধ্যে শেষ হবে না। জুনে হবে। আমাদের নতুন আমগাছটাতে শুনেছি মেলা আম হয়েছে। মিলু বলেছে মে মাসেই গিয়ে পাড়তে হবে, নইলে কিছু পাব না। স্বপনেরো সেই মত। মে মাসের ২৯এ Statistical Inst. এ যেতে হবে। গেলে তার আগে যেতে হয়। কিন্তু একা আর কটা আম আনা যায়? সঙ্গী দরকার। গাড়ি নিয়ে যাবার উপায় নেই। দুর্ঘটনায় জড়িত হয়ে সেটা এখন ১৫/২০ দিনের মতো কারখানায়। দেখি কি করা যায়। জুনে যাব ভেবেছিলাম, তাহলে অন্ততঃ ১০ দিন থাকা যায়। নইলে কাজ কতটুকু এগোবে?

অমিরা কিছুদিন হল এসেছে, মাত্র কাল পোস্ট-কার্ড লিখে জানিয়েছে। কিছু বলার নেই।

কাল Grand Hotel এর Ball Room জমজমাট। কাগজে নিশ্চয় বিবরণী পড়েছিস্ এবং Telegraphএ একজন আপাতদৃষ্টিতে বেশ হ্যান্ডসম্ মহিলার ছবিও দেখেছিস? তুই ছাড়া সকলে ছিল। শিশির, মঞ্জিল, অশেষ, পূর্ণানন্দ, শান্তি, হাসি, দিলু, মিলু— কত বলব? খুব ভালো হাই-টি দিল। মাছ ফ্রাই, মাংসের কাটলেট, কেষ্টনগরের ক্ষীরের সন্দেশ, মস্ত চমচম,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিম্‌কো, কোলা। চমচম ছাড়া সব খাইয়ে তবে ছাড়ল। আমি দুর্বল স্বরে একটু না-না করেছিলাম। এই সমাবেশেও আমি oldest inhabitant হলে আশ্চর্য হব না।

আজ সকালে পক্ষিরাজ আয়োজিত সন্তোষ ঘোষের স্মৃতিসভায়, গিয়ে উঠতে পারলাম না। তবে বিকেলে প্রেমেনবাবুর বাড়িতে ঘনাদা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা উৎসবে যাবার ইচ্ছে আছে। রবীন বল নিয়ে যাবে বলেছে। এই রকম dissipation চলেছে কিছু দিন। ভালো কথা, তোর জ্যাঠামশায়ের সঙ্গেও কাল দেখা হল $\frac{১}{২}$ মিনিটের জন্য। চেহারাটা একটু ভালো মনে হল।

প্রতুল গুপ্তর স্মৃতিকথা দেশে রিভিউ করতে দিয়েছে। চমৎকার get up দিয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স। লেখাটা সরস হলে ভালো।

এখানে মাঝেমাঝেই ঝোড়ো হাওয়া আর একটুক্ষণ বৃষ্টি হওয়াতে গরম কমে গেছে। তবে বেজায় লোডশেডিং। উত্তর দিস্। ভালোবাসা নিস্।

ওখানে কেমন আবহাওয়া?

তো: লীলাদি।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭৯

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৬.৫.৮৫

স্নেহের অন্তু,

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম ২৫মে জামাইষষ্ঠী করে, ২৬মে রবিবার মজঃফরপুর প্যাসেঞ্জারে যাব। তার পরের রবিবার ফিরব। ১২ই রবিবার প্রেমেনবাবুর বাড়িতে শৈব্যার প্ররোচনায় ঘনাদা ক্লাবের উদ্বোধনে চা কচুরি বিস্কুট সহযোগে বেশ কিছু শিশুসাহিত্য-খ্যাপা ও গুটি ৭/৮ ছেলেমেয়ে মিলে ঘণ্টা আড়াই কাটালাম। ক্লাব পত্তন হল। রসের গল্প হল। প্রেমেনবাবু খুব উপভোগ করলেন। ৮০ হল, চোখের ও কানের জোর কম, মনের তেজ অক্লান্ত। যে ঘরে ১২ জন লোক কষ্টে ধরে, সেখানে ৩২জন বসেছিলাম। সিদ্ধার্থ ঘোষকে ভালো লাগল। দেখা হলে গল্প হবে। Mother Teresaর ৬ অধ্যায় শেষ হল। ভালোবাসা নিস।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৯.৫.৮৫

স্নেহের অন্তু,

আবার তারিখ পিছতে হল। এই গরমে যাওয়াতে কমলি খোকনের খুব আপত্তি। তার ওপর পাড়ায় hepatitis, একজন মারাও গেছে। সবাই বলছে জুনে বৃষ্টি পড়লে যেতে। তাই হবে। কাল প্রণব এসেছিল। পুজোর লেখার জন্য তাড়া দিল। ওর লেখা হয়ে গেছে। আমি তো একটা নাটক দেব ঠিক করেছি। কি, কেন, ভাবিনি। এবার ভাবব। শিশুসাহিত্যের কাজ ওর অনেকখানি এগিয়েছে। কবিদের বিষয়।

আমিও কিছু খসড়া করেছি। একটু অন্য ভাবে ঢেলে সাজাব ঠিক করেছি। এবার সেই অধ্যায়ে হাত দেব। মাদার টেরিসা চলছে। হাবু কাল এসেছিল। আর্যকুমারের শরীর ভালো না। সুরেশ খাস্তগীর গেল। অনুকণা আমার সহপাঠী, বয়সে বছর দুইয়ের বড়। সুরেশও সমবয়সী। শ্যামলদাকে বলিস্ আমার কথা। চিঠির উত্তর দেন না আজকাল। একটু দেখে আয়।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮১

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
২৩.৬.৮৫

স্নেহের অন্তু,

তোর ৬.৬ তারিখের চিঠি কাল বিলি হল। আমি এর মধ্যে যে-সব চিঠি লিখেছি, কেউই কিছু পায়নি হয়তো। আমি নিজের শরীর নিয়ে এতকাল পরে আতান্তরে পড়েছি। একটা হাঁটুতে এমনি ব্যথা যে নড়াচড়া কষ্টকর। X RAY হয়েছে, Osteo-arthritis ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আমার পক্ষে সে-ও যথেষ্ট খারাপ। ঘুম নেই, খাওয়ায় রুচি নেই, massage, Infra Red, বাড়িতেই ফিজিও থেরাপিস্ট। সবই হচ্ছে। মনেও সুখ নেই। লেখায় ফুর্তি নেই। সব বন্ধ করে দিচ্ছি। এখানে flatএ বন্ধ থেকে সুবিধা হবে না টের পাচ্ছি। তাই ভেবেছি জুলাই মাসের গোড়ার দিকে ওখানে পারলে ৩/৪ হপ্তা থাকব। এত depressed কখনো হইনি। খোকন একটু গাঁইগুঁই করছে। বলছে একা কি করে থাকবে। ঐ পায়ে ভর দিতে পারছ না। বলেছি তোরা পাঁচজন আছিস্। ঐ সময় কেউ গেলে তার সঙ্গে চলে যাবার তালে আছি। নইলে খোকন তুলে দেবে, ওখানে কেউ নামাবে। A MUKHERJIকে বলে রেখেছি, তারপর থেকে অকেজো হয়েছি।

শুনেছি Ind. ass.-এর অভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে। 'গল্পসল্প'ও নিয়ে যায়নি। ব্যথার চোটে লিখতে পারছি না। ওখানে গিয়ে ২/৩ টা যদি পেরে উঠি। সন্দেশের প্রথম অধিকার। হাবুরা সব ভালোই।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৩.৭.৮৫

স্নেহের অন্তু,

অন্য সমবয়সীরা ভুগবে তো বটেই মরেটরেও যাবে, আর আমি সদাই সুস্থ থাকব, তাই কি হয়, মানিক? এ তো কমের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। একটা হাঁটুতে ব্যথা। তাও কমে গেছে। ভাবছি ১৩ই জুলাই স্বপনকে সঙ্গী পেলে চলে যাব। প্রণব নিজের একটা গল্প সংগ্রহ আর তোর বইটা সহ আমার চিঠি নিয়ে Mukherjiকে দিয়ে আসবে। সংগ্রহটা দেখবার জন্য আমার কাছে রেখে গেছে। সন্দেশের আষাঢ় সংখ্যার কয়েকটা গল্প খুবই ভালো। আশা করি মৌলিক। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। টারজানের ২৪টা বই থেকে একটা ৬০০ পৃষ্ঠার কিশোরপাঠ্য করা খুব সহজ নয়। কমলি আর মোনা সাহায্য করছে। মূল ৪৮০০ পৃষ্ঠা পড়ে যা বাদ দেবার দিয়ে সরস সহজ বাংলা হচ্ছে। ৬/৭ মাস লাগবে বলে দিয়েছি। টাকাকড়ি দেবে।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা-৮৩

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
16.7.85

স্নেহের অন্তু,

আমি অনেকটা ভালো আছি। জুলাই ২২ সোমবার, কিম্বা ২৩ এ মঙ্গলবার আমার ভাই অমি ১$\frac{১}{২}$ মাস পরে শান্তিনিকেতন ফিরবে। ওদের বাড়ি এতদিন বন্ধ আছে সাফ করে না নিলে বাসযোগ্য হবে না। তাই প্রথম ২ দিন আমাদের ওখানে থাকবে। এ-কথা মালিকে বলা দরকার, নইলে সে ব্যাটা যদি absent হয়! তুই একবাব অতি অবশ্য তাকে বলে আসবি যেন বাড়ি সাফ করে, জানলায় পরদা লাগিয়ে, কেরোসিন কিনে রেখে অপেক্ষা করে। ২২ বা ২৩ কাঞ্চনজঙ্ঘায় আসবার কথা। এটা খুব urgent। তাছাড়া নিনিকে কয়েক কপি সন্দেশ আর তিনটে চিঠি দিয়েছে। নতুন গ্রাহকদের জন্য। অমির কাছ থেকে নিয়ে পৌঁছে দিস্। মনে হচ্ছে extra copyও আছে। হয়তো তোর। ওকে লিখছি তোকে জানাতে। আমাদের phone খারাপ। আমার যেতে mid-august।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮৪

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৮.৮.৮৫

স্নেহের অন্তু,

সেদিন লাইনে জল দাঁড়ানোতে স্টেশনের বাইরে ট্রেণ ১$\frac{১}{২}$ ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিল। রঞ্জনরা জনা তিনেক স্টেশনে ঠায় দাঁড়িয়ে। আবার খুব শরীর খারাপ হল। জ্বর, ব্যথা। পরশু ছেড়েছে। আজ থেকে সুকুলের ওষুধ খাচ্ছি। এ-বেলা ব্যথা কম! কিচ্ছু লেখা হচ্ছে না। আনন্দবাজারটা শেষ করে দিয়েছি। 'প্রসাদ'টা, 'সন্দেশ'টা খসড়া করা আছে। আর কিছু হবেটবে না। তার চেয়ে শিশুসাহিত্য আর টারজান করা যাক। সৎকাজ এবং বৈষয়িক লাভ হবে। শ্যামলদাদের বলিস্। এবার গিয়েও কোনো লাভ হল না। তবে তোদের দেখলাম। উপেন মল্লিক এসেছিল। A. Mukherji থেকে নিয়োগী এসে encouraging কথা বলে গেল। আমি recommend করেছি যখন তখন ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮৫

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৫.৮.৮৫

স্নেহের অন্তু,

আজ তোরা সকলে আমার বিশেষ ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা নিবি। পরাধীনতার গ্লানি কাকে বলে জানি বলে, হাজার হতাশা সত্ত্বেও আজ আমার মনে অনেক সাহস, ভরসা, আনন্দ। তোদের মতো ছেলেরা তার অনেকখানি কারণ। তোরা আমার আশা, আমার স্বপ্ন। কত আশীর্বাদ করছি তোদের।

এতদিন পরে শরীরটা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ৫/৬ দিন জ্বর নেই। প্র: সুকুলের ওষুধের একটা পুরিয়া বাকি, সেটা কাল খাব। অনেক ব্যথা কম। ফোলা নেই বললেও হয়। বলেছিলি ৭ দিন গ্যাপ্ দিয়ে আবার ওষুধ দেবেন। ৫ টাকা দিয়ে নিয়ে নিস্। লাইব্রেরিতে গিয়ে স্বপনকে দিলে, ও পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। অনেকবার বলেছে আনা-নেওয়ায় ওর কোনো অসুবিধা নেই।

অমিদের খোঁজ করিস্, মানিক। Intelligent আলাপের অভাব বোধ করে। খোকনরা কয়েকজন ২২/২৩ নাগাদ যাবে বলছে। মালিকে বলিস্ সর্বদা তৈরি থাকতে। বুড়োর দাদা গীতির বড় অসুখ।

দিদিদের সঙ্গে দেখা হয় নি। হাবু একদিন এসেছিল। আমি ২/১ দিনের মধ্যে একবার যেতে পারব। গুপি St. Xavier এ B.com. এর জন্য apply করেছে। কাল তাদের admission test, $২\frac{১}{২}$ হাজার প্রার্থী থেকে, ৮০০ নেবে। কাজেই আশা করি না কেউ। সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপুর এডু: ট্রাস্টের বি-কম্ এ Hons. নিয়ে সুবিধা পেয়ে গেছে। নোটিস্ পেলেই টাকা জমা দেবে। ক্ষিতীন বাবুদের কলেজ। ভালোই হবে এখানে।

পরশু মঞ্জিল ও শিশির এসেছিল, একটা চলনসই গল্প দিয়েছি [illegible]। অস[illegible]াজে বকতে লাগল শিশির। দেখছি নিজেকে সবজান্তা ঠাউরেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্জিল বিশ্রী দেখতে দাড়ি রেখেছে। মানা করেছি। ওকে বেশ লাগে। টারজান নিয়ে খাটতে হচ্ছে। সামান্য একটা কাজ, তাই নিয়ে কত লোকের কত মন্তব্য! শুনে তাজ্জব বনে যাচ্ছি। শিশিরের comments শুনবার মতো। বইগুলো নিশ্চয় চোখেও দেখেনি। একটা ভালো লোক কি করে এত বাজে বকে? আমার পূজোর পরে যাবার ইচ্ছা। ভালোবাসা নিস্ সকলে।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৩.৯.৮৫

স্নেহের অন্তু,

রঞ্জনের কাছে তোর চিঠি ও ওষুধ পেয়ে খুব খুশি হলাম। ওকে রঞ্জনদা বলিস্। আমরা তো সবাই ভাই-ভাই। সে যাই হক, আমার বক্তব্য হল ঐ national conferenceএ তোর সাড়া দেওয়াই উচিত। তোর biodata এবং pass-port size ফটো নিশ্চয় পাঠাবি। সেই সঙ্গে awards, বই ও বিশিষ্ট পত্রিকায় ছাপা রচনাদির নামও দিস্। প্রণবের, মঞ্জিলের, শিশিরের নাম ঠিকানাও দিস্। এতে 'কিন্তু' করার কোনো কারণই নেই। তুই না জানালে ওরা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাবে কোথায়? এগুলোর একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে। আমি অনেক ভালো আছি। শরীর একেবারে সুস্থ, কিন্তু হাঁটুতে সর্বদা ব্যথা। আগের চেয়ে কম, কিন্তু আছেই। মনে হয় ড: সুকুলের ওষুধে কমে যাবে।

গুপির Ed. Trust এ একরকম হয়ে গেছে। এখনো টাকা জমা দিতে বলেনি। টারজান নিয়ে আমি ব্যতিব্যস্ত। হাবুর চোখে জয়বাংলা, কাজ করতে পারছে না।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮৭

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৫.৯.৮৫

স্নেহের অন্তু,

আগের চিঠিটাও পেয়েছিস্ আশা করি। আমার ওষুধটা কাল ফুরিয়ে যাবে। এবার যদি দু-বারের মতো একসঙ্গে দেন প্র: সুকুল, তাহলে ভালো হয়। যেমন বলেন মধ্যিখানে gap দিয়ে খাব। খুব উপকার দেয়। ব্যথাটা অনেক কমে গেছে, তাই আরো খেতে চাই। কেউ গেলে টাকাকড়ি পাঠাব। সেই ইস্তক তোর কাছে ঋণী থাকব। আমি পুজোর পর যাব ভেবেছি। কাউকে না পেলে, স্বপনকে দিস্, ওর কে যেন যাওয়া আসা করে।

গুপি Bhawanipur Ed. Trust এর কলেজে সকালের বি- কম্ ক্লাসে ভরতি হয়েছে। সারা দিন কোনো আপিসে শিক্ষানবিশী করবে। প্রথম বছরটা ওদের সেই গ্যারাজেই কাজ করবে। নাকি যৎসামান্য রোজগার-ও হবে! আপাততঃ Rugby Team-এর সঙ্গে বম্বে গেছে। ২৬এ ফিরবে।

আমি টারজান নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছি। কমলি ছাড়া কারো কাছে বেশি সহযোগিতা পাব না। হাবুর চোখের অসুবিধা। মোনার শাশুড়ির খুব অসুখ। তাই সই। ৩০ নভেম্বর D-Day! ৮নং চলছে। আরো ১৪টা আছে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৭.১০.৮৫

স্নেহের অন্তু,

যদিও আমার হাতে এতটুকু সময় নেই, তবু তোর দুখান দুখান superb গল্প পড়ে না লিখেও পারলাম না। সন্দেশের এবং আনন্দমেলার সবচেয়ে ভালো গল্পের লেখকের নাম এবার সার্থক হয়েছে। —অজেয়! নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ক্যায়সা হাত খুলেছে দেখেছিস্! দীর্ঘকাল সুস্থ দেহে— হতে পারে টাকমাথায়— বেঁচে থেকে এমনি করে ছেলেবুড়োকে আনন্দ দিস্। রঞ্জন সাধারণতঃ কিছু বলে না। সে-ও দেখছি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছে। আবার শুনি নাকি আজকাল ভালো লেখক বেরোচ্ছে না। শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। পুজোর পরেই বরুণের selection test, অল্প দিন ছুটি। তাই ঠেসে পড়াব, কোথাও যাব না। রঞ্জন মাসকাবারে যাবে বলছে। আমার হাঁটুটা একটু stiff আর খুব সামান্য ব্যথা টের পাই এক একটা position এ। ৩ দিনের ওষুধ বাকি। হাবুর স্বামীর অসুখ, ওর সাহায্যও পাচ্ছি না। কমলি slow but enduring। আমি 1,3,4,5,6,7,8,9 করেছি। 10 করব। কমলি 2 করেছে 12 করছে। ডুবে আছি।

লীলাদি!



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮৯

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
28.10.85

স্নেহের অন্তু,

তোরা সকলে আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ নিস্। আমি এখন অনেকটা ভালো আছি। আজ সমর চ্যাটার্জির বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোয় যেতে বলেছে। দোতলায় উঠব বহুকাল পরে। কিছু নতুন ও একটা পুরনো বই নবকলেবরে বেরিয়েছে। টারজান কিছুতেই ঘাড় থেকে নামছে না। চারদিকে বই না দেখে... দেখেই প্রায় কেঁদে ভাসানোর জোগাড়! প্রণব No 15 নিয়েছে, বলছে ঝাড়গ্রাম ফেরার আগে ওটা ছাড়া আরেকটাও করে দিয়ে যাবে। No 18 দেব। বারো অবধি শেষ, আমি ১৩ করছি। কমলিও দুটো করেছে। আরো ২/১টা করতে পারে। ৩০এ নভেম্বরের মধ্যে হয়ে যাবে আশা হচ্ছে। যে যত করছে প্রত্যেকটার জন্য ৮৩০ পাচ্ছে।

আমি ডিসেম্বরের ১৮/১৯ এ গিয়ে ১২/১৪ দিন থাকতে চাই। ৭ই পৌষ তোর মেসোমশাইয়ের জন্মদিনে তাঁর প্রিয়জনদের মিষ্টিমুখ করাতে চাই। কেউ যদি গান করে তো কথাই নেই।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯০

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
13.1.86

স্নেহের অন্তু,

এই মাত্র তোর চিঠি পেলাম। এমনিই লিখব ভাবছিলাম। কারণ কাল উদয়ের সলিল মিত্র (নামটা বোধ হচ্ছে তাই?) এসে তোর লেখার খুব প্রশংসা করছিল। 'আজকালে'র পক্ষ থেকে আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছিল।

লিখেছি তো May মাসের 16, 17, 18 সন্দেশ উৎসব হবে। শিশুসাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসব সম্ভবতঃ ২৩এ ফেব্রুয়ারি। দুটোতেই তোর যোগদান করা দরকার। তারো আগে ২৯ জানুয়ারি Publisherদের বইমেলা শুরু। Tarzan ঘটা করে release করবে। হয়তো ২য় বা ৩য় দিনে। ভূমিকা পর্যন্ত লিখে দিয়ে ঘাড় থেকে ভূত নামিয়েছি।

তোর অজানা নেই যে আমি পষ্ট কথা বলি। তোর টারজানের বইটাতে আমার কাজ চলে যাবে বটে এবং প্রণবেরগুলোর থেকে একটু ভালো হলেও, বড্ড বেশি 'give the outline of the story', হয়ে গেছে। রস বাদ পড়েছে। তোর কোনো দোষ নেই। কায়দাটা বলে দিই নি, নিজেও চোখে-মুখে পথ দেখছিলাম না। গল্পের সূত্র ধরে রেখে, কিছু কিছু ছোট মামুলী ঘটনা সিরেফ্ ছাঁটাই করে দিলে, রসের জন্য একটু স্কোপ পাওয়া যায়। এরা এতাবৎ অর্ধেক ফী আমাকে দিয়েছে। তার থেকে কমলিকে, হাবুকে আগেই দিয়েছি। ভাবছি প্রণবকে এখনি ১৫০০ টাকা দিয়ে দিই, বাকি ৯০০্ টাকা পেলে দেব। অর্থাৎ মেলার পরে। তাই দেবে বলেছে ওরা। তোকেও তখন দিলে হবে তো? ধর ফেব্রুয়ারির শেষে যখন আসবি। বলিস তো আগেও দিতে অসুবিধা নেই।

অমির কাছে গেছিলি বলে খুব খুশি হয়েছি। সত্যিই যদি পাড়ার মধ্যে ২০০/২৫০ ভাড়ায় দুটি রোদ হাওয়া বিশিষ্ট ঘর পাওয়া যায়, ওরা নিতে পারে। এ বাড়িতে বাস্তবিকই রোদ আসে না। যদিও গাছ কেটে দিলে কিছুটা আসবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওষুধটার কথা শুনেছি বুড়োর কাছেই, কিন্তু সেদিন আনতে ভুলে গেছিল, আর আসেনি। স্বপন আর পাঠাবার লোক পেল না!! তবে হাঁটুটা প্রায় স্বাভাবিক। সিঁড়ি ওঠা কষ্টকর আর মেলায় গিয়ে তো প্রথম লাইনটা দেখেই ফিরে আসতে হয়েছিল। আরো কিছু দিন খেলে নিশ্চয় আরো উপকার পাব। বই মেলাতে ভয়ে গেলাম না। পরেরটাতে যাবই। রাহুল পরিষদের মিটিংএ বলছিল যে খুব কম বিক্রি হচ্ছে অধিকাংশ স্টলেই। সন্দেশের স্টলের অবস্থা তত খারাপ নয়। নাকি পাশেই LEXPO হচ্ছে, তাতে ৪০/৫০ টাকার দামের জিনিস এমন কি ১৫/২০তেও ছেড়ে দিচ্ছিল। তাই লোকে চামড়ার জিনিস কিনতেই টাকা খরচ করছিল।

এখানে শীত অনেক কমে গেছে। রঞ্জন হয়তো ফেব্রুয়ারির গোড়ায় একবার ঘুরে আসবে। আমি কবে যাব ঠিক করিনি, বরুণের পরীক্ষার সময়ে এখানে থাকব। তার আগে বা পরে যাব। অমির কাছে সময় পেলে আবার যাস্, মানিক।

AMARBOI.COM

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯১

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
21.4.86

স্নেহের অন্তু,

তোরা সকলে আমার নববর্ষের স্নেহাশীর্বাদ নিস্। আমার পিঠের ব্যথাটা অনেক কম। বিনা ওষুধে রাতে ঘুমোই। শ্যামলদার খবর জানাস্। বর্ষায় যাবার ইচ্ছা। কাল আমার জা মারা গেলেন। এবার পরের generationএ ভিড়ব ভেবেছি।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৩.৫.৮৬

স্নেহের অন্তু,

ও আবার কেমন কথা! আসবার ইচ্ছা আছে, আসতে পারি, এইসব। তুমি না এলে আমাদের অনুষ্ঠানসূচীর তলায় ফুঁটো হয়ে যাবে যে। আসতেই হবে। কারণ "নন্দন" হলে, ১৭ই মে অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন, গল্প বলা ও গল্প শোনার এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আসর বসছে বেলা ১টায়। তাতে তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেই হবে।

আর ১৮ই, রবিবার সকাল ১০টা থেকে উৎসব। প্রথমেই পুরস্কার বিতরণ। রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে উপেন্দ্র-সুকুমার-সুবিনয়ের নামে তিনটি পদক দেওয়া হচ্ছে, সর্ববাদী সম্মতিক্রমে তার প্রাপক হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিশির মজুমদার, অজেয় রায়। মানিক বিশেষ করে বলেছে, তোমাকে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে যোগদান ও পদক গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের ভালোবাসার চিহ্নের অনাদর করা না। এই তোমার গুণেরো বড় স্বীকৃতি হল আর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা থেকে। আমিও উপস্থিত থাকব, কারণ কিঞ্চিৎ ভালো আছি। না থাকলেও যেতাম।

ভালোবাসা নিও।
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[illegible] [illegible] [illegible] রোড,
কলকাতা ৩২; ১৫.২.৮৬

স্নেহের [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
প্রায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]।

এর মধ্যে [illegible] [illegible]। একটি
'[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
আনন্দমেলায় প্রকাশিত [illegible] চারটে [illegible]
উপন্যাস এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—
[illegible] already submitted [illegible]
[illegible] [illegible] বই [illegible]। [illegible] '[illegible]',
[illegible]?' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
series এর [illegible] [illegible] ২০৫৮ [illegible]
উপন্যাস [illegible] Reprint [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] (৩) এর [illegible] [illegible] [illegible] Jugantar
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]

②

ঝুমলিকে, তোকে, প্রসাদকে একটা করে দেব। ভারি সুন্দর বই। ম্যাপ ও ছবির অভাবও নেই, ও ছাপাও ভালো। এর সঙ্গে প্রবন্ধের কপি তোমাকে দিয়ে দেব।

বম্বে থেকে আমরা ১৪ তারিখ দিল্লি ফিরছি। দিল্লি থেকে ১২ই জুলাই, শনিবার। ফ্লাইট – ৬৫৬৩। তার আগে কোনো ফ্লাইট পাব না। অবশ্য change-ও হতে পারে। বর্ধমান রাস্তায় আমাদের যেতে হবে। কলকাতায় পৌঁছাব। তোকে আমাদের কাছে দু-এক দিন রাখতে চাই। সম্ভব হবে কিনা জানিস। আর তোর দিদি, জুয়েল ও অরুন্ধতী আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে। ঝুমলিকেও বলে রাখছি।

~~সন্দেশ পত্রিকা থেকে ভোর, প্রসাদকে, ঝুমলিকে, ...~~ বিমলার কাছে নতুন বই তৈরি হচ্ছে কিন্তু পাইনি। এখানে ৪/৫ দিন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, Statesman-এ অমৃতবাজারে দিয়েছে, বই কেউ দেখেনি! কি আর বলব, Ray Enterprises সম্বন্ধে তোমাকে

(২)

... automobile engineering ...
Passport ... Height ...
... 30 line।
... 103° ... 93°/94° ...
... continuous record ...

अन्तर्देशीय पत्र कार्ड
INLAND LETTER CARD

Shri Ajeya Ray
Ajayadri ; Deer Palli ;
Santiniketan
Birbhum
पिन PIN 731235

NO ENCLOSURES ALLOWED
WRITE PIN CODE IN ADDRESS
SENDER'S NAME AND ADDRESS :—
Lila Majumdar
11/4 Old Ballygunge 2nd Lane
Calcutta पिन PIN 700019

अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है।
UNTOUCHABILITY IS A CRIME AGAINST GOD AND MAN

পত্রসংখ্যা ৯৩

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৩০.৫.৮৬

স্নেহের অন্তু,

ঝড়ের মতো এলি গেলি, প্রাণ খুলে গল্প করা পর্যন্ত হল না। তুই মেডেল পেয়েছিস্ বলে আমি যত খুসি হয়েছি, বোধ হয় তুইও হস্ নি। শ্রাবণের সন্দেশের জন্য গল্পসল্পে উৎসবের একটা সরস বিবরণী চেয়েছে নিনি। আজ সেইটে লিখব। তারপর পূজোর লেখা ধরব। সবার আগে কিশোর-মন।

এর মধ্যে বাদল এসেছিল। এখনি 'ঘরকন্নার কথা', বাবার 'বনের খবর', আনন্দমেলায় প্রকাশিত আমার চারটে ছোট উপন্যাস এবং পূজোর আর তার আগের একটা already submitted উপন্যাস দিয়ে একটা বই হবে। তারপর 'আমিও তাই।' মৌসুমী থেকে ওদের 'দশ দিগন্ত' series এর জন্য আমার ১০টা ছোটদের উপন্যাস চেয়েছে। Reprint হবে একটা ভালো বই আকারে। তাছাড়া বড়দের লীলা অমনিবাস(৩) এর বইগুলি চেয়েছে। Tarjan ৫কপি দিয়ে গেছে, তার থেকে কমলিকে, তোকে, প্রণবকে একটা করে দেব। সত্যি সুন্দর বই। আরো ৫হাজার টাকাও দিয়েছে, ৫ হাজার বাকি। এর থেকে প্রণবের বাকি টাকাটা দিয়ে দেব।

পরিষদের বার্ষিক উৎসবের দিন স্থির হয়েছে ১২ই জুলাই, শনিবার। শিশির-মঞ্চে। তার আগে ঐ হল পাব না। অনেকে change এ যাবে। বর্ষায় যাওয়া-আসার কষ্ট তো থাকবেই। জুন থেকে সেপ্টেম্বর। তোকে আসতেই হবে। শুক্র-শনি-রবি ছুটি করে নিয়ে। যেমন করে হক। আমার কিছু অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে সাহায্য দরকার হতে পারে। কমলিকেও বলে রাখছি।

বিমলা থেকে নতুন বই বেরিয়েছে কিন্তু পাইনি। এশিয়া উপেন্দ্রকিশোর(৩) বের করেছে, Statesman এ সমালোচনাও দিয়েছে, বই চোখে দেখিনি! কি আর বলব। Ray Enterprises কঙ্কাবতীর ছোটদের সংস্করণ বের করেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ হয়েছে। এবার পূজোর লেখা ধরছি। বলেছি তো প্রেমেনবাবু পক্ষিরাজের সঙ্গে জড়াতে মানা করেছেন। উনি মোটেই সম্পাদক হচ্ছেন না।

ছোটো নাতি একরকম ভালোই ISCE পাস করেছে। বড় নাতি automobile engineering শিখতে বিলেত যাচ্ছে। Passportটা এবার পেয়ে যাবে, তার পর flight ঠিক হলেই চলে যাবে। যাদের আপত্তি ছিল, তারাও মেনে নিয়েছে। আমার মতে ভালোই করছে। এটাই ওর line।

আমি অনেক ভালো আছি। এখানে এবার বেশি গরম পড়েনি। দু-দিন 103° হয়ে, সমানে 93°/94° থেকেছে। প্রায়ই ঝড়-বৃষ্টি হয়। শিশুসাহিত্যের ইতিহাসের কাজ পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে। তাহলে একটা continuous record থাকবে। এলে কথা হবে।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯৪

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৪.৬.৮৬

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠিটা একটু আগেই পেয়ে, কতদূর যে দুঃখিত হলাম বলতে পারি না। দেবযানী আমার কাছে আসেনি। আসবার সাহস হবে মনে হয় না। এলেও তার কোনো কথাই আমি শুনব না। আমার এই একটা জীবনে আমার নিজের ছোট ভাইকে, এক ভাইপোকে এবং নিজের ছেলেকে এই রকম পারিবারিক দুঃখ পেতে দেখলাম। তবে ছেলের স্ত্রী চলে গেছিল বটে, কিন্তু খারাপ ব্যবহার করেনি। অর্ণবকে আমার ভুল বোঝার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সর্বজিতের শাশুড়ি তার শৈশব থেকে আমাদের স্নেহের পাত্রী, হাবুর বন্ধু। সে ফোন করে বলেছিল এ বিষয়ে চিন্তা না করতে, সর্বজিত সমস্ত ব্যাপারটা জানে। চিত্রিতার কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনি। রঞ্জনও বলেছিল 'সব বাজে কথা।'

আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে চলাই ভালো মনে হয়। মিটমাট করা এ ক্ষেত্রে ওঠেই না। আইনের কিছু সুবিধা আছে। আমার আত্মীয়রাও তার সুবিধা নিয়েছিল। Clean cutই ভালো।

আজ বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে ময়ুখ আর মৌসুমীর দেবকুমার এসেছিল। কমলির সাহায্যে Lambs Talesএর বাংলা করা হবে। কমলি শুরু করছে, আমি জুলাই থেকে হাত দেব। আমার দশটা কিশোরদের বই মৌসুমীর 'কিশোর দশ-দিগন্ত' series এ একসঙ্গে ছাপবে। বই বেছে দিয়েছি। উপেন্দ্রকিশোর ৩য় খণ্ড মৃণাল দিয়ে গেল। ঝড়তি পড়তি দিয়ে খুব মন্দ হয়নি।

মৃণাল চলে গেলে, শিশির, প্রণব, ভবানী মজুমদার এসেছিল। শিশিরমঞ্চ পাওয়ার তারিখ নিয়ে গোলমাল মেটেনি। ১২ই না হয়ে, ১৯এ জুলাই হতে পারে। টারজানের জন্য শিশিরের বাকি একটা বইয়ের পাওনার চেক্ দিয়ে, নিশ্চিন্ত হলাম। ভবিষ্যতে editing বা অনুবাদের কাজ নিলে তোকেও আবার কিছুটা ভার নিতে হবে। এসব একা পেরে উঠি না।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূজোর লেখা অনেক বাকি। কিশোর মন, আনন্দমেলা হয়ে গেছে। সুকন্যার উপন্যাস অর্ধেকটার fair হয়েছে। তারপর দেশের জন্য 'আমার বড়দা' লিখব। Point করা আছে। একেবারে fair করে দেব। সন্দেশ, রামধনু, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, নীলকমল লালকমল, শুকতারা, ঝালাপালা ইত্যাদি সবই বাকি।

বলেছিলাম কি যে পরিষদ্ থেকে বাংলা শিশুসাহিত্য পঞ্জিকা করা হবে। ভাবছি আমাদের যতখানি কাজ এগিয়েছে, সেটিকে মুখপত্র করে ছোটদের জন্য বই, লেখক, বইয়ের ছোট্ট বিবরণী প্রকাশ কাল দিয়ে একটা register এর মতো করা যায়। A। লেখার খানিকটা সমালোচনা থাকবে। cl.3 লেখা বাদ দেব। তুই এলে এ বিষয়ে কথা হবে।

গুপি হয়তো জুলাইয়ের শেষে বিলেত চলে যাবে। আবার কবে দেখব কে জানে। তবে ওর ভালো হলেই ভালো। তোরা ঐ ব্যাপার নিয়ে বেশি মুষড়ে পড়িস্ না। কিছু দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিতে হয়। অর্ণবকে আমার আন্তরিক স্নেহ জানাবি। আমি অনেক ভালো আছি। এক এক দিন পা ফোলে। বেশিক্ষণ ঝুলিয়ে রাখার ফলে বোধ হয়।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯৫

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৭.৬.৮৬

স্নেহের অন্তু,

গল্পটা খানিকটা re-write করলে তবে চমৎকার হবে। আপাততঃ পূজা সংখ্যার জন্য ছোটখাটো ঐসব অ-দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার গল্প বা জানোয়ারের কথা লিখে আমার ঠিকানায় পাঠা। অন্যটা আমি রাখছি পুণর্লিখনের জন্য। আমার গল্পের খসড়া হয়ে আছে ফেয়ার হবে ৭/৮ দিন পরে। তোরটা আমারটা একসঙ্গে পাঠাব। আমি পূজোর পর শান্তিনিকেতন যাব ভেবেছি। ৮/১০ দিন থাকব। পূজোর সময় অনেকে থাকে না। তাছাড়া কুকুরটাকে কার কাছে রেখে যাব? কলেজ খুললে সুনাম সর্বকার থাকবে। গুপি হয়তো জুলাই শেষে বিলেত যাবে। পাস্‌পোর্ট বিষয়ে মজার গল্প বলব তোকে। আসলে ওর পুরনোটা মোটেই lapse করেনি। আমি ভালো আছি। তক্তা দেখছি আমাকে suit করে।

এখানে বৃষ্টি হয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে। প্রকাশকরা আবার সচল হয়েছে— মানে অর্থদান ছাড়া অন্য বিষয়ে। তাই সই।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯৬

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
30.6.86

স্নেহের অন্তু,

বুঝতে পারছি শারীরিক ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পুজোর গল্পটা এঁটে বাঁধতে পারিস্‌নি। আমি যথা সম্ভব আঁটন দিয়ে, আমার নিজের পুজোর গল্পের সঙ্গে ২/৩ দিনের মধ্যে কার্যালয়ে পাঠাচ্ছি। সুকন্যা সেরেছি; দেশের লেখা আজ শেষ হবে। সন্দেশেরটা আধখ্যাঁচড়া হয়ে আছে। সেটার পর শুকতারার জন্য ছোট ভূতের গল্প লিখে না দিলে শিশির নাকি তার নবলব্ধ ৮০০ টাকা মাইনের চাকরি হারাবে। সে মাঝে মাঝে সব চেয়ে জঘন্য নোংরা পাঞ্জাবী পরে এ-কথা বলে যায়! পিঠের ব্যথা ৪$\frac{১}{২}$ মাস হয়নি। হাঁটুরটা একটু একটু আছে। একজনদের চারতলায় উঠেছিলাম। কোনো ক্ষতি হয়নি। গুপি সম্ভবতঃ জুলাই শেষে যাবে। বড়ই ফাঁকা লাগবে। তবে ওর ভালো হলেই ভালো। রঞ্জন ১০ই জুলাই নাগাদ একবার যাবে বলছে। তুই ১৯এ পরিষদের বার্ষিক উৎসবে নিশ্চয় আসবি। মুখার্জি থেকে আমাকেও লিখেছে এখন ছোটদের বই করবে না। শুধু তোকেই বলেনি। খবরদার শিশিরের pessimism গ্রহণ করবি না। সাহিত্যের সাধনা করতে হয়। তোর বয়সে আমার মাত্র গোটা ছয় বই বেরিয়েছিল। হতাশা সাহিত্যিকের শত্রু। সাহিত্য বিহার আমার 'গল্পসল্প' বের করুক, তারপর দেখি।

লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯৭

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৪.৭.৮৬

স্নেহের অন্তু,

কাল তোর গল্প ও খুদে চিরকুট পাবার এক ঘণ্টা আগেই সন্দেশ কার্যালয়ে আমার গল্পের সঙ্গে তোর আগের গল্পটার গোড়ার দিকের অল্প ছেঁটে, শেষের চার লাইন বদলে মৎকৃত পাঁচ লাইন বসিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। মন্দ হয়নি সোনা। বিকেলে কার্যালয় থেকে রাহুল মজুমদার এসেছিল; সে আজ পরিষদ আপিসে যাবে; পরিষদের বার্ষিক আনন্দের জন্য লেখা নেওয়া হচ্ছে। ক্ষিতীন, ধীরেন্দ্রলাল আর আমি সম্পাদকমণ্ডলী। হনুর গল্প খাসা হয়েছে। একটা আঁচড়ও দিতে পারলাম না। তোকে না বলেই সেটি পাঠিয়েছি। আমি সুকন্যার উপন্যাস, দেশের জন্য 'বড়দা' কিশোর মন, সন্দেশ, আনন্দমেলা শেষ করেছি। আজ শুকতারারটাও হয়ে গেল। বাকি যুগান্তরের বড় প্রবন্ধ আর ৫টা ছোট গল্প +১টা ছড়া। হাতে জুলাই মাস। ১২ই সন্দেশের বার্ষিক সভা। ১৯ এ পরিষদের উৎসব হবার কথা ছিল। ব্যবস্থাপনার হেরফেরে তারিখ বদলাতেও পারে।

এখানে গরমের পর দারুণ বৃষ্টি হল ৩/৪ দিন। এখন একটু বাগ মেনেছে কিন্তু অসম্ভব লোডশেডিং হচ্ছে। কোলাঘাটের কারখানা জলমগ্ন বলে শুনেছি। রঞ্জন ১০ই জুলাই ৩ দিনের জন্য যাচ্ছে। সময় পাস্ তো সন্ধ্যার দিকে একদিন খোঁজ নিতে পারিস্।

বড় ডাক্তারবাবুও চলে গেলেন। হয়তো গিয়ে বেঁচেছেন, কিন্তু আমাদের পুরনো পরিবেশের ক্রমে কিছু বাকি থাকবে না।

বিমলারঞ্জন চোখ নিয়ে বহরমপুরে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। ওর ছেলে জহর এসেছিল। এর আগে জয়ন্ত আর আমি কিছু বাংলা পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যাংশ নির্বাচন করে দিয়েছি। ৫ম শ্রেণী বাকি ছিল, এবার ধরেছে ওটিও বেছে দিতে। একাই করছি আর তোর কথা ভাবছি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুপি এই মাসের মাঝামাঝি যাবে মনে হয়। সকলেই মেনে নিয়েছে, তবে কমলি মনীষী রঞ্জন খুব প্রসন্ন নয়। ছোটরা এবং আমি উৎসাহ দিচ্ছি। আমার বোনরাও। এক আত্মীয়ের নিজের কারখানা আছে, সে এসে বলে গেল 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না। দরকার হলে আমি ওকে একটা ভালো start দিয়ে দেব। এই ছেলেও যখন আপিসে চাকরি না করে কারখানায় কাজ করা স্থির করেছিল, বড়রা সবাই চটে গেছিল।

আমার ৫মাস পিঠে ব্যথা হয়নি। তবে হাঁটুতে একটু ব্যথা লেগে থাকে। বিশেষ অসুবিধা হয় না। ছোটনাতি এ বছর পড়ায় মন দিয়েছে। শনিবার গল্ফ টেনিস্ খেলে। দাদার 'তুষার মানবের সন্ধানে' Re-print হবে। এতে আমি খুব খুশি।

তোদের সকলের সব সংবাদ দিস্। হাবুর স্বামী একটু ভালো আছে। Landlord গোলমাল করছে। তার স্ত্রী মারা যাবার সময় will করে মেয়েকে ঐ flat দিয়ে গেছে। সে মেয়ে ওখানে থাকতে চায়। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। হাবুরা মহা সমস্যায় পড়েছে।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৯.৭.৮৬

স্নেহের অন্তু,

যদিও কাল সকালে রঞ্জন যাচ্ছে, রবিবার ফিরবে, তবু পাছে ও সব ভুলে যায়, তাই এই পোস্টকার্ড। শরীর খারাপ নিয়ে খবরদার আসবিনে। ১২ই সন্দেশের বার্ষিক সভা কার্যালয়ে হবে সন্ধ্যাবেলায়। তাতে যাব। কিন্তু ১৯এ পরিষদের উৎসবের সব আয়োজন হয়ে উঠবে কি না বুঝতে পারছি না। এখন পর্যন্ত সেক্রেটারি এসে পুরস্কারাদির ব্যাপারে পাকা করে যায়নি। মনে হয় কোনো বাধা পড়েছে। এ উৎসবে তুই এলে খুব ভালো হত এবং যদি শেষ পর্যন্ত দেরিতেই হয়, তা হলে হয়তো বাধা থাকবে না। তবে সলিল লাহিড়ি কাজে অসংগতি রাখে না, শেষ পর্যন্ত হয়তো ১৯এই হবে। শরীর আগে। বলেছি তো আনন্দের জন্য আমার গল্পের সঙ্গে তোর দ্বিতীয়টা পাঠিয়েছি। শেষ চার লাইনে কিঞ্চিৎ অদলবদল+ addition করে প্রথমটা সন্দেশেই গেছে। আমার পূজোর লেখা শেষ হতে মাস কাবার হবে। ভেবেও কাঁদতে ইচ্ছা করে। বড় ডাক্তারবাবু নেই ভাবা যায় না। এত ভালো লোক আর এত ভালো ডাক্তার একাধারে হয় না। ভালোবাসা নিস্ সকলে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯৯

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৩.৭.৮৬

স্নেহের অন্তু,

কাল সন্দেশের বার্ষিক সভা ভালোভাবেই উৎরে গেল। সবাই মটন প্যাটি, পেস্ট্রি আর অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেল। ননির ছেলে নতুন সেক্রেটারি। শিশিরও director হল। মানিক President রইল। প্রণব, মঞ্জিল, আমি, রাহুল ই: director। আসছে বছর ঘটা করে ১দিন ব্যাপী সুকুমার জয়ন্তী। তার পরের বছর উপেন্দ্রকিশোরের ১২৫ বছর পূর্তি। লেখকদের কাছে ছাড়া, সব ধারধোর শোধ করে, হাজার ৪০ জমা পড়েছে। আমাদের এক কড়ি reserve ছিল না। শিশুসাহিত্য পরিষদের উৎসব আগস্টের গোড়ায় হবে। জমেই তুই নিশ্চয় আসবি। সম্ভবতঃ শিশির মঞ্চে। আসিস্।

তোর 'আনন্দ'র গল্প নাকি দেওয়া ছিল, তাই শিশির হনুর গল্পটা শুকতারায় জমা দিয়েছে। আমিও গল্প দিয়েছি। নইলে নাকি ওর ৮০০ টাকার চাকরি থাকবে না। ভালো কথা, দুদিন আগে মোনার একটি সুন্দর মেয়ে হয়েছে। সম্ভবতঃ বুধবার Woodlands থেকে সোজা কমলির কাছে আসবে। কিছুদিন থাকবে। আমি ভালো আছি। প্রায় ৫মাস ব্যথা নেই। তবে অসমান রাস্তায় হাঁটলে একটু টনটন করে। গুপি সম্ভবতঃ ৩০এ বিলেত যাবে। পাস্পোর্ট পেয়ে গেছে। বাড়ির সকলেও মেনে নিয়েছে। আমি অবিশ্যি সারাক্ষণ জ্ঞান দিই। পূজোর লেখা আরো দুটো বাকি। ঝালাপালার গল্প। যুগান্তরের রম্যরচনা— এটাই আজ ধরব। আমি অক্টোবরে এবং পৌষে ওখানে যাব। সব খবর দিয়ে চিঠি লিখিস্। শরীরটা সারিয়ে তোল। গল্প চিন্তা করিস্, লিখিস না যদ্দিন না গায়ে জোর পাস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৯.৮.৮৬

স্নেহের অন্তু,

বলেছি তো তোর বয়সে তোর যত বই বেরিয়েছে, ঐ বয়সে আমার তত বেরোয়নি। শিশিরদের বই এর সংখ্যা বেশি হতে পারে, বক্তব্যাংশে বেশি কি? তোর সব কটা সমান গ্রেডের। অত অসহিষ্ণু হলে কি চলে মানিক? ওখানে যাবার জন্য আমি আঁকুপাকু করছি। পূজোর ১৪টা লেখা পরশু শেষ করেছি। যুগান্তরের সাপ্তাহিক লেখার ৩৯ নং কাল জমা দিলাম। আরো ১৩টা বাকি। ক্লান্ত হয়ে গেছি। শিশুসাহিত্যের মেলা টুকরো তথ্য জমা হয়েছে। সেগুলো সামলানো দরকার। তুই এলে পরামর্শ করব। পরিষদের অনুষ্ঠান হয়তো এ মাসের শেষের দিকে হবে। সে তো এক দিনের ব্যাপার। ঐ সময়ে দিন চারেকের ছুটি করে নিয়ে এলে, কিছু কাজ এগোয়। আমি অনেক ভালো আছি। সাবধানে থাকি; ৫ ১/২ মাস ব্যথা হয়নি। ভানির নাতনি টুলটুলির বিয়ে ঠিক হয়েছে বম্বেবাসী আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে। খুব ভালো ছেলে বলে শুনেছি। বুড়োর ছোট মেয়ে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে গেছে। গুপির চিঠি পেয়েছি। ভালোভাবে পৌঁছেছে। ১৫ই আগস্ট ওর aptitude test। surf-riding শিখছে। সমুদ্রতীর তো। ভরতি হয়ে গেলে নিশ্চিন্তি। Sept. থেকে session আরম্ভ। বরুণ joint entrance এর জন্য এখন থেকেই coaching নিচ্ছে। যেমন শুনছি, ঢোকা খুব শক্ত। না হলে BSc. পড়বে। মুষড়ে পড়তে মানা করেছি। গুপির হাসিমুখ সকলেই miss করি।

ভালোবাসা নিস্। চিঠি পেয়েছি।

তো: লীলাদি



AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা-১০১

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২.৯.৮৬

স্নেহের অন্তু,

আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনটা বিষয়ে যতটা সম্ভব চেষ্টা করব। CBT-র পুরস্কার বিষয়ে সন্ধান করে চিঠি লিখেছি। N.B.T.-র জন্য কলকাতা সম্বন্ধে প্রেমেনবাবু লিখছেন। তবে থেকে থেকে খোঁচা দিতে হবে। গুপির admission test, interview সব হয়ে গেছে, ভরতিও হয়ে গেছে। এই মাস থেকেই ক্লাস্ শুরু। পূজোয় বাড়ি খালি হয়ে যাবে ১০/১৫ দিনের জন্য। আমার বৌদি এসে আমার কাছে থাকবে। Lamb's Tales টা অনুবাদ করে দিচ্ছি। কিছুতেই ছাড়ছে না, নিজের সহানুভূতিও আছে। যখন ৭/৮ বছর বয়স শিলঙে বড়মামা বলে একজন স্নেহশীল অনাত্মীয় মানুষ মুখে মুখে আমাদের এ বইয়ের সব গল্প বলে, শেক্সপীয়রে আগ্রহ গজিয়ে দিয়েছিলেন। সে ধারটা একটু শোধ করার চেষ্টা। আমি ভালোই আছি। দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় একা কাটে বলে অনেক লেখার কাজ করতে পারি। W.B. Govt.যে রবীন্দ্র-স্মৃতির বই বের করছে, তার জন্য একটা প্রবন্ধ শেষ করলাম। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। রসবোধ থাকলে ওদের পছন্দ হবে। শেষ পর্যন্ত পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ১৭ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, শিয়ালদার কাছে কি একটা Institute আছে, নাকি খুব চমৎকার, সেখানে হবে। মঞ্জিলকে পদকিত করা হবে। রঞ্জন সম্ভবতঃ এই মাসের মাঝামাঝি কয়েকদিনের জন্য যাবে। টুলটুলির বিয়ে ঠিক হয়েছে লিখেছিলাম বোধ হয়?

কয়েকটা গল্পের plot মাথায় এসেছে। হঠাৎ লিখে ফেলব। তাগাদার অপেক্ষায় থাকব না। স্বভাব বদলাব। যদি বদলানো যায়।

ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৩.১০.৮৬

স্নেহের অন্তু,

তোরা সকলে আমার বিজয়ার ভালোবাসা নিস্। আপাততঃ আমাদের বাড়ির সকলে দিল্লী মুসৌরি করছে। তবে রঞ্জন আজ ফিরবে। আমার বৌদি আমার কাছে ১০ দিন কাটিয়ে গেল। বন্যায় আমাদের পাড়া ভেসে গেছিল। আমাদের সব ঘরে এক হাঁটু জল। হাজার চারেকের ক্ষয়ক্ষতি। দু-দিন হল রোদের মুখ দেখছি। শিশুসাহিত্যের বইয়ের material গুলো কয়েকটা file-এ রেখেছি। এবার collate করার কাজ শুরু করব। যখন যেভাবে দরকার তোর সাহায্য নেব। প্রণব শুনছি খুব অসুস্থ। সন্দেশীদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। প্রকাশকরাও খুব একটা উদার হাতে দান খয়রাৎ করছে না! নভেম্বরের ৮/৯ তারিখে যাব ভেবেছি, ওখানে যাওয়ার বিশেষ দরকারও আছে। আমিও এখন বেশ ভালো আছি।

তোঃ লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০৩

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২১.১০.৮৬

স্নেহের অন্তু,

তোদের বিজয়ার চিঠি লিখেছি, পেয়েছিস্ আশা করি। মানুষ দেবতার মতো গল্প ওরা কটা পায় যে ফেলে রাখবে? নাম দেখে তো অনেক রাবিশ্ বের করছে আজকাল। তবে আনন্দমেলার জন্য সর্বদা ভালো গল্প চায়। শ্যামল বলে যে ছেলেটি আমার কাছে আসে সে বলে পত্রিকা feed করা থেকে থেকে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ভালো বড় গল্প দিস্ ওদের। দুহাজার তো পাবিই এবং সুনাম। আমিও আরেকটা এঁচে রেখেছি, তার নাম 'বড়মার পশু-পেয়ার'। নাম এবং গল্প বৃষ্টির সঙ্গে আকাশ থেকে টুপ করে পড়েছিল। পূজার যুগান্তর পাইনি এখনো। স্বপন এসেছে। বলছে সুবোধরা কলকাতাবাসী হয়েছে। তোর পিসিমা ভালোই গেছেন; ওদের আমার ভালোবাসা দিস্।

আমার ৯ই-১৫ই যাওয়ার plan এখনো ঠিক আছে। আমার ভাসুর-ঝি শেলি সঙ্গে যাবে বলেছে।

ভালোবাসা নিস্।

তোঃ লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০৪

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৭.১.৮৭

স্নেহের অন্তু,

যুগান্তরের প্রফুল্ল রায় এসেছিল। তাকে তোর 'পথে পথে'র কথা বলতেই সে উৎসাহ প্রকাশ করেছে। গোটা দুই নমুনাস্বরূপ আমাকে দিস্। প্রকাশকদের তাগাদা দিতে তোকে নিজেই যেতে হবে। যারা বই নিয়ে রেখেছে তাদের সঙ্গে দুটো মিষ্টি কথা বলে যেতে হবে। বইমেলা ২৮ জানুয়ারি খুলছে। ৮ই ফেব্ শেষ। ঐ সময়ে ৩ তারিখ সরস্বতী পুজো, তারপর বুধবার, তারপর শ্রীনিকেতন উৎসব ইত্যাদি। হয়তো ম্যানেজ করতে পারবি। বইমেলায় প্রথমে খোঁজ করিস্। তার পর আরো খবর দিচ্ছি আমারো সব প্রকাশক সম্পাদক (আনন্দবাজার বাদে) টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে। যুগান্তর, মৌসুমী, এশিয়া, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, Ind. ass, Signet, অন্নপূর্ণা, সুকন্যা, কিশোর মন etc. one & all! নবকল্লোল আর শুকতারা তবু ৩০০ টাকা দিয়েছে। কাজেই শোক করার সময় হয়নি। তোর মাইনে আর আমার বাড়ি ভাড়ার জয়! আমাদের একটা লোকশানের সময় যাচ্ছে। আবার দিনের বেলায় নতুন চাকা + টায়ার বাড়ি থেকে চুরি গেল। হাজার টাকার ধাক্কা। আবার হয়তো কবে লাভের সময়ও আসবে। তখন তোকে চপ কাটলেট কেক এই সব ছোটবেলার প্রিয় খাবার খাওয়াব। কি বলিস্?

এমনিতে অনেকটা ভালো আছি। রঞ্জন ২৯এ তিন দিনের জন্য যাবে। আমি একটু বেশি দিনের জন্য যেতে যাই। বাদল কি নীরেন অনেক দিন আসেনি। ভালোবাসা নিস্।

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০৫

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৩০.৩.৮৭

স্নেহের অন্তু,

মাথার চুল ১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয়েছে। দুঃখের বিষয় কাটার লাইনে চুলটুল বেরোয়নি, বেরোবেও না। তবে পাশের চুল দিয়ে ঢাকা যাবে। তাছাড়া সেকালের ঠাকুমাদের প্রায়ই ন্যাড়া মাথা থাকত। শিশির কাল এসেছিল, ক্ষিতীনের সঙ্গে। আজ 'অনন্যা' প্রকাশনীর হীরককে তোর কথা লিখেছি। বলেছি শিশির যোগাযোগ করিয়ে দেবে। আমার দুজন প্রকাশকের কাছ থেকে রয়েল্টি আদায় করার চেষ্টা করবে বলে শিশির চিঠি নিয়ে গেল। স্বেচ্ছায় কেউ এমন দুষ্কর্ম করতে চায় ভাবতে পারি না। সত্যি ওর তুলনা হয় না। তা সফল হক কি বিফল হক। সিগ্‌নেট কিন্তু আমি আর কিছু না বলতে 1984 এর শেষ পর্যন্ত সব পাওনা (পদীপিসি বাবদ) মিটিয়ে দিয়েছে, বাকিটা ১লা এপ্রিলের পর দেবে বলেছে। অনুরোধ করেছে দিনদুপুরে তুলে না নিতে। দেখা করতে বলেছি। কাল ডাক্তার রোজ ১ ঘণ্টা লিখবার অনুমতি দিয়েছেন। পুজার জন্য ছোট ছোট লিখতে শুরু করব। শিশুসাহিত্যের কাজ অনেক হয়ে আছে। কিন্তু আগে প্রেমেনবাবু যদি একটু copy & edit করার কাজ দেন, 'না' বলিস্ না।

লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৮.৪.৮৭

স্নেহের অন্তু,

অনন্যার হীরক রায় আমার চিঠি পাবামাত্র উত্তর দিয়েছে— 'আপনার কথা আমার কাছে আদেশের সমান। অবশ্যই আমি অজেয় রায়ের বই ছাপব।' লোহা গরম থাকতে থাকতে হাতুড়ি বসাতে হয়, অতএব পত্রপাঠ গোটা ২/৩ পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে আয়। প্রেমেনবাবুর সঙ্গেও দেখা করিস্। ওঁর বইটা বেরোয় আমি চাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মেটিরিয়েল ছাপা কিম্বা লিখিত অবস্থায় ওঁর কাছে আছে, নাকি এখনো আরো সংগ্রহ করতে হবে জানি না। সব আঁটঘাট বেঁধে কাজে হাত দিতে হয়। আমার কাছে একটা বই আছে, তাতেই সব মেটিরিয়েল পাওয়া যাবে। মোট কথা দেখা করে, আমার কাছে রিপোর্ট দিবি। যদি মনে করিস্ তোর পক্ষে করা মুস্কিল, স্পষ্ট ও মিষ্টি করে বলে দিস্ যে-পদে আছিস্ বাড়তি সময় তার বড় কম।

আমি ক্রমে আরো ভালো হচ্ছি। এখনি আগের মতো হয়ে গেছি, তার চেয়েও ভালো হবার ইচ্ছা। চুলের মাপ গড়ে ১"; কাটার জায়গা চাঁচাপোঁছা। আশা করি ভালো আছিস্। ভালোবাসা নিস্ সকলে।

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০৭

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
30.4.87

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম। এতদিনে ফিরে এসেছিস্ মনে হয়। যখন আসবি, যে-কটা Ass-আছে, সব নিয়ে আয়। অনন্যা কি চাইবে, শৈব্যা তো বিজ্ঞান ভিত্তিক চাইবে, তখন দেখা যাবে। প্রেমেনবাবুর সঙ্গে দেখা করলেই বুঝতে পারবি কি করতে হবে। আধা-অন্ধ বুড়ো মানুষ, সম্ভব হলে সাহায্য করিস্। আমাকে ফোনে যা বললেন, তাতে বুঝলাম material সব রয়েছে, সেগুলো গুছিয়ে সম্ভবতঃ fair copy করতে হবে। Editও করতে হবে বোধ হয়। একবার দেখা করলে উনি নিজেই বলবেন। এটুকু কর্তব্য; মানুষটি বড়ই অসহায়। অনন্যা 'মসুয়ার রায়বাড়ির গল্প' বলে আমাদের পরিবারের চার পুরুষের বাছাই লেখা ছাপছে। শৈব্যাকে কল্প বিজ্ঞানের গল্প ২য় সিরিজ্ দেব। আর যদি 'হলদে পাখির পালক' Indian-ass-এর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে, তাও দেব। ওরা উঠে যাচ্ছে, তা মুখে যাই বলুক। আমার আরো বই আছে ওদের কাছে, তোর-ও আছে। তোকেও একবার ওদের দোকানে যেতে হবে। মঞ্জিলকে সঙ্গে নিয়ে যাস্, কিংবা শিশিরকে। আমি অনেক ভালো আছি। পুজোর জন্য গোটা তিনেক লিখেছি। আরো লিখব। ভালোবাসা নিস্। চলে আসিস্।

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৭.৬.৮৭

স্নেহের অন্তু,

তোর ৩ তারিখের চিঠি ৬ তারিখে এসে অবাক করে দিল। এখন তুই স্বচ্ছন্দে আসতে পারিস্। দিতু, হাসি ইত্যাদি সাক্ষী এখানে অনেক কম গরম। দুগ্গো বলে চলে আয়। সন্দেশ, আনন্দমেলা, শুকতারা, কিশোর-জ্ঞানবিজ্ঞান, কিশোর মন (যদিও ইত্যাদি প্রকাশনের সব কাগজ সাময়িক ভাবে বন্ধ, তবু নিয়ে গেছে) এই তো লিখেছি। আজকাল, যুগান্তর, নবকল্লোল— এদেরো দিতে হবে। শ্যামলদাকে, তোর জ্যাঠামশাইদের, ঝিল্লিদের আমার ভালোবাসা দিস্। ধীরেনদার (সেনের) নাতির বিয়েতে আর যাইনি, রঞ্জন গেছিল। তুই চলে আয়। ও বই প্রেমেনবাবুকে দিয়ে হবে না, চোখ কান দুই-ই দুর্বল। ওঁকে ১৮ই জুন শিশির মঞ্চে সম্বর্ধনা দেবে। অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন। উনি দিনে দিনে খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে নবযৌবন প্রাপ্ত হচ্ছেন। গিন্নিকে মনে হয় ওঁর পিসিমা!

আমি ভালোই আছি; নভেম্বরে ওখানে যাবার ইচ্ছা, আমগাছে ওষুধ করা উচিত, ২ বছর পর পর, রামবাবুর কাছে শিখেছি। বাড়ির সবাইকে ভালোবাসা দিস্। তুই নিস্।

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০৯

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৫.৬.৮৭

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি আজ পেলাম। তুই 'ডাক্তার কুঠি' ইত্যাদি-র কপি অতি অবশ্য সঙ্গে আনবি। কাল সাহিত্য বিহার থেকে আমার গল্পসল্প বেরিয়েছে। চমৎকার ঝরঝরে নির্ভুল ছাপা, চমৎকার মানুষ। তোর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ছাপতে আগ্রহী ওরা। বলে রেখেছি, নিয়ে আসিস্। নিজেদের press, বই বিক্রির distributorও আছে। আমার যুগান্তরে ছাপা 'যে যাই বলুক' সিরিজটা ওরা বই করবে। সেই সঙ্গে তোর একটা ভালো বিজ্ঞানভিত্তিক বই বেরুলে খুব ভালো হবে। আমি এখন গৃহবন্দী থাকলেও প্রায় সেরেই উঠেছি। বুবুর সঙ্গে দেখা হল না, যানবাহনের অসুবিধার জন্য আসতে পারেনি। নভেম্বরে যাবার ইচ্ছা, তখন দেখা হবে। রঞ্জন সম্ভবতঃ ২রা জুলাই ওখানে যাবে। এখানেও বেজায় গরম। প্রেমেনবাবুকে বৃহস্পতিবার শিশির মঞ্চে সম্বর্ধনা দেবে। আমাকেও নিয়ে যাবে। ওঁর কাজ বাদে দে। ভালোবাসা নিস্।

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১০.১১.৮৭

স্নেহের অন্তু,

আমি Ind. ass. থেকে আমার দুটি বই তুলে শৈব্যার সঙ্গে চুক্তি করে দিয়ে দিয়েছি। সেই সঙ্গে ২৩টা কল্প বিজ্ঞান ও আজগুবি টাইপের গল্প দিয়েছি একটা নাতিক্ষুদ্র বই করতে হয়তো ১২৫/৪০ পৃষ্ঠা হবে মনে হয়। ফাইলে আরো আজগুবি গল্প ছিল, সে-সব 'আষাঢ়ে গল্প' নাম দিয়ে বিমলার ছোট ছেলে রবির 'নন্দিতা' প্রকাশনী থেকে বেরুবে। বাকি রইল বড়দের একটা ছোট উপন্যাস, 'কেষ্টদাসী।' আর এক গোছা ছোট গল্প। মৌসুমীকে দিতে সাহস পাচ্ছি না। Signet থেকে 'দিন দুপুরে' তুলে নিয়েছি। আনন্দকে দিতে চাই, কিন্তু 'বনের খবরের' মতো ফেলে রাখলে দেব না। তুই পত্রপাঠ Ind. ass. থেকে বই তুলে দে। কাকে দিবি শিশিরকে জিজ্ঞাসা কর না। ওর মালিকরা শুনেছি ভালো প্রকাশক। সর্বকল্লোল আর শুকতারা তো ভালো করেছে। আমার গোছা গোছা ভালো প্রবন্ধ রয়েছে, তাও ছাপার ব্যবস্থা করতে হয়। কুকুরটা ভুগছে, তাই ওখানে যাওয়া স্থগিত রাখতে হল। নীরেন খুব ভুগে উঠল। ওর ছেলে সাহিত্য আকাদেমির seminarএ 'সুকুমার' বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করল। বুঝতেই পারছিস্ ভালো আছি। সুকুমারের জীবনী লেখা ধরেছি। শিশু সাহিত্যের common material পাচ্ছি।

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১১

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৩০.১১.৮৭

স্নেহের অন্তু,

আমার চিঠি পেয়েছিস্ নিশ্চয়। সত্যিই আমি দিনে দিনে সুস্থ হয়ে ক্রমে আগের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। তবে খুব সাবধানে থাকি। ভগবানের উদ্দেশ্যটা কি বুঝে উঠতে পারছি না। মনটাও আপাততঃ খুব ভালো আছে। ১৯ এ ডিসেম্বর রঞ্জন নিজে পছন্দ করে সব দিক দিয়ে suitable শাদাসিধে একটি মেয়েকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করছে। গুপি বরুণ আমি খুব খুশি। আমার সঙ্গে বছর তিনেক চেনা। মনে হয় সব দিক দিয়ে সুখের কারণ হবে। বুঝতেই পারছিস্ আত্মীয় বন্ধুর এক দল মহা খুশি, এক দল খুঁৎ খুঁৎ করছে। আমি প্রথম দলে। গুপি ১ মাসের বড়দিনের ছুটিতে ১০ই এসে পৌঁছবে। সেও মহানন্দিত। কমলিরা ২০ তারিখ শান্তিনিকেতন যাচ্ছে। ওর শরীর খারাপ হয়েছিল এবং ঐ বিষয়ে খুব উৎসাহ পাচ্ছে না!

'সুকুমার' বইটার প্রচুর সামগ্রী হয়েছে। অনেক কাজ করাই ছিল। তৃতীয় অধ্যায় লিখছি। বলেছি জানুয়ারির শেষে শেষ করে দেব। ৩১এ জ্যান্ '৮৮, পরিষদের বার্ষিক উৎসব হবে, শিশির মঞ্চে। ঐ সময় অবশ্য 'গ্র্যান্ডমাদার সীরিয়াস্লি ইল্' করে চলে আসবি। তোর পাণ্ডুলিপি আনিস্ নিজে আলাপ করতে হবে। নীরেন কাজে rejoin করেছে।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৯.৩.৮৮

স্নেহের অন্তু,

আমার ডেস্কে একটা পোস্টকার্ড পেলাম, তারিখ নেই। উত্তর দিয়েছি হয়তো। রঞ্জন স্বপ্না জনা-দুই আত্মীয় সঙ্গে করে ৭ই এপ্রিল ওখানে যাবে। রবিবার ১০ই ফিরবে। আমি ঘাঁটি আগলাব। বরুণের পরীক্ষা শেষ। স্বপ্নার সঙ্গে জুনের শেষে বিলেত যাবে। খোকনকেও বাগাবার চেষ্টা হচ্ছে। জুলাই ২৪এ বুবুর নাতনির বিয়ে লিখেছে, আমার খুব যাবার ইচ্ছা। অনেক করে বলেছে। দেখি কদ্দূর কি হয়। আমি ভালো আছি। 'সুকুমার রায়'টা নিয়ে আবার বসেছি। মাস কাবারে শেষ করতেই হবে। তারপর গোটা পাঁচেক পূজোর লেখার সঙ্গে সঙ্গে, শিশুসাহিত্যের ইতিকথাটা ধরতে হবে। নইলে আর হবে না। শ্যামলদা শয্যাশায়ী, প্রেমেনবাবু গুরুতর ভাবে অসুস্থ। আমি তো ভালোই বোধ করছি। আনন্দ পাবলিশার্সকে কিঞ্চিৎ উদাসীন মনে হচ্ছে। দেখি। পূজোয় নানা লোকে গোটা চারেক বই বের করবে।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা ১৯; ২২.৪.৮৮

স্নেহের অন্তু, তোর লেখা চিঠি পেলাম। আজই ইসলামাবাদে চিঠি লিখেছি
লেখে, আমি মোল্লাকে খুব চিঠি, অনেক কথা লিখেছি, কিন্তু
ভুলে গেছি। আমি ঐ দেশে। তোর বইগুলি আমি ৪১ মাসের
জন্যে অর্জন করি। এছাড়া দুটি-ও থাকা হলে ভালো
হত। কোন সময়ে আমার নববর্ষে ভালোবাসা নিও।
আমি শান্তির অনুভব আমার ওখানে যাওয়া হবে মনে
হয় না। তুমি মানে বুড়ো-খুকু, বরুণকে নিয়ে, USA
বেড়িয়ে, ইংল্যান্ডে ফিরে এলো ও কোনমতে কাটছে, এই দেশ
ঠিক হয়েছে বুঝলে মনে হয়েছে, মনটা ফিরবে। আমি
এখানে থাকব। কিন্তু দিতে গেলে, ওদেরকে আমার
শান্তিনিকেতনে যাবো!! আজ যে 28 এ জুলাই নিয়ে
কিছু লিখেছে। অনেকদিন খুব ভালো ইচ্ছা।
নববর্ষে আমার মিষ্টি স্নেহ আশীর্বাদ সংগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১৩

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৯.৪.৮৮

স্নেহের অন্তু,

কাল তোর চিঠি পেলাম। আজই ইন্দ্রনাথকে চিঠি দিচ্ছি। তাকে আমি পত্রালাপে খুব চিনি, মনে হয় দেখেওছি, কিন্তু ভুলে গেছি। আমি ঐ রকম। তোর বইগুলি আমি উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করব। 'ডাক্তার কুঠি'-ও ছাপা হলে ভালো হত। তোরা সকলে আমার নববর্ষের ভালোবাসা নিস্। আম পাকার সময় আমার ওখানে যাওয়া হবে মনে হয় না। জুন মাসে রঞ্জন ও স্বপ্না, বরুণকে নিয়ে, USA বেড়িয়ে, ইংল্যান্ডে পৌঁছে দেবে। ও সেখানেই পড়বে, এই রকম ঠিক হয়েছে। রঞ্জনরা মাসখানেকের মধ্যে ফিরবে। আমি এখানে থাকব, পিয়া নিচে শোবে, কমলিরা আমার গার্জিয়ানগিরি করবে!! সারির তো ২৪ এ জুলাই বিয়ে বুবু লিখেছে। আমাদের খুব যাবার ইচ্ছা।

নববর্ষে আমার তিনটে ছোট গল্পের সংগ্রহ বেরোবার কথা। নতুন প্রকাশক মৈনাক দত্তর পা বেরিয়েছে। দিয়ে গেছে। মন্দ হয়নি। বিমলার ছেলে রকি 'আষাঢ়ে গল্প' বের করেছে শুনেছি, পাইনি। শৈব্যার 'চক্‌মকি মন' এখনো বেরোয়নি। বিমলাকে 'যে যাই বলুক' (রম্যরচনা) দিয়ে দিলাম শ্যামলদার প্রেমেনবাবুর কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। তবে বিকল হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে যাওয়া ভালো। ভালো থাকিস্। সন্দেশ উৎসবে ঝালাপালা নাটক মন্দ হয়নি, slow করে ফেলেছিল, এই যা।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১৪

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৫.৫.৮৮

স্নেহের অন্তু,

প্রেমেনদার জন্য দুঃখ করতে পারছি না। সব জ্বালা জুড়িয়েছে, শান্তি পেয়েছেন। পরমাত্মার সঙ্গে বিলীনই হন, কিম্বা আলাদা অস্তিত্বই থাকুক, আমি বিশ্বাস করি স্থূলদেহের যেমন এক কণিকাও বিনষ্ট হয় না, প্রাণই বল আর আত্মাই বল, তারো হয় না। জীবন সার্থক করে গেছেন। অজস্র আনন্দ, শিক্ষা, সাহস দিয়ে গেছেন, বইয়ের মধ্যে স্থায়ী রূপ দিয়ে। আবার কি চাই? তবে মুখখানি আর দেখব না। কিন্তু শেষের ঐ দৃষ্টিহীন বেদনা-ক্লিষ্ট মুখ নাই বা দেখলাম। শেষবার হাত ধরে বললেন, 'আবার এসো।' আর যেতে পারিনি। প্রাণশূন্য মুখ দেখতে যাইনি। আজ ছেলেমেয়েগুলোকে দেখতে যাব। যে দুটো মানুষকে ১ মাসের মধ্যে হারালাম, তাদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা আর সমবেদনা পেয়েছি, তার তুলনাও নেই, শেষও নেই। বাকি রইল আমার বোন দুটো, গুটি কতক বন্ধু আর তোরা সকলে, আমার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি। ঐ আমার স্বর্গের ঐশ্বর্য। যা দেখেছি যা পেয়েছি, তুলনা তার নেই। দুঃখ করার জায়গা নেই আমার হৃদয়ে। যাক সে কথা। জুলাই মাসে সারির বিয়েতে যাবার খুব ইচ্ছে আছে। দেশের জন্য প্রেমেনদার বিষয়ে বড় লেখা চেয়েছে সাগর। চার দিনে চার হাজার শব্দ আশা করছে। দেখি কদ্দূর কি করতে পারি। অপরিশোধেয় ঋণের কিছুটা স্বীকৃতি তো দিই, শোধ করা যায় না জানি। সন্দেশ আর বর্তমানের জন্য লিখেছি। ভালোবাসা নিস্। কবে দেখব তোকে?

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১৫

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১০.৫.৮৮

স্নেহের অন্তু,

তোর বইয়ের কথা ইন্দ্রনাথ চৌধুরীকে ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি দিয়েছিলাম। কাল তাঁর চিঠি পেলাম। ওটা ভুল খবর। ওঁরা আমার রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো ছোটদের বইয়ের কাজের পরিকল্পনা নেননি। National Book Trust; Chairman, Shri Ananda Swarup, A-5 green park, New Delhi 110016, এই ঠিকানায় খোঁজ করতে লিখেছেন। তোর বন্ধুকে বলিস্ বই দুটি নিয়ে ওখানে গিয়ে Ms. Mala Dayal এর কাছে গিয়ে আমার নাম করতে। সে সম্ভবতঃ এখনো আছে ওখানে, বয়স কম, আমার স্নেহের পাত্রী। ও-রকম scheme থাকলে, আমি সরাসরি তাকে তোর বইয়ের অনুমোদন পত্র পাঠাব। আপাততঃ 'দেশে' প্রেমেনবাবুর ছোটদের গল্প বিষয়ে একটা ৪ হাজার শব্দের নিবন্ধ দিলাম, সাগর চেয়ে পাঠিয়েছিল। ১ মাসের মধ্যে দুজন মনের মতো সঙ্গী হারালাম। তবু বলব ভালো হয়েছে। বাঁচলে অনেক কষ্ট পেতেন। ৮৪ কিছু কম বয়স নয়। আমি আরো ৫ বছর থাকার তালে আছি। 'সুকুমার' বইটা শেষ করেছি। কয়েকটা পুজোর লেখা ভাবছি। খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছি না। আমার খালি বাড়ি আর শান্তিনিকেতন আর অজেয় দরকার।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১০.৬.৮৮

স্নেহের অস্তু,

তুই আসবি বলে হা-পিত্যেশ করে থেকে শেষ পর্যন্ত এই চিঠি দিলাম। কাল শিশির এসে তোর সেই ফরমুলার বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের একটা চৌকোস ভূমিকা লিখিয়ে নিল। ছাপার কাজ দশ দিন আগেই শেষ। তোর আগমনের অপেক্ষায় ছিল। সন্দেশের পূজা সংখ্যার জন্য পাঠানো ছানার গল্পটাতে A দিয়ে পাঠিয়েছি। কর্তাব্যক্তিরা সমর্থন না করার কারণ দেখি না। শিশির খাসা এক গল্প দিয়েছে। আমি 'বিরাট ব্যাপার' বলে বিরাট পর্ব নিয়ে নাটক দেব বলে বুঝলাম পেরে উঠব না। তাই বিজ্ঞান ভিত্তিক (not আজগুবি!) গল্প দিয়েছি। ওটা পরে লিখব। কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞানে, আনন্দমেলায় দিয়েছি। বর্তমানের ছোট উপন্যাস আজ ধরছি, ৯/১০ দিনে শেষ করতে হবে। গল্পভারতীতে রম্যরচনা দেব। শুকতারা, নবকল্লোলের লেখাও দিয়েছি। আর পারি না। রাতে লিখি না। সব জিনিসের সীমা আছে। বড় নাতিটা বিলেতে খুব ভালো করছে। ছোটটাও ২৬এ জুন রওনা দিচ্ছে। রঞ্জন স্বপ্না ওকে USA বেড়িয়ে বিলেতে পৌঁছে ১ মাস পরে ফিরবে। আমি আর স্বপ্নার মেয়ে আর জেরি কুকুর দুর্গ আগলাব! খুব ইচ্ছে ২৪ এ জুলাই সারির বিয়েতে শান্তিনিকেতনে যাই। কমলিরাও যাবে বলছে। খালি বাড়ি রেখে যাওয়া কতটা সম্ভব হবে জানি না। অবিশ্যি জনা কতক লোক আছে। মোটের ওপর ভালোই আছি।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১৭

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
19.7.88

স্নেহের অন্তু,

কাল তোর চিঠি পেলাম। ৭ দিন একটানা জ্বরের পর কাল জ্বর ছেড়েছে। তবে শরীরটাকে এমনি ঝুরঝুরে বানিয়ে দিয়ে গেছে যে শান্তিনিকেতনে বিয়ে বাড়ির হৈ-চৈতে যোগ দেবার ক্ষমতাই নেই। Test, culture ইত্যাদি চলছে। রঞ্জনরা ২৫ এ ফিরবে মনে করছি। আপাততঃ কমলি In-charge! তোর বইয়ের এক কপি আমাকে দেওয়া এদেরি উচিত ছিল। Last proof নিজেরা দেখে না দিলে অনেকেই ঐরকম ভুল ছাপে। ভালো জিনিসকে ভালো বলা আর মন্দ জিনিসকে— "এ-বিষয়ে-আমি-কিছু বলতে চাই না" করাই আমার নীতি। ৩/৪টে দল আমার গল্পের T.V করতে চাইছে। দেখা যাক কদ্দূর কি হয়। কথাসাহিত্যের পূজার লেখা আর শিশিরের নবকল্লোলের মাসিক রম্যরচনা বাকি আছে। পরে সানন্দায় একটা পারিবারিক জীবনের ধারাবাহিক লেখা চাইছে। ভাবছি মন্দ হয় না। মনের কথা বলার একটা সুযোগ। আগে শরীরটা স্বাভাবিক হক। তুই এখন থেকে খুব যত্ন নিয়ে লিখবি। একটা মান তৈরি করেছিস্, সেটা থেকে নামতে পারবি না। নাতিরা নেই, ছেলে বৌ সাময়িকভাবে নেই, খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করি। ভাইবোনদের বয়স হয়েছে; যানবাহনের অসুবিধা; খুব কম দেখা হয়। বর্ষার পর শান্তিনিকেতন যাব ভেবেছি। খালি বাধা পড়ে এই যা অসুবিধা। সব খবর দিয়ে চিঠি লিখিস্।

ভালোবাসা নিস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৫.৮.৮৮

স্নেহের অন্তু,

আমার ২০ দিন জ্বর ছিল। দিন পনের থেকে ভালো আছি। যা শুনেছিস্ আমার ভাসুরঝির নিজস্ব কিঞ্চিৎ রং চড়ানো সংস্করণে হলেও মূলতঃ ঠিক। একটা con-man এর পাল্লায় পড়ি। ১০ দিনের জ্বরে-ভোগা-বুদ্ধিহীন-অবস্থায় পেয়ে দিব্যি ১৪,১১৫ টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেল এবং আমার মতে ব্যাংকের কারো না কারো সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব নয়। রুল বুকে, এর protection আছে, কিন্তু সে নিয়ম নাকি উঠে গেছে আর নতুন নিয়ম কিছু ওদের জানা নেই। পুলিসে ডাইরি হয়েছে। ধরে নিচ্ছি ওটা আক্কেলসেলামি দিলাম। ডিসেম্বরের মধ্যে আবার পুরিয়ে নেব। তবে আর ব্যাংকে নয়, unitrustএ। সানন্দার সঙ্গে ১২ অধ্যায়ের এক সরস পারিবারিক ইতিহাসের গল্প লিখবার কথা হয়ে গেছে। সেটা এবং একটা ৭$\frac{১}{২}$ হাজার টাকার অ-সাহিত্যিক বই অনুবাদ, এই দুটো করব। সন্দেশের, নবকল্লোলের চুটকি তো আছেই। তোর রম্যরচনার পরিকল্পনাটা খুব ভালো। কাজে লাগা পত্রপাঠ। মন যা বলে সর্বদা তাই করবি। বিকোবে কি না ভাবতে হবে না। ১৪ জন প্রকাশক Paradise Lost এর পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিয়েছিল। একথা মনে রাখিস্। তোর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের তুলনা নেই। তবে আরেকটু সরসতার scope পেলেই, ভরে দিবি। সরস ভাবে অনেক জ্ঞানের কথা বলা যায়, এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা। আমি গেলে সব হাঁড়ি মুখো ভূত বনে যেন না যায়। বড় নাতি ভালোভাবে finals পাস করে Rolls SANF এ কাজ পেয়েছে। এবার সঙ্গে সঙ্গে Engineering managementটা করে, দেশে ফিরে আসতে চায়। ছোটোটাও বেশ মানিয়ে নিয়েছে। Bourne moults এ Lansdrene college এ evening cl.করবে; দিনে কোথাও কাজ করে খরচ চালাবে। A-Level নিয়ে Dental Collegeএ ভরতি হতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়। দেখা যাক। আমার কাছে আজকালের প্রযোজকরা আসছে আমার গল্প উপন্যাস থেকে টিভি সিরিয়েল করতে চায়। দেখা যাক। ভালোবাসা নিস্। ভালো থাকিস্।

লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১৯

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
30.9.88

স্নেহের অন্তু,

তোর নাম আমি নিজে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার হেতু কিঞ্চিৎ বিলম্বে। কাল ক্ষিতীন এসেছিল। ও নির্বাচন কমিটিতে ছিল। নিনিও ছিল। ওরা ৮৭ বয়স্ক অখিল নিয়োগীকে এ বছরের পুরস্কার দিচ্ছে। তাঁর বড়ই দুঃখ ছিল। কোনো পুরস্কারই পাননি। তোর নামও তালিকায় ছিল, আরো ৬/৭ টা ছিল। শিশিরের নামও ছিল। লিখে যা, পুরস্কারের জন্য তো আর লেখা নয়। লেখার জন্য পুরস্কার কি না, তাও সন্দেহ হয়।

আমরা লক্ষ্মী পূজোর পর দিন যাব মনে করেছি। অর্থাৎ ২৫এ অক্টোবর। তুই থাকবি তো? নইলে সব মাটি।

দেখা হলে গল্প হবে। ৫ দিন থাকব।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২০

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
1.3.89

স্নেহের অন্তু,

অতি চমৎকার হয়েছে এই নতুন গল্প। ধরে নিচ্ছি তোর অভ্যাসমতো সব তথ্য লিখিত পঠিত অনুশীলিত এবং কোনো ভুল ভ্রান্তির স্কোপ নেই। থাকলে, একবার চেক করে নিস্। মনে রাখিস্ এটা খুব challenging গল্প। খুঁৎ থাকলে তলা খসে যাবে।

কোথায় ছাপা যায় ভাবছি। সন্দেশে তো মাথায় করে নিতে বাধ্য। তবে টাকাকড়ি দিতে পারি না জানিস্ই তো। আনন্দমেলা গল্পের দাম যাচাই করে আজকাল অন্য মানে। আমার সঙ্গেই বা কেমন সম্বন্ধ দাঁড়ায় তাতে সন্দেহ আছে। বড় গল্পটা তো লিখছি। ওরা নিতে না চাইলে, আর কাউকে দেব।

সাহিত্য বিহার আমাদের গল্পসল্প ভালো ছেপেছিল। নতুনদের কাছে 10% royalty নিই, তাই দিয়েওছিল, যদ্দুর মনে হয়। তবে প্রচার কেমন করে জানি না। টাকার বেশির ভাগটা adv. নিলে ভালো। পুরনো কোম্পানি, ভারি ভদ্র। যে এসেছিল তার নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি। আমি ছেলে বৌয়ের সঙ্গে ৯ই সকালে বর্ধমান গিয়ে, বিকেলে ফিরব। কমলিরা দোলে শান্তিনিকেতন যাবে বলছে। আমরা হয়তো মাস কাবারে যাব।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২১

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৭.৪.৮৯

স্নেহের অন্তু,

মন দিয়ে শোন্ কি বলি। আনন্দমেলার কাছ থেকে কোনো রকম সহযোগিতা আশা করতে হলে, চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করা ক্রমে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। মঞ্জিল সেনের একখানি বড় পাণ্ডুলিপি ৩ মাসের ওপর ফেলে রাখাতে ও খোঁজ নিয়েছিল। ওকে দেবাশিস বলল গল্প এখনো পড়াই হয়নি। তার দুদিন পরে অমনোনীত বলে পাণ্ডুলিপি ফেরত এল। মঞ্জিল রেগেমেগে অভীক সরকারকে জানাল ওর সন্দেহ হয় কেউ পড়েইনি। তাই নিয়ে ওখানে কিছু কথা উঠেছে। তোর 'মানুক দেবতা'র কথাও অভীক সরকারকে খুলে জানাবার এই হল সময়। অবশ্যই লিখবি। রেজিস্টার্ড A D করে। আমার কথা তো তোকে বলেইছি। লেখাটা এখনো আমার কাছে পড়েই আছে, ব্যাটা নেবে না ঠিক করেছে। সাধনাকেও বোধ হয় নিতে মানা করেছে। কাল শিশির মজুমদার এসে বলল এই হল একটু ফাইট্ দেখাবার সময়। আমার ব্যাপারটা হয় অভীক জানে না, নয় বিকৃত ভাবে শুনেছে। আজ সকালে আমিও সব কথা খুলে লিখেছি। অভীক যা ভালো বোঝে করতে বলেছি, শারদীয়াতে না চায় না নিল, সাধারণ সংখ্যার জন্যই শুরু করেছিলাম। যদি অবিলম্বে সেই ভাবে প্রকাশ হয় তাহলে ঐ তারিখের মধ্যে কেউ যেন নিয়ে যায়। নইলে ওদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের স্নেহের সম্বন্ধ চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন হবে। এবং আমার কথা আমি রাখব।

তুই অবিশ্যি গোড়াতেই ঝগড়া করিস না। অভীককে বলিস্ অনেক পড়াশুনো করে লেখা, ভালো লেখা, ওরা ছাপলেই খুশি হতিস্। পূজা সংখ্যার জন্য লেখাও নয়; সাধারণ ভাবেই দুই কিস্তিতে যেমন গল্প ছাপা হয়,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই করলে তোর পরিশ্রম সার্থক হয়। নিজের অন্য বই ও তার স্বীকৃতি, পদক, পুরস্কার ইত্যাদির কথাও লিখিস্। ও হয়তো কিছুই জানে না। অবিলম্বে এটা করিস্। একেই বলে concerted action! ভালোবাসা নে।

তো: লীলাদি
(লীলা মজুমদার)

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২২

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
27.4.89

স্নেহের অন্তু,

টোকিও থেকে একটা আন্তর্জাতিক ছোটদের গল্প সংগ্রহ বেরুচ্ছে, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, নতুন, প্রাচীন যেমনি হক। ১০০০ শব্দের মধ্যে, ৩-৬ বছরের শিশুদের পড়ে শোনাবার জন্য। Sm. Mala Dayal, Editor, National Book Trust, India; A-5 Green Park, New Delhi 16. এই ঠিকানায় আমার নাম করে তোর সেই কুকুর আর হনুমানের গল্পটার ইংরিজি অনুবাদ, type করে, পত্রপাঠ পাঠিয়ে দে। আমি মালাকে জানিয়েছি তোর কথা। তার চিঠির অপেক্ষা করার সময় নেই। 30th May শেষ তারিখ। ছোট গল্প, ১০০০ শব্দের মধ্যে। আমার হাতে চার পৃষ্ঠা (foolscap কাগজ) দাঁড়ায়।

Final selection একটা committee করবে। অতি সহজ সরস ভাষায় পাঠিয়ে তো দে। যা হয়। ভালোই আছি। বাড়িতে মিস্ত্রি খাটাচ্ছি!!! ভালোবাসা নে। আনন্দমেলার সঙ্গে রফা হয়ে গেছে। পূজায় বড় গল্পটা ছাপছে। তারপরে একটা ছোট গল্পও ৭ই মে-র মধ্যে দিতে হবে! শুকতারা ও নবকল্লোলের লেখা রেডি। সন্দেশের জন্যেও করছি। কামিনী আমার 'মুখোসের আড়ালে' চমৎকার বের করেছে। ভালো payer এরা। তোর একটা বিজ্ঞান-ভিত্তিক বই করতে প্রস্তুত। শীঘ্র নিয়ে আয়। যাতে 9th May পাই। সেদিন ওরা আবার আসবে।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Lila Majumdar

11/4, OLD BALLYGUNGE 2ND LANE
CALCUTTA-700019
PHONE 44-0593

19.10.89.

স্নেহের অরু

কিছু মনে করিস নি তো, তোর চিঠির উত্তর দিতে [illegible]

ভালো আছিস তো? শরীরের যত্ন নিস, ওষুধ, খাওয়া [illegible]
[illegible] যাদের ওষুধ খাবার জোটে না, তাও অসুখ না,
সেখানে জোটে না বললেও হয়? তুমি, আমরা,
তারা কি অমন সুস্থ? প্রত্যেক আত্মীয় [illegible]
আমাদের এত কিছু থাকতে টের পাচ্ছি অভিজ্ঞতায়, তবে হয়তো
তুমি অসম্ভব। বরং খুব খুশি হয়েছি।
তুই সুস্থ আছিস জেনে, কিছুই ভেবো না। দুঃখ-কষ্ট
মানুষের জীবনে ঘুচবে না। সবাই জানে।

[illegible] সাহিত্য বিষয়ে লেখা ওরা আমাদের
কাছে এনেছিলেন, তাই মনে খুব খুশি হয়েছে।
ওই জিনিসটা আমাকে দেখাবে। আমি আমার প্রশ্নোত্তর
নাম শুনে ফেলেছি।

আমাদের লোকেরা প্রকাশনী থেকে সাহিত্য
গুলো এনেছিলেন। সাবিত্রী, আশাপূর্ণা, ইত্যাদির, বাদ
পড়েছে। তাদেরই মনে হল। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এখনই [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, যে আমাদের সঙ্গে [illegible] ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছিল, সে হঠাৎ মারা গেছে। Massive heart attack। [illegible] তার [illegible] অবস্থা।

সে মত [illegible] করে যায়। ও মাসে, এক, [illegible] ক্যালিফোর্নিয়ায় যাওয়া হয়েছে। সুবিধে হচ্ছে না। দেশে গেলে যেন [illegible] ভুলে না যায়। তোমাকে আমাদের, [illegible] হয়েছে। তবে, খাবার দাবার নাকি?

তো, [illegible] চিকিৎসা নিয়ে miss করছি। [illegible] আগের মতো [illegible]। [illegible] দিয়েছিলাম। তুমি কেমন আছ কি?

চিঠি দিও। ভালোবাসা নিও।
ইতি তোমার ভাইয়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২৩

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
19. 10. 89

স্নেহের অন্তু,

কিছু খাস্‌টাস্‌ নি তো, বা খ্যাপা-কিছু কামড়ায়নি তো? খামোখা তোর ওপর রাগ করব কেন? বলে যাদের ওপর রাগের কারণ আছে, তাও হয় না, সেখানে কারণ না থাকলেও করব? বলি, আমার রাগ কি অমন সস্তা? তাছাড়া আজকাল যেমন আমার পক্ষে গাছে চড়া সম্ভব নয়, রাগ করাও তেমনি অসম্ভব। বরং খু— ব খুশি হয়েছি। তুই পুরস্কার পেলি, শিশির পেল। দুঃখ খালি পাওয়াটা চোখে দেখা গেল না। মাথায় বরফ দে।

সাহিত্য বিহার থেকে ওরা আমার কাছে এসেছিল, তোর বই পড়ে খুব খুশি হয়েছে। বই মেলার আগেই বেরুবে। নাকি আমি প্রকাশকের নাম ভুল করছি।

আমার কাছে প্রত্যয় প্রকাশনী থেকে শ্রীমন্ত বসু এসেছিল। গজেন, আশাপূর্ণা, ইত্যাদির বই করেছে। ভালোই মনে হল। শৈব্যার কাছ থেকে এক বছর পরে চকমকি মন উদ্ধার করে এনেছি, তার সঙ্গে আরো গোটা কতক জুড়ে দিয়ে দেব। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের কথা বাজিয়ে দেখব নাকি?

একটা খারাপ খবর হল আমার বৌদি টুনু, যে আমার সঙ্গে ক-বার শান্তিনিকেতন গেছিল, সে হঠাৎ মারা গেছে। Massive heart attack। রবিবার তার শ্রাদ্ধের উপাসনা।

সে সব দুঃখের কথা থাক। রঞ্জনের এর মধ্যে শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা। সুবিধা হয়ে উঠছে না। বলছে গেলে যেন চিংড়ির কথা ভুলে না যাস্‌। পৌষে আমাদের সবার যাবার ইচ্ছা। তার আগে আসবি নাকি?

তোর জ্যাঠামশায়ের ঠিকানাটা দিস্‌। ওদের miss করি। যাবার আগে দেখা করে গেছিল দুজনে। কিসি খেয়ে বিদায় দিয়েছিলাম। পুরনো বন্ধুর মতো আছে কি?

চিঠি লিখিস্‌। ভালোবাসা নিস্‌।

ইতি তোর লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২৪

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
15. 11. 89

স্নেহের অন্তু,

আমাদের একটা কাজ করে দিবি? তোদের মিস্ত্রিকে ডেকে একবার আমাদের বাড়ির ছাদের ট্যাংকের ফাটল মেরামতের একটা estimate লিখে পাঠাবি? আমরা পৌষে যাব মনে করেছি, তার আগেই কাজটা হয়ে গেলে ভালো হত। এখন election নিয়ে সবাই হয়তো ব্যস্ত থাকবে; তোকেও কোনো ডিউটি দিয়েছে কি না কে জানে? একবার দেখ্ তো estimate টা যদি মোটামুটি বলে দেয়।

আমার কাছে তোর Toffee গল্পটার ইংরিজি Little Stories for Little People এক কপি রয়েছে দেখছি। সেটা কি কোথাও বেরিয়েছিল? খাসা হয়েছে।

আমরা মোটের ওপর ভালোই আছি। তবে আমার বৌদি টুনু (যে আমার সঙ্গে কয়েকবার ওখানে গেছিল) হঠাৎ massive heart attack এ মারা গেছে। আমার চেয়ে ৮/৯ বছরের ছোট ছিল। সোনারো শরীর খুব খারাপ। থাক সে কথা।

লেখার কাজে ব্যস্ত থাকি। পুরনো লেখা বাছাই করে রাখছি, বেশ ভালো ভালো কিছু বই হতে পারে। যদিও মিত্র ঘোষ ছাড়া পুরনো প্রকাশকরা অনেকেই উঠে গেছে, বা অকেজো হয়েছে। Indian associated আবার দাঁড়াতে পারবে মনে হয় না। বইগুলো তুলে নিচ্ছি। চিঠি দিয়েছি।

ঝুড়ি ঝুড়ি কথা জমে আছে, তোকে ছাড়া কাকে বলি? লতিকা কেমন আছে? চোখ সারল? যে কজন সমবয়সীর দেখা পাই তাদের অনেকেই হাজার বছর বয়সে পৌঁছে গেছে। কি করি? নিজেও তাদের শরীরের দিক থেকে ধরি-ধরি করছি। কাল হল কি, ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়েছি, পেছনে চেয়ার নেই জানি। কিন্তু কাগজ কলম নিয়ে ধপ করে সেই নেই-চেয়ারে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসতে গিয়ে শূন্যে বসে, পপাত ধরণী তলে!! এবং ব্যপদেশে সজোরে আঘাত। সুখের বিষয় স্থায়ী ক্ষতি হয়নি।

তোরা সকলে আমার ভালোবাসা নিস্। পৌষে দেখা হবে আর যদি তার আগে আসিস্ তবে আগেই। মোট কথা তোদের মিস্ত্রির estimateটা পাঠাস্।

ইতি

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২৫

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
20.11.89

স্নেহের অন্তু,

ট্যাংকিটা এখনকার মতো মেরামত হয়ে গেছে জেনে, কত যে নিশ্চিন্ত হলাম বলতে পারি না। আমরা ডিসেম্বরের ২০/২১ নাগাদ যাচ্ছি। তখন অবশ্যই দেখা হবে। তার আগে symposiumএ যদি আসিস্ কি যে ভালো হয় বলতে পারি না।

লোকে একটা বাজে কথা বলে যে ময়রারা মিষ্টি খায় না। খুব খায়। আমার দাঁতের ব্যামো হয়েছে। খুব কষ্ট পাচ্ছি। সম্ভবতঃ কাল দুটোকে নির্মূল করা হবে। আছাড় খাওয়ার পরিণাম! তবে তিন দিনেই নবদন্তশীলা হব। ভয় নেই।

যখন আসবি তোর সব জন্তুজানোয়ারের ও মানুষের খুদে গল্প ও সত্যি ঘটনাগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসিস্। একটু পরামর্শ করব।

আমি ছাড়া বাকিরা ভালোই আছে। তাদের একমাত্র খুঁৎই বলিস্ বা গুণই বলিস্, বড্ড খেতে ভালোবাসে। এসব লোক হইতে সাবধান! আগের চিঠিটাতে ট্যাংকির কথা stands cancelled!

ভালোবাসা নিস্। ইতি।
তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৯.৩.৯০

স্নেহের অন্তু,

রঞ্জনের ৬ই এপ্রিল শান্তিনিকেতন যাবার কথা আছে, এক বন্ধু সহ। তিন দিনের মেয়াদ। তোকে লিখতে বলছে যেন অবশ্যই দেখা করিস্। তুই কবে কলকাতা আসবি ওকে বলে দিস্। তোর ঘাড় ভেঙে চিংড়ি খাবে বলছিল। তুই কলকাতায় এলে।

আজ তোর চিঠি পেলাম। আমার গল্পের TV serial দেখাতে বোধ হয় দেরি আছে। বাংলা ছোটদের ছবি ওরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে না।

৬জন আমার গল্পের script সহ apply করেছিল। তারপর ১$\frac{১}{২}$ বছর কেটেছে। এত দিনে (কিছু কড়া চিঠি দেবার পর) কিছু ফল পাওয়া যাচ্ছে। নাকি ৬০০ স্ক্রিপ্ট জমা পড়েছিল। দেড় বছরে তার ১৬০টি দেখা হয়েছে। তার মধ্যে unifocus এর আমার দুটি আছে। গুজব শুনছি সেগুলি হবে। তার আগে চেনা একজনরা এসে বলে গেছে ৬টা ছোট গল্পের serial এর ওরা অনুমোদন পেয়েছে। এপ্রিলের মধ্যেই আমার প্রাপ্য হাজার দশেক দিয়ে যাবে। না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

এরা তো বলছে আমার সব গল্পই অনুমোদিত হবে মনে হয়। তবে ঐ যা বললাম। আমি তো আর খোশামোদ করতে যাব না। দেখা যাক। আমি পূজার জন্য একটা গল্পও লিখিনি এখন পর্যন্ত। (১) সন্দেশকে তো দেবই । (২) নবকল্লোলের জন্য একটা ছোট উপন্যাস কাল শেষ করব। ওরা ছোটগল্প চাইলে, তার বদলে দেব। স্থানাভাব হলে, আর কাউকে দেব। আনন্দমেলা সম্ভবতঃ চাইবে না। (৩) শিশির একটা ছোট গল্পও চাইবে, ছোটদের জন্য। (৪) জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য একটা লিখতে হবে। (৫) আনন্দবাজার বোধ হয় চাইবে। (৬) আজকাল ও (৭) বর্তমানও চাইবে।

রাশি রাশি ভালো পুরনো লেখা ফাইল বন্দী হয়ে আছে। সেগুলি বাছাই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে প্রকাশকদের দেওয়া উচিত। একা পেরে উঠি না। যদিও কয়েকজন ছাড়া, বাকি সব টাকাকড়ি দিচ্ছে না।

তোর সেই গল্পগুলো শিশু সাহিত্য সংসদকে দেব? ওরা সুন্দর করে বের করবে, কিন্তু 10% royaltyর অর্ধেক লেখক = 5% আর artistকে 5% দেয়। আমার বেড়ালের বই ওদের দিচ্ছি। Select লেখক ছাড়া ওরা নেয় না। তুই এলে কথা হবে।

ভালোবাসা নিস্।
তো: লীলাদি।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২৭

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
10.4.90

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি ও লেখা পেলাম। খাসা হয়েছে গল্পটা খালি 'টোপ' নামটাতে আগের থেকেই চমক্‌টার জানান দেয়। ওটি বদলাতে হবে। আমি ভেবেচিন্তে নাম বদলালে নিশ্চয় তোর আপত্তি হবে না। দেবজ্যোতিকে লিখছি সংসদকে আমার "বেড়ালের বই" আর তোর ঐ বাছাই গল্পের সংগ্রহটা নিয়ে যেতে। শিশিরের বহুদিন সাক্ষাৎ নেই। লেখা কিছু জমা আছে আর নিতে আসেনি। নবকল্লোলের শারদীয়ার জন্য উপন্যাস রেখেছি না নিলে, আর কাউকে দেব। ওখানে ওর peculiar পদ। খাটায় খুব, কিন্তু নিজের দায়িত্বে নাকি কিছু করতে পারে না।

এখনো ঐ একটা ছোট উপন্যাস ছাড়া পুজোর লেখায় হাত দিইনি। এবার দেব। অনেক প্রকাশককে চিঠি দিতে হবে নইলে আর পারা যাচ্ছে না। আমি এখন কোথাও যাচ্ছি না, আসিস্ নিশ্চয়।

ভালোবাসা নিস্ সকলে।
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৯.৪.৯০

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম। খোকনের কাছে গল্পও শুনেছিলাম। তোর সন্দেশের গল্প ভালো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। নামটা বদলে নিনিকে জানিয়ে দেব। আমি নিজে এখন অবধি একটাও পূজোর গল্প লিখিনি। 'আজকাল' কিশোরদের উপন্যাস চেয়েছে, ওরা 'সকাল' বলে ছোটদের বার্ষিকী করবে। পূর্ণেন্দু পত্রী সম্পাদক। বড়দের জন্যেও বড় গল্প চেয়েছিল। ছোট গল্প দেব বলেছি। সন্দেশেও, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞানে, শুকতারাতে, নবকল্লোলে ছোট গল্প দেব। 'কলকাতা' উপন্যাস পায়। যদি July ১৫ই দিলে চলে তো রাজি হব। তার আগে নয়। শিশির এসেছিল। ভালোই আছে। এখনো বলছে দুনিয়াতে প্রায় সব্বাই খারাপ। বিশেষতঃ আমি যাদের পছন্দ করি। তবে মনে হয় ওর মতে আমি perfect না হলেও, মন্দ নই! তোর কথা এবার জিজ্ঞাসা করব। অজিত কর আমার ৬টা গল্প film করছে। ওরা এমন বিকট script করেছিল যে নিজেই আমাকে দিয়ে গেছে। বলেছি script writers fee কিন্তু দিতে হবে। যা বলছি তাতে রাজি। ব্যবহার খুব ভালো। এই scriptগুলো করে দিয়ে পূজোর লেখা নিয়ে পড়ব। 15th May to 15th July. ভালোবাসা নিস্ সকলে।

তো: লীলাদি
(লীলা মজুমদার)



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২৯

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২০.৬.৯০

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম এক্ষুণি। ভগবানের ওপর আমার বলার কিছু নেই। আমি তাকে আমার নিজের ২৩ বছর বয়স থেকে দেখেছি। এখন আমার ৮২। তার হয়তো ৭৭/৭৮ হয়েছিল। অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল, ওর মাকেও যেমন হয়েছিল। শ্রীনিকেতনে গিয়ে তাঁর বাড়িতেও কতবার খবর না দিয়ে গিয়ে আতিথ্য পেয়েছি। একটা film এর মতো ঘটনার পর ঘটনা চোখের সামনে দিয়ে দেখা দেয়। আমার পিস্তুতো বোন সোনাকে তো বহু বার দেখেছিস, সে বড় শোচনীয় ভাবে সম্প্রতি মারা গেছে। তোর মায়ের কাছাকাছি বয়স ছিল। তবু বলব এ জীবন সুন্দর। তোর আগের গল্পের গোছাটাও খুঁজে পেয়েছি। সংসদের দেবজ্যোতির সঙ্গে কথাও বলেছি। আমার এক গোছা গল্পের সঙ্গে ও দুটোর একটাকে দেব ভেবেছি। পড়ে দেখব কোনটা বেশি ভালো হবে। অন্যটা আর কাউকে দেব। বাদল treatment নিতে দাক্ষিণাত্যে গেছে। এলেই আসবে বলেছে তখন তোর কথাও বলব। ভালোবাসা নিস্ সকলে।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
৮ই জুলাই ১৯৯০

স্নেহের অন্তু,

রঞ্জন যাচ্ছে ১৭ই, শুক্রবার, ভোরের ট্রেণে। ফিরবে ১৯এ রবিবার শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে। তুই অতি অবশ্য ওর সঙ্গে ১৭ই-ই দেখা করিস্। নইলে বড় একা পড়বে। স্বপনকেও লিখব। তবে ওর দেখা পাবে কি না অন্য কাজে সে পড়বে জানি না। খাজনার কাজ করে দেবে জানিয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়েছি।

তোর সেই পুরস্কৃত লেখাটাই সংসদকে দেব। বলে রেখেছি। আমারো দুটো বই দেব। টাকাকড়ি কম দিলেও খাসা বই করে। তোর অন্য সংগ্রহটা আর কাউকে দেব। আমার ৬টা ছোট গল্প দিয়ে অজিত কর সিরিজ করছে। approved হয়ে গেছে, কাজ হচ্ছে। এই আরো ১১টা গল্পের series চাইছে। বাছাই করছি। এগুলো 2nd channel এ যাবে। 1st channel এ কিছু মাতব্বরি দরকার। দেখি কি হয়। আমি ১৭ই যেতে পারছি না, কারণ এ-মুখার্জিকে কথা দিয়ে রেখেছি রাজভবনে শিশুদিবসে পুরস্কার বিতরণে উপস্থিত থাকব। ঐ দিনেই পড়েছে।

আনন্দমেলার সাধারণ সংখ্যার জন্য দুই কিস্তিতে বেরুবে এমন উপন্যাস চেয়েছে। জমজমাট দুষ্কৃতকারীর গল্প আজ শেষ করলাম। ওদের মনে ধরলে হয়। তবে নীরেন নেই, ভালোমন্দর বিচার নেই। যা দেব ছেপে দেবে সাধনা।

স্বপ্না স-কন্যা বিলেত গেছে। বরুণের ছুটি শেষ, সে-ও গেছে। আবার কবে দেখা হবে জানি না। ভালোবাসা নিস্ সকলে।

লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩১

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৩.৭.৯০

স্নেহের অন্তু,

আশা করি সকলে ভালো আছিস্। পরিষদের বার্ষিক উৎসব ভালো ভাবে হয়ে গেল। সেরা পুরস্কার ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক, মহাশ্বেতা আর গৌরী ধর্মপাল পেল, ৮৯ আর ৯০ সালের, তোর নামও নির্বাচিত হয়ে আছে দেখলাম। মনে হয় আসছে বছর দেবে। ক্ষিতীন চলে যাওয়াতে সব অনিশ্চিত, কিন্তু পরিষৎ উঠে যাবে না। সলিল লাহিড়ি শক্ত হাতে ধরে আছে। নিজেদের একটা ঘর বাড়ি দরকার। ঢাকুরিয়ার দিকে সরকার দিতে চাইছে। মনে হয় যা দেবে নিয়ে নেওয়া উচিত। তিনকোনা পার্কে দেবে বলেও দিল না। অন্য সংস্থার চমৎকার বাড়ি হয়েছে। আমার পুজোর লেখা শেষ হল। ক্ষিতীনের বিষয় আকাদেমির আর যুব-মানসের জন্যে লিখেছি। আনন্দমেলা একটা ছোটদের উপন্যাস চেয়ে রেখেছে, দুই কিস্তিতে ছাপবে। ওদের কর্মীদের কারো কারো ওপর রাগ করলেও, কর্মপদ্ধতি বড় ভালো। এই সব কাজ ১৫ই আগস্টের মধ্যে সারতে হবে। আকাদেমিরটা ছাড়া। তবু নাতি ৪ঠা বিলেত ফিরে গেলে, একবার শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা। স্বপনকে লিখেছি যদি খাজনার positionটা জানায়। চিঠি পেল কি না জেনে দিতে পারবি? সকলকে ভালোবাসা দিস্।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৯.৮.৯০

স্নেহের অন্তু,

তোর ২৫/৮ এর চিঠি পেলাম। সংসদের দেবজ্যোতি দত্ত নিজে এসে তোর গল্পগুলো আর আমার মহাভারতের গল্প নিয়ে গেছে। পরে আবার 'বেড়ালের বই' নিতে আসবে। অন্য বইটার কথাও জিজ্ঞাসা করব। দুটি সংগ্রহ আলাদা তো? নাকি common কিছু আছে? একবার তুই এলে আমার ভালো লাগবে। মহালয়ার আগের দিন আমাকে তিনকোণো পার্কের নতুন বাড়িতে শরৎস্মৃতি-পুরস্কার দেবে আর মহালয়ার পর দিন শিশির মঞ্চে বিভূতিভূষণস্মৃতি-পুরস্কার দেবে। তুই থাকলে আমার ভালো লাগবে। Statesmanএ আমার Cal. 300 seriesএ বাংলা শিশুসাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ পড়লি? আমি পৌষে যাব স্থির করেছি, কেমলিরা গেলে ওদের সঙ্গে; ওরা বেনারসে মোনার কাছে গেলে, রঞ্জনকে পটিয়ে ট্যাংকটা কবে করানো উচিত? বেশ তো, তোর কাজের লোক-ই করে দেবে এবং যে-ভাবে করা উচিত সেইভাবে। তা হাজার দুই পড়লে দেওয়া যাবে। বাদল আসেনি। সাধনা মুখোপাধ্যায়ের হাতে গল্পসংগ্রহটা পাঠিয়েছি। ওর স্বামী আনন্দ পাবলিশার্সে কাজ করে। সানন্দায় প্রকাশিত ঠাকুমার ঠিকুজিও দেব। Operation Black Boardএর কেবলমাত্র হট্টমালার দেশের টাকা প্রকাশক 'অন্যধারা' দিয়ে গেছে। ওরা আমার এবারে পুজোয় প্রকাশিতব্য দুটি ছোটদের উপন্যাস দিয়ে বই করে জানুয়ারির বই মেলায় ছাড়বে। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এ বছর কলকাতায় বসবে। আমি মূল সভাপতি! ভাষণ তৈরি করছি। তুই এলে উপভোগ করতিস্। লক্ষ্মীপুজোর পরেই হবে। রবীন্দ্র সদনে। বুঝতেই পারছিস্ নিজেকে কাজে ডুবিয়ে রাখি। নইলে বেঁচে কি লাভ?

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩৩

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
8.9.90

স্নেহের অন্তু,

পরশু সংসদ থেকে দেবজ্যোতির স্ত্রী চন্দনা এসে বলল, তোমার গল্পগুলি খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু ওরা দুটি বই করতে চায়। একটিতে শুধু হাতির গল্প থাকবে, অন্যটিতে অন্যান্য জানোয়ার। একেকটাতে আরো চারটে করে ছোট গল্প থাকবে। তার মানে তোকে চারটে + চারটে গল্প পত্রপাঠ লিখতে হবে। চমৎকার ছবি, মলাট, get up দেবে। আমার 'জানোয়ার' বইটার জন্যেও আরো চারটে গল্প দিতে হচ্ছে। যত শীঘ্র পারিস্ করিস্। পুজোর মধ্যে আসবি না? মহালয়ার আগের দিন ও পরের দিন আমাকে শরৎ-স্মৃতি ও বিভূতিভূষণ পুরস্কার দিচ্ছে। দেখবি না? নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কলকাতায় হচ্ছে লক্ষ্মীপূজো আর কালীপূজোর মাঝে। তবে ১০০্ টাকা দিয়ে আগের থেকে সদস্য হতে হয়। কিছু বলতে ডাকলে আসিস্। সে যাই হক। এই P.C.টাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিস্। ভালোবাসা নে।

তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩৪

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
12.3.91

স্নেহের অন্তু,

তোর চিঠি পেলাম। একবার এসে দেখা করলেই বুঝবি আমার পক্ষে সব কাজ সামলে ওঠা কত অসম্ভব। চলাফেরা তো অতি সীমায়িত। মাঝেমাঝে, আমাদের নিচু মারুতি চাপিয়ে রঞ্জন দিদির বাড়ি নিয়ে যায়। সিঁড়ি ভাঙার বালাই থাকে না। তুই কিন্তু লেখা চালিয়ে যাবি। তোর মধ্যে যা পাই, আর কারো মধ্যে তা নেই। প্রকাশক পেতে সাহায্য করব। ঐ সব চুটকি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো হল গিয়ে সেরা রম্যরচনা। তাছাড়া তোর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প অতুলনীয়। সাহিত্যধারা, সাহিত্যপত্র, এরা ভালো লোক। নিউ স্ক্রিপ্টের সঙ্গে একবার কথা বলে যাস্। ওরা প্রকাশনার খরচের বিষয় কিছু রফা করে খুব ভালো ছাপছে। মিনির সঙ্গে কথা বলতে পারিস্।

আমার ওখানে যাবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। Level ground এ হাঁটতে পারি, নিচু ধাপ ২/৩টে উঠতে পারি কেউ ধরলে। কিন্তু ট্রেণের সিঁড়ি পারব না। মোটরে বড্ড সময় লাগে। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। মন খারাপ লাগে পুরনো বন্ধুরা একে একে চলে যাচ্ছে। এবার তোদের হাল ধরার পালা। নতুন করে গড়ে তোলার সময় এসেছে আর তোর সে ক্ষমতা আছে।

আমার বহু অপ্রকাশিত লেখা পড়ে আছে। কি করব ভাবছি। বংশধরদের এদিকে মন নেই। এক মোনার আছে। তারাও বোধহয় অন্যত্র বদলি হয়ে যাচ্ছে। ভালোবাসা নিস্।

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩৫

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
21.7.91

স্নেহের অন্তু,

পত্রপাঠ তোর সব চিঠির জবাব দিই। দেরি করার উপায় নেই। তাহলেই ভুলে যাব। হয়তো লোভী লোকরা চুরি করে! রঞ্জন তো পিনাকীকে বলে দিয়েছিল যে ঐ ভাবে tank এর ভিতর lining দিয়ে সারাতে। কত খরচ লাগবে পত্রপাঠ জানালেই পাঠিয়ে দেব। চেক্ না ক্যাশ?

না, মোটেই সব লেখা হয়নি। অর্ধেক বাকি। সন্দেশেরি বড় গল্পের সবে খসড়া করছি। আরো গোটা ৬ দিতে হবে। আজকালের ছোটদের কাগজ 'সকালের' জন্য মাসে দুটো কথিকা দেবার কথা হয়েছে ৮০০ শব্দের each! এছাড়া নবকল্লোলকে একটা মাসে দিতে হয়। তিন মাস আগাম করে। আপাততঃ দেওয়া হয়নি বলে চোখে মুখে পথ দেখছি না। কোনো প্রতিযোগিতার খবর রাখি না। অনেক করেছি, আর নয়। যেটুকু পারি লিখে যাচ্ছি। ট্যাংকটা অবশ্য করণীয়। রঞ্জন কাজ ছেড়ে নড়তে পারছে না। যাবে কি করে? তোর ছোট ভাই এক দিন গল্প করে গেল। নিজের কপালকে মেনে নিয়েছে। এই তো পৌরুষ! তুই সময় পেলেই আসিস্। আমাদের গাছে কি আম কাঁঠাল হয় না আজকাল? মালি তো কিছু দেয় না। আমি বাড়িতে চলে ফিরে বেড়াই। বেরোই না। artificial joint-টা কেমন stiff হয়ে যায় থেকে থেকে। ব্যথা লাগে। তবে এই যথেষ্ট। ভালোবাসা নিস্।

তোঃ লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩৬

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
2.8.91

স্নেহের অন্তু,

Vostok থেকে তোকে গল্পের জন্য চিঠি লিখবে। ঝপ্ করে সোজা পাঠাস্ না। আমার নাম করলেও না। গোটা দুই recommendationএর চিঠি দেখাতে লিখিস্। চেনা লোকের চিঠি না পেলে তুই লেখা দিস্ না বলিস্। Vostok ভালো হতে পারে; এরা genuine কি না জানিস্ না। আমিও জানি না। মনে হল ভালো party। বড় গল্প চায়, নিজে নিয়ে আয়। আমার কাছে রেখে যেতে পারিস্। অমৃতবাজারে এই ছেলে কাজ করে বলল। আমি একবার ঠকেছি বলে সাবধান হয়ে গেছি। একটু খোঁজ খবর নিয়ে তবে বই করার ভার দিস্। একটা বই দেখাল, খুব ভালো production। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে তবে পাণ্ডুলিপি দিতে হয়। চিঠিপত্র certificate নিয়ে ওখানে যেতে রাজি আছে। তাই বলে দিস্। আমি পঙ্গু, কিছু করতে পারি না। নিশ্চিন্ত হয়ে তবে দেব। adv. দেবে।

লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩৭

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19.
19.8.91

স্নেহের অন্তু,

অত চিঠিপত্র লেখালেখি করার আমার ক্ষমতাও নেই আর সময়ও নেই। Vostok আমার শুকতারার পূজার বড় গল্পটা ছাপছে। Contract এবং advance যথারীতি করবার পর। ওরা বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনে-জঙ্গলে' চমৎকার করে ছেপেছে। বইটা আমাকে দিয়ে গেছে।

রঞ্জন বলছিল রুষ কোম্পানি হলে, বই না দেওয়াই ভালো। কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে ঐ নাম শুনে রুষ মনে হলেও, ওদের বাঙ্গালী কোম্পানি। আগে ওরা রুষ বইয়ের sales rep. ছিল, তখন থেকেই ঐ নাম। Adventuure এর গল্পই চায়, teen-agerদের জন্য। তোর গল্প পেলে খুশি হয়। সব বুঝতে পারবি। তোকে contact করতে বলব। যেতেও রাজি আছে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ হলে বলে দেব।

সংসদের সে অবস্থা নেই। পুরস্কার ইত্যাদি বন্ধ করেছে। উল্টে মহেন্দ্রবাবুর নামেই পরিষদ থেকে পুরস্কার দেবার কথা হয়েছে। তবু বলব ওরা পুরনো গল্প ছেপে ভালো কাজ করে। Vostok বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলে, তবে গল্প দিস্।

ভালোবাসা নিস্।
লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলা মজুমদারের পত্রসংকলন

# রেবন্ত গোস্বামীকে লেখা

রচনাকাল ১৯৭৬-১৯৯৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
চৈত্র সংক্রান্তি

কল্যাণবরেষু,

ভাই, তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলাম। তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ভিক্ষা করি। দিনে দিনে বুঝি দেশের জন্য তোমাদের মতো আত্মনির্ভরশীল ও বিশ্বাসী লোকের কত দরকার। ইতি।

আ:
লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
৬.৫.৭৬

স্নেহের রেবন্ত,

তোমার ঐ ছড়াগুলি যদি মহেন্দ্রবাবু প্রকাশ করেন, তাহলে আমি খুব খুসি হই। তুমি ওগুলি নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা কর। ওঁর মতো সদাশয় মানুষ খুব বেশি নেই। তবে ওঁদের বোধ হয় একটা কমিটি আছে, তারা অনুমোদন করলে বই ছাপা হয়। নিজে গিয়ে দেখা কর। এই চিঠিটা পরিচয়-পত্রের কাজ করবে। কিম্বা আলাদা চিঠি নিয়ে যেতে পার। স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬
২৮.১০.৭৭

স্নেহের রেবন্ত,

কি বলব ভাই? নিজে দীর্ঘদিন বাইরে থাকি। এবার ১৫ই আগস্ট ফিরবার আগে সেখান থেকেই লিখেছিলাম ১৫-১৬ই একটা শেষ মিটিং ডাকতে। তা এরা ডাকলই না। আবার ৬ই নভেম্বর ২$\frac{১}{২}$ মাসের জন্য চলে যাচ্ছি। তোমার দেখা নেই দেখে খুবই আশ্চর্য এবং সবিশেষ শুনে মর্মাহত হয়েছি। যদি পার, তাহলে পত্রপাঠ ঐ গল্পটির কপি আমাকে দাও। আমি সন্দেশে দেবার চেষ্টা করব। অরু মিতু বড় ভালো লেখা। বাদল ভালো করেই ছাপবে। তবে দেরি হয়। কি আর করা। তোমার নীল পালকের বইটাও খুব মিষ্টি। সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি।
আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪

৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬
২৪.১০.৭৮

স্নেহের রেবন্ত,

তুমি আমার বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ নিও। তোমার পূজা সংখ্যার গল্পটির ডালপালা ছেঁটেও তার রূপ ছড়াচ্ছে। বই করবে যখন, সেটি যেন পূর্ণাঙ্গ হয়।

ইতি।
আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৯
১৯.৬.৮০

স্নেহের রেবন্ত,

আমার কাছে না এলে, আমি তোমাদের লেখা অনুমোদন করব না, এ-কথা যদি তুমি মনে করে থাক, তাহলে আমার ওপর অবিচার হবে। শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হওয়াতে 'আলোর ফুল্‌কি'র নির্বাচনে আমার হাত ছিল না। আমি মাঝখানের গোটা তিনেক মিটিং করেছি। বাছাই করেছে অন্য সদস্যরা। কিছু অদলবদল করেছি। দুটো-তিনটে লেখা ঢুকিয়েছি। বিশেষ কিছু করার সময় বা সুযোগ পাইনি। পেলে, অবনীন্দ্রনাথের বইয়ের নাম চুরি না করে, নতুন নাম দিতাম। বাদলের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয় বলব। তবেও একদিন নিজেই বলছিল রাশি রাশি বই নির্বাচিত হয়ে পড়ে আছে। ক্রমে ক্রমে ছাপা হচ্ছে, তাই দেরি হচ্ছে। মনে হয় তার মধ্যে তোমার বইও আছে। অরু-মিতু তো চমৎকার বই। আমরা ২০ জুলাই নাগাদ আবার শান্তিনিকেতনে চলে যাব। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি।
আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Calcutta 700019
16.7.80

স্নেহের রেবন্ত,

দেখ তো তোমার লীলাদিকে একটু সাহায্য করতে পার কি না। আমার নাতিদের জন্য একজন ভালো tutor দরকার, যে Eng. medium school এর Indian school cert. এর নিয়মে coach করতে পারবে। বিশেষ করে Physics, Chem, maths এ। বড়জন Cl. IX এ, তারি বেশি দরকার, খুব backward। ছোট Cl. V এ, তার অংক বাংলা একটু দেখে দিতে হবে। সপ্তাহে ৫ দিন, রোজ ঘণ্টা দুই। মাসে শ চারেক দিতে পারি, ভালো লোককে। ছেলেরা ভারি লক্ষ্মী। ওদের মা ইংরেজ। বিলেতে থাকে। কাজেই একটু সৎ ও দয়ামায়া সম্পন্ন লোক চাই। কোনো Eng. med. স্কুলের retired টিচার হলে সবচেয়ে ভালো। নয়তো কমবয়সী হলেও চলবে, তবে ছেলেছোকরা বা ছাত্র হলে হবে না। আমি ২৭ জুলাই ওকে নিয়ে চলে যাব, তার আগে এটা ঠিক করতে চাই। স্নেহাশীর্বাদ নিও।

লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
১৩.৯.৮০

স্নেহের রেবন্ত,

তোমাদের অনেকের চিঠি পেয়ে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারি না। আমি ভালোই আছি কিন্তু ডা. মজুমদারের ২রা সেপ্টেম্বর করনারি অ্যাটাক্ হয়েছিল। ক-দিন তাই নিয়ে দৌড়োদৌড়ি, ট্রাংক-কল্‌ক, ওষুধপত্র, অক্সিজেন, চলল। এখন ক্রমে সেরে উঠছেন। চেয়ারে বসেছেন, ভাত খেয়েছেন। আমার পুজোর লেখা সব বন্ধ। উনি ভালো হলে আবার কলম ধরব। আমার ছেলেমেয়ে ফিরে গেছে। ভাই-ভাজ আছে। তারা গেলে ছোট বোন এসে থাকবে। মদন বড় ভালো ছেলে। নাতিদের নিয়মিত পড়াচ্ছে। ওদের response-ও পাবে একটু একটু করে এই আশায় আছি। তোমরা আমার ভালোবাসা নিও।

ইতি।
আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
৩১.১০.৮০

স্নেহের রেবন্ত,

তোমরা সকলে আমাদের আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ নিও। পুরস্কার নিলাম, অথচ যারা সচেয়ে খুশি হল, তাদের কাউকে বলা হল না। এ দুঃখ কোথায় রাখি। ভেবেছিলাম সকলের হাসি মুখ দেখে ফিরব। সে আর হল না। ডা. মজুমদারের ২ মাস আগে একটা coronary attack হয়েছিল। এখন ক্রমে সেরে উঠছেন, কিন্তু আগেকার শক্তি ফিরে পাচ্ছেন না। আমিও মনে জোর পাচ্ছি না। তার ওপর গত ২৪ অক্টোবর আমার প্রায় সমবয়সী দাদা একটা street accident এর ফলে S.S.K.M হাসপাতালে মারা গেল। রবিবার তার শেষ কাজ। ওঁকে ফেলে আমি যেতেও পারিব না। এই রকম সুখেদুঃখে মিলিয়েই জীবন। তবু কাজ নিয়ে থাকলে মনে বল পাই। পৌষে সন্দেশের স্টল্ করা হবে, তাই নিয়ে জল্পনাকল্পনা করছি, আমাতে আর অজেয়তে। তোমরা সবাই দেখতে এলে খুব ভালো লাগবে। ভালোবাসা নিও।

আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
১৬.২.৮১

স্নেহের রেবন্ত,

এবার কলকাতা গিয়েছিলাম নিজের একটা medical check-up করাবার আর গুরুতর ভাবে অসুস্থ ছোট ভাইকে দেখে আসার জন্য। সুখের বিষয় আমার report-ও মোটের ওপর ভালো আর ভাই একটু একটু করে সেরে উঠছে। ৮ তারিখ ১১টায় পৌঁছলাম, বিকেলে কিছু পারিবারিক কর্তব্য ছিল। ৯ তারিখ সকালে চৌরঙ্গীতে ২ ঘণ্টা, বেলা ৪টায় বই-মেলা, ৭টায় অন্য কাজ। ১০ তারিখ ডাক্তার বদ্যি। ১১ তারিখও তাই। ১২ তারিখ ভোরে ফিরে এলাম। কারো সঙ্গে দেখা করা হল না। তুমি ভুল ঠিকানা দিয়েছ, ১১.২ এর চিঠি ১৬.২ তে পৌঁছেছে। তবে ভালো সময় এসেছে। আমি পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের একটা সম্ভাব্য খসড়া তৈরি করছি। তাতে তোমার উৎকৃষ্ট suggestionটিও দিয়ে দিচ্ছি। এর আগে শৈলকে, শিশিরকে কাজের লোক ঠাউরে খসড়ার কপি পাঠিয়েছিলাম। ওরা পায়নি। তোমাকে বিচার-সমিতির সদস্য করেছে, খুব খুসি হয়েছি। আমার মতে তোমার চেয়েও যোগ্য লোক কেউ নেই। ন্যায় বিচার হবে নিঃসন্দেহ। আমরা এ-বছর ১লা বৈশাখের মধ্যে যেতে পারব না। যেতে যেতে ২০ এপ্রিল হবে। তাই বার্ষিক উৎসবটাও মে মাসের শেষার্ধে করতে বলছি। আমার ভালোবাসা নিও।

ইতি
আ: লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা
২১.৫.৮১

স্নেহের রেবন্ত,

পাড়ায় পাড়ায়, মাঠে ময়দানে, ক্লাবে স্কুলে, ছোটদের অভিনয়, গান, নাচ, আবৃত্তি, প্রতিযোগিতা যথেষ্ট হয় না কি? একমাত্র আমাদের পরিষদে শিশু সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। করেন শিশু সাহিত্যিকরা। কিম্বা শিশু সাহিত্যের সঙ্গে যাঁরা জড়িত। আর কোথাও হয় না। আমাদের পরিষদ হল ছোটদের সাহিত্যে আগ্রহী বড়দের ব্যাপার। একটা কবি-সম্মেলন হচ্ছেই। আলোচনাটা ছোটদের বইয়ের জন্য ছবি-আঁকার সমস্যা নিয়ে হয়, এই আমার ইচ্ছে ছিল। বলেওছিলাম। ওঁদের বোধ হয় পছন্দ হয়নি। রাধারানী দেবীকে দুবার সম্বর্ধনার কথাই ওঠে না। ভুবনেশ্বরী পদকের কথা জানি না। আমি দূরে থাকি, এসব ব্যাপারে suggestions দিয়েছি, আর নাক গলাব না। তোমার ঐ আনন্দমেলার ব্যাপারেও তাই আমার উপদেশ তাঁরা কেন শুনবেন? আমি তো বাইরের লোকের উপদেশ শুনি না। ওতে নিজের মান থাকে না। ক্ষিতীনরা যদি কিছু ভুলে যায়, তুমি সদস্য হিসাবে suggest করবে না-ই বা কেন?

দেখা হলে কথা হবে। স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
১১.১১.৮২

স্নেহের রেবন্ত,

তোমার চিঠিখানি এত উপভোগ করেছি যে ভেবেছিলাম লম্বা উত্তর দেব। এখন দেখছি তা হলে মেলা দেরি হবে; তাই এই ১ম কিস্তি। তোমার সেই স্মৃতিমূলক লেখাটি অপূর্ব হয়েছে। আমি সেইরকম নোট-ও দিয়েছি। তুমি নিনির কাছে খোঁজ কর। এসব লেখা ছোট-বড় করতে হয় না। মন থেকে যেমন বেরোয় সেই ওর যোগ্য মাপ। আমিও মহানগরের আপিস থেকে গুজব শুনেছি জানুয়ারি থেকে সবজান্তা বেরুবে। মনে হয় সত্যিই বেরুবে। নইলে দল বেঁধে ওদের আপিসে যেতে হবে। ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা দেখতে যখন যাব। বোঝাপড়া দরকার। এখানে খুব শীত পড়েছে, বিষ্টি হচ্ছে। আমরা মোটের ওপর ভালো আছি। অন্য সব কাজ গুটিয়ে, আমি এবার 'বাংলার শিশুসাহিত্য ১৯১৮-১৯৮২' নিয়ে পড়ব। অজেয় আর অনাথনাথ দাশ আমাকে সাহায্য করবে। একার কম্ম নয়। স্নেহাশীর্বাদ নিও। পৌষে একবার এসো না কেন?

ইতি
আ: লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২৭.১০.৮৩

স্নেহের রেবন্ত,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম। তোমরা সকলেও আমাদের আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ নিও। ওঁর শরীর এখন একটু ভালো। সব সময় খুব সাবধানে রাখি। মানিকের কথা আর কি বলব। ভগবান ওকে সারিয়ে তুলবেন। কিন্তু আর অত লাফঝাঁপ যেন না করে। সন্দেশের কাগজ দেখে দেওয়া, চিঠি লিখে দেওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি। মনে হয় যুগ্ম-সম্পাদক থাকা উচিত নয়। নিনিকে লিখেওছিলাম, ওর উত্তরে সে-কথা সম্পূর্ণ ignore করেছিল। এখন তোমাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য কয়েকজনকে ক্রমে তৈরি হতে হবে। শিশুসাহিত্য পরিষদকে জাগিয়ে রাখতে কয়েক বছর অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি উপস্থিত না থাকলে সবাই যদি ঘুমিয়ে পড়ে, সাড়ে সাত পয়সার বার্ষিক হিসেব পর্যন্ত তৈরি না হয়, তাহলে একে বাঁচিয়ে কি হবে? অথচ শিশুসাহিত্যিকদের আর কোনো সংস্থা নেই!! সব থেকে দূরে সরে গেছি, আমিও উদাসীন হবার চেষ্টা করছি। ভালোবাসা নিও।

ইতি

আ: লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
13.6.91

স্নেহের রেবন্ত,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম। চান্দ্রেয়ীকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ দিও। বল, অকারণে কখনো কাউকে দুঃখ যেন না দেয়। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে কখনো যেন রফা না করে। এই হল আমার সারা জীবন ধরে লাভ করা পরম শিক্ষা।

পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে বাড়ি থেকে বেরোই না। জোড়াতালি দিয়েও সমান জমি ছাড়া হাঁটতে পারি না। ব্যথায় কষ্ট পাই কিঞ্চিৎ। তবু এই আমার যথেষ্ট। লেখাপড়া করি।

ভালোবাসা নিও সকলে।

AMARBOI.COM

আঃ
লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৪

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
13.10.92

স্নেহের রেবন্ত,

শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে চোখের ব্যবস্থা হয়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। আমিও ফাটা মাথা আর stainless steel এর ball & socket joint নিয়ে ৮৪ বছর বয়সেও চালিয়ে যাচ্ছি। মানিকের অভাব মেনে নিয়ে, অশোকানন্দকে হারিয়ে, আমরা যথাসাধ্য চালিয়ে যাচ্ছি। তবে সুজয় একটা খ্যাপা, ওকে নিয়ে মাথা ঘামাই না। খেয়াল বশে চলে। সন্দীপ সম্বন্ধে তোমার জল্পনা ভিত্তিহীন। সন্দেশ একটা Limited Co., আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি নয়। সন্দীপের সানন্দ সহযোগিতা পেলেও ওকে কাজের ভার দেবার অধিকার আমাদের কারো নেই। ওর যতই ভালোবাসা থাকুক, সাহিত্যিক experience নেই, ও লেখক নয়। কিন্তু পরিচালক তো বটে। আমরা ওর হাতে কিছু তুলে দিতে পারি না, Limited Co. তাদের বার্ষিক অধিবেশনে সব স্থির করবেন। যোগ্যতর গুণী লেখকও কিছু আছেন, গোড়া থেকে পত্রিকার সেবা করে আসছেন। Committee থেকে সব স্থির হবে। আমার ৮৪, নিনির ৭৬ বয়স, উত্তরাধিকারী তৈরি করে রাখতে তো হবেই।

ভালোবাসা নিও সকলে।

আঃ লীলাদি
(লীলা মজুমদার)



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৫

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
20.7.93

স্নেহের রেবন্ত,

অনেক দিন পর আমার কাছে জমা নানান জনের পাণ্ডুলিপি দেখার মতো শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খানিকটা ফিরে পেয়েছি। কাগজ পত্রের মধ্যে তোমার লেখা একটা ছড়ার খাতা পেলাম। তার নাম দিয়েছ "ময়ূরপঙ্খী নাও"। নামও খাসা আর লেখা তো অপূর্ব। এ রচনার বই হয়ে বেরুনো নিতান্ত দরকার। ছোট ছোট মজার মজার ছবি দিয়ে বের করলে, এর জুড়ি মেলা দায় হবে।

এটা কি বেরিয়েছে? কাউকে দিয়েছ? যে কোনো দিন বিকেলে ৫-৭টার মধ্যে (বা সকালে ৯-১১টা) কাউকে পাঠিয়ে বা নিজে এসে নিয়ে যেও। এমন চমৎকার জিনিস আমার কাছে অযত্নে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে ভাবলেও নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। বয়স হয়েছে ৮৫। গত ৫ বছর লড়াই করে খানিকটা সুস্থ হয়েছি। স্নেহাশীর্বাদ নিও।

লীলাদি
(লীলা মজুমদার)

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৬

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
30.10.93

স্নেহের রেবন্ত,

তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। ভগবান তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন। ভালোবাসা নিও।

লীলাদি

(Lila Majumdar)

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৭

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
15.12.93

স্নেহের রেবন্ত,

এ বয়সে এবং এই শরীর নিয়ে আর বাড়তি কাজের ইচ্ছা থাকলেও সাধ্য নেই। তা ছাড়া প্রকাশালয়টা সন্দেশের নয়, অশোকানন্দদের অর্থাৎ নিনির ছেলের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু ও সর্বদা সন্দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করে। সন্দেশের পক্ষ থেকে যে-সব গল্প পত্রিকায় ছাপা হয়, সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপাতে বাবুয়ার আপত্তি থাকবে মনে হয় না। তবে আর্থিক দিকটা বলতে পারছি না। তুমি গল্পগুলি বাছাই করে, কবে প্রকাশিত হয়েছিল জানিয়ে, বাবুয়ার সঙ্গে কথা বল। বাড়তি খাটুনি, প্রুফ দেখা, etc. তুমি করে দেবে বলবে।

খুবই ভালো তোমার গল্পগুলি। এই চিঠি বাবুয়াকে দেখিও। আমি যদি কিছু করতে পারি, নিশ্চয় করব।

AMARBOI.COM

ইতি
আঃ লীলাদি
লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৮

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
13.12.95

স্নেহের রেবন্ত,

তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগল। তোমার পর্যালোচনা আমার কাছে এলেই পড়ব। উপযাজক হয়ে পড়ব না। এই আমার নিয়ম। স্পষ্ট কিন্তু ভদ্র ভাষায় ও উদার চিত্তে আলোচ্য বিষয়ের ভালোমন্দ দিক তুলে ধরাই হল সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য। কোনো ব্যক্তিগত ভাবের যেন উৎপাত না ঘটে। আমি অবশ্যই তোমার পর্যালোচনা পড়ে দেখব। অন্যায় দেখলেই বলব। শুধু মতের অমিল হলে কিছু বলব না। নানা কারণে কিছুদিন পড়াশুনোয় পেছিয়ে ছিলাম। এখন ভালো আছি। স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি
তোঃ লীলাদি
(লীলা মজুমদার)

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৯

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
12.10.95

স্নেহের রেবন্ত,

তুমিও আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা নিও। আমি অনেক ভালো আছি। তবে ৮৭ বছর বয়স হল। বেরোই না।

ইতি
তোমাদের লীলাদি
লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২০

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
12.10.95

স্নেহের রেবন্ত,

তোমার P.C. পেলাম সে তো বুঝতেই পারছে। আমি এখন অনেক ভালো। সকালে লেখাপড়া করি। তবে ভাঙা হাড়গোড় নিয়ে, বাড়িতে চলাফেরা করলেও, কোথাও বেরোনো বারণ। কেউ বিকেলে (৫।টা থেকে ৭টা) এলে খুসি হই। স্নেহাশীর্বাদ নিও।

আঃ লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলা মজুমদারের পত্রসংকলন

প্রণব মুখোপাধ্যায়কে লেখা

রচনাকাল ১৯৮৩-১৯৮৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নেহের প্রণব,

তোমার চিঠি পেয়ে চক্ষুস্থির! এদিকে আমাদের ৫ই কলকাতা যাওয়া ঠিক। তার আগে XEROX করাতে হবে। তোমার খবর না পেয়ে, ধরেই নিয়েছিলাম সব ঠিক আছে। XEROX হয়ে কাল material গুলো এসেছে। মনে হয় কিছু বেশি material আছে, $\frac{১}{৪}$ মতো বাদ দেওয়া যাবে।

মানিক বা নিনি যদি আমাকে (পুরনো সন্দেশের) সেরা সন্দেশের কথা জানাত, তাহলে ভালো হত। তবে খুব একটা অসুবিধা হবে না। Clash এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না। প্রশ্ন উঠছে উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, সুকুমার, সুবিনয়, আর হয়তো সুখলতাকে নিয়ে। আর কেউ পুরনো সন্দেশের লেখক নয়। আমার কোনো গল্প তাতে থাকলে, তা-ও বাদ দেব। নেই বোধ হয়। কি গল্প নেওয়া হয়েছে, (যদি হয়ে থাকে) জানিও।

উপেন্দ্রকিশোর ইত্যাদির যা যা বেছেছি তার তালিকা দিলাম। তুমি মানিককে দেখিয়ে তার মধ্যে যেগুলি নতুন সেরা সন্দেশে যাবে সেগুলি কেটে দিও। আমরা ৫ই যাচ্ছি। বালিগঞ্জে থাকব। আমাকে listটা দেখালে, আমি প্রয়োজন মতো শুধরিয়ে নেব। আমার জন্য নতুন সেরা সন্দেশের কোনো ক্ষতি হতে পারে না, এটা ঠিক।

মানিকের নিজের লেখা বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকলে, তাও আমাকে বল। মানিককেও এ-বিষয়ে চিঠি লিখছি। এই সঙ্গে ওর যে লেখা বেছেছি, তার তালিকাও দিলাম।

অমিতানন্দ, সন্দীপ ('কং' টা কপি করিয়েছি, যদি দরকার হয়) কমলা চট্টোপাধ্যায় আর সুজয়ের যদি নেপোলিয়নের ঘটনাটা পাও, কপি করিও। (ট্রেণের বাতিতে মনের গল্প কপি করেছি, অন্যটা আরো ভালো। বাবুয়ার গল্প না পেলে একটা ভালো প্রবন্ধ কপি করিও। নিদেন আমাকে দিও, আমিই করে নেব। মানিককেও লিস্টি সহ চিঠি দিলাম। তুমি তার সঙ্গে কথা বলে এই লিস্ট সংশোধন করে রাখ। যাতে আমি গেলেই পাই। আমার বইটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্ব শুধু টাকা দিয়ে নয়, অন্য দিক দিয়েও। তাছাড়া XEROX ইঃতে অনেক খরচও করেছি। একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে। ও পিঠে তালিকা দেখ।

এই রচনাগুলি থেকে যা যা সেরা সন্দেশে যাচ্ছে, সেগুলো কেটে দাও। তার বদলে অন্য লেখা দেব। কাজটা আরো সহজ হবে, যদি সেরা সন্দেশের তালিকা দেখতে পাই।

আঃ লীলাদি

তালিকা

কুলদারঞ্জন— বেহদ্দ বোকা, কূয়োর ভূত, বীরভদ্র

উপেন্দ্রকিশোর— ছোট্ট রামায়ণের অংশ (পুরণো সন্দেশে যায়নি) সেকালের কথার অংশ (ঐ ঐ ঐ) শিবের বিয়ে; দুষ্ট বাঘ; বুদ্ধুর বাপ; শেয়াল রাজা; নৃগের পাপ; গুপিগাইন; বেচারাম কেনারাম; প্রার্থনা, রেলগাড়ির গান, গান, পাখির গান, সুখের চাকুরি।

সুখলতা— ডিমের ডালনা, যেমন কর্ম তেমনি ফল; বন্ধুর দান, আনন্দের দেশ, স্বর্গের দরজা, বাবনা ভূত, চাঁদমামা (মনে হচ্ছে এটা পরে লেখা) কাঁপুনি শিখতে হবে।

সুকুমার রায়— সত্যি; মহাভারতের আদিপর্ব, রাগের ওষুধ, ব্যাঙের রাজা, হেঁশোরাম, কালাচাঁদের ছবি, দাশুর কীর্তি, ফটোগ্রাফি (সন্দেশে বেরোয়নি) ভাবুক সভা (সন্দেশে বেরোয়নি) আবোল তাবোল, খিচুড়ি, চোর ধরা, বোম্বাগড়, দাঁড়ে দাঁড়ে, ভূতুড়ে খেলা, হুলোর গান, নোট বই, ভয় পেয়ো না, ট্যাশ গরু, আবোলতাবোল, খাই খাই, দাঁড়ের কবিতা, ও বাবা! বুঝবার ভুল! চালিয়াৎ; সবজান্তা; জগ্যিদাসের মামা।

সুবিনয়— শিম্পাঞ্জী ভায়ার চিঠি; আজব আরক; অমাবস্যার অন্ধকারে; সম্পাদকের সমস্যা; সাবধানী; নিরুদ্দেশ; নিরুদ্দেশ রহস্য।

সত্যজিৎ— মেছো গান, ব্যোমযাত্রীর ডায়রি (১), বঙ্কুবাবুর বন্ধু; বাতিক বাবু; হুণ্ডী-ঝুণ্ডী-শুণ্ডী; পটলবাবু ফিল্মস্টার।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২.৫.৮৩

স্নেহের প্রণব,

হঠাৎ হঠাৎ আস, এক ঝলক দখ্‌নে হাওয়ার মতো আমাদের মন ভরে দিয়ে চলে যাও। আবার এসো।

তার আগে দেখ তো আমার সেই রায় পরিবারের সাহিত্যকর্মের সংকলনের জন্য একটু কাজ করে দিতে পার কি না। বোধ হচ্ছে তুমি শুনে গেছিলে অনন্য প্রকাশনের হীরক রায় আমাকে ঐ বইয়ের সম্পাদনা করে দিতে বলেছে। সে আবার পঁচিশে বৈশাখে আসবে।

এদিকে কাজ আমার অনেকখানি এগিয়েছে। ২১ জন রায় পরিবারের ছেলেমেয়ে ও দৌহিত্রবংশীয় ছোট-বড় লেখক লেখিকা পেয়েছি। কিন্তু কয়েকটি লেখার নমুনায় আটকাচ্ছে।

(১) মানিকের ছেলে সন্দীপের ছেলেচিত্র বিষয়ে লেখা, কিং কং ছাড়া, আরো ভালো কি নিতে পারি, তার নাম, বছর, মাস, পৃষ্ঠা, সন্দেশ দেখে খুঁজে দাও। বার্ষিক সূচি দেখলেই হবে।

(২) আমার দাদা প্রভাতরঞ্জন রায়ের 'তুষার-মানবের সন্ধানে' (ধারাবাহিক) ছাড়া দু-একটা ছোট গল্প বেরিয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। একটা ছিল সরস শিকারের ব্যাপার কি ঐ রকম কিছু। ১৯৬১, ৬২, ৬৩, ৭১, ৭২, ৭৬, ৮৩ দেখেছি, পাইনি। তুমি একটু খুঁজে দেখ তো বার্ষিক সূচিতে।

(৩) আমার কোন গল্প তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল?

যত তাড়াতাড়ি পার, জানিও, ভাই।

এখানে একটু গরম পড়লেই ঝড়-বৃষ্টি হয়ে, আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আম প্রায় সবই পড়ে গেছে। সামান্য যা আছে তার পাকা দেখার আশা রাখছি। কাঁঠাল-ও হয়েছে।

'পাকদণ্ডী'র শেষ তিন অধ্যায়ে দাঁড় করিয়েছি। নিজেকে বড় বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। শেষ করলে খুশি হই।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কলেজ স্ট্রীট্' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার গল্প শেষ করেছি। এবার সন্দেশের 'আষাঢ়ে গল্প' শুরু হবে। গল্প কিম্বা নাটুকে কিছু। যাতে মন ভালো হয়।

আমাদের স্নেহাশীর্বাদ নিও। যখনি দেখি তখনি মন ভালো হয়, ভুলো না।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৬.৬.৮৩

স্নেহের প্রণব,

আমি আশা করেছিলাম তুমি আরেকবার আমার সঙ্গে দেখা করে, 'রায় পরিবারের সাহিত্যকর্ম' বিষয়ে আরো পাকা খবর সংগ্রহ করবে। কাল অশেষ চ্যাটার্জির চিঠি পেয়ে বুঝলাম তুমি পরিস্থিতিটা সম্যক্ উপলব্ধি করনি। ব্যাপারটা এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে এক কথায় তার নিষ্পত্তি হয় না। সে রকম বুঝলে আমি বই তুলে নেবার সিদ্ধান্তে এসেছি, এটা ঠিক। কিন্তু তাহলে (১) আমাকে কথার খেলাপ করতে হয়। (২) টাকা নিয়েছি, ভারি একটা ভুলবোঝার সৃষ্টি হয়। (৩) অনেক খেটেছি ও (৪) পরের টাকা খরচ করেছি; সব নষ্ট হয়।

অপর দিকে নিনির সঙ্গে ফোনে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। সে বলল, দুটি বই স্বচ্ছন্দে হতে পারে। মোটেই পরস্পরঘাতী হবে না, যদি বুঝেসুঝে নির্বাচন করা হয়। তাছাড়া মানিকের বই সন্দেশের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে হবার কথা। অর্থাৎ ১৯৮৫/৮৬ নাগাদ্। তার কোনো কাজ শুরুই হয়নি। এইধরনের যুক্তি আমিও মানিককে লিখেছিলাম। তার প্রতিক্রিয়া বিষয়ে জানি না।

হীরক এসেছিল। তাকে মোটামুটি পরিস্থিতি জানিয়েছি। আজ-কালের মধ্যে relevant লেখাগুলোর তালিকা নিয়ে সে মানিকের কাছে যাবে। মানিকের যাতে আপত্তি হবে, সেগুলো দাগ দিয়ে আমার কাছে দেবে। আমি বিবেচনা করে দেখব। মানিক দেখা না করলে, যা ভালো মনে হয় করব।

বাদলের সঙ্গে দেখা হতে সে আমাকে বলেছে যে 'অনন্য' হল নতুন সংস্থা, এখন তেমন সুনাম হয়নি, শেষটা আমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি ইত্যাদি। আগেই আমার অর্ধেক ফী এবং XEROX এর ৪২৫ টাকা হীরক দিয়ে দিয়েছে। ক্ষতির কথা ওঠে না। মানিক যে condition দেয়, সেগুলি মেনে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলে যদি মনে হয় ভালো বই করতে পারব না, তাহলে অবশ্যই বই তুলে নেব। কিন্তু মানিকের কথা রেখে যদি সম্ভব হয়, তবে বই হবে। যদি ন্যায্য কথা হয়।

নিজেদের দিক রক্ষা করতে গিয়ে, অপর পক্ষের ক্ষতি আমি করতে পারব না।

আমরা পরশু ভোরে চলে যাচ্ছি। অমিতানন্দর একটা ভালো প্রবন্ধ কপি করে দেবে বলেছিল। সেটি আমাকে শান্তিনিকেতনে পাঠিও। এই সব ব্যাপারে আনন্দের কাজে নানা ক্ষোভ অনুভব করছি। উত্তর দিও।

ভালোবাসা নিও।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২২.৬.৮৩

স্নেহের প্রণব,

কাল তোমার চিঠি পড়ে হাতে পায়ে জোর পেলাম। অকারণে বই বন্ধ করা ঠিক নয়। মানিক লিখেছে "অনন্য" আমার ক্ষতি করতে পারে। তা আমার মনে হয় না। সব পাওনা আগেই মিটিয়ে দেবে ওরা। লেখকদের যাকে যাকে দিতে হবে, তাও আগেই দিয়ে, অনুমতি নিতে বলব। কত দেবে ঠিক করে দেব। Royaltyর ভিত্তি হচ্ছে না। অন্য লোকের লেখার royalty নেবার আমার অধিকার নেই। তাছাড়া ঐ একটা ঝামেলা লেগে থাকবে। আমি selection, ভূমিকা, বংশপরিচয়, লেখক পরিচয়, বিশদ্ ভাবে লিখে দেব। ওরা আমার কথা মেনে চলবে ও দু হাজার টাকা fee দেবে। এক হাজার দিয়ে দিয়েছে। মানিক দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছে শুধু আমাদের পরিবারের লোকদের লেখা দিয়ে ভালো বই-ও হবে না, ভালো বিক্রিও হবে না। বিক্রির কথা বলতে পারি না, খালি জানি খুব সুন্দর বই হবার সম্ভাবনা আছে। এটাকে challenge বলে গ্রহণ করেছি। তুমি অবশ্যই হীরকের সঙ্গে যোগাযোগ করে, মানিকের সঙ্গে ওর কি কথা হল, ব্যবস্থা কতদূর এগোল, জেনে নেবে। ও যেন আমাকে সব জানায়। বিশেষ করে ঐ material-এ কতখানি cover করছে।

আরো meterial দেব। নাটক দেওয়া হয়নি। দুটি ছোট নাটক দেব। সুকুমারের 'ভাবুক সভা'— এটা প্রথম সন্দেশ বেরোবার আগেই প্রকাশিত। কাজেই মানিকের বইয়ের এলাকার বাইরে। আর আমার 'বালী-সুগ্রীব কথন'।

তুমি দেবে কমলার 'হারকিউলিস', অমিতানন্দর ভালো একটা প্রবন্ধ। কপি করে দিও, ভাই। আমাকে এবার পূজোর লেখা নিয়ে বসতে হবে। যেটুকু কাজ কমাও, সেটুকুই লাভ।

এখানে খুব গরম, খুব খরা। ভোরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস্ ধরেছিলাম।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮ ১/২ টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। স্টেশনে invalid chair, শ্যামলদার গাড়ি, সব রেডি। গুপি সঙ্গে এসেছিল, পরদিন ভোরে ফিরে গেল। লোডশেডিং এ কিছু কষ্ট পেল। Invertorটার কিছু adjust করার জন্য নিয়ে গেছিল। পর দিনই দিয়ে গেল।

সন্ধ্যেগুলো চমৎকার। তোমাদের সকলের কথা মনে হয়। ভাবি তোমার এবার কাজ করতে করতে doctorate নেওয়া উচিত। এমন কোনো বিষয় নিয়ে, যার ক্ষেত্র খুব প্রসারিত নয়, কিন্তু গভীর ভাবে তদন্ত করার scope আছে। যেমন The Field of Translating English Literature into Bengali কি ঐ রকম কিছু। যে ক্ষেত্র অতিরিক্ত চষা হয়নি।

ভালোবাসা নিও

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার

পুঃ

একজন লেখককে নিয়েও করা যায়, যেমন Conan Doyle বা Chesterten বা Tagore's English Writings.

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২০.৮.৮৩

স্নেহের প্রণব,

সেদিন তুমি বলবামাত্র গল্প-সংকলন বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলাম। একটুও ভেবে দেখিনি। এবং শিশিরের চিঠি তখনো পাইনি। মাত্র পরশু পেলাম। এখন অন্য রকম মনে হচ্ছে। বলি শোন। এত তাড়াহুড়ো করে বইটা বের করলে ভালো হবে না। লেখকরা বড্ড short notice পাচ্ছে। টাকাকড়ি মজুত নেই। 'একশো টাকা দিয়ে গল্প জমা দাও' কোনো কাজের কথা নয়। তার মানে দাঁড়ায়, যে-ই একশো টাকা দেবে তারি গল্প ছাপা হবে। আর অন্তর মতো ছা-পোষা মানুষ, যারা পুজোর সময়ে কি করে সংসারের তাগাদা মেটাবে তাই ভেবে পায় না, তারা বাদ পড়বে। আরো অনেক ভালো লেখক বাদ পড়বে। বই দায়-সারা গোছের হবে।

তা কর না। বই করবে তো Class A-1 করবার চেষ্টা করবে। নচেৎ নয়।

তাছাড়া তফাৎ করা কেন? যারা সবচেয়ে সহজে চাঁদা দিতে পারে, অর্থাৎ মানিক এবং আমি, তাদেরি বাদ দেওয়া কেন? আমি শিশিরকে লিখেছি যে আমার কাছ থেকে চাঁদা না নিলে, আমি গল্প দেব না।

লেখা সংগ্রহ কর। টাকাও তোল। কিন্তু আলাদা ভাবে। দুটোকে জড়িয়ে ফেল না। তাহলে বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে হবে। সম্পাদকের স্বাধীনতা থাকবে না। টাকা নিয়ে, কাউকে বলতে পারবে না, 'এটা তেমন উৎরোয়নি, আরেকটা লিখে দাও।' অতখানি বুকের পাটা হবার তোমাদের বয়স হয়নি। কাজেই ও-পথ ছাড়।

তার ওপর সন্দেশের বিশেষ সংখ্যা বেরোচ্ছে এবং প্রায় একই সময়ে একই লেখক গোষ্ঠির [গোষ্ঠীর], ও কর্মীর হাত দিয়ে। লোকে দুটিকে তুলনা করবে। সেটা কারো পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে মানিকের এতে সমর্থন আছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প ও চাঁদা দুই-ই দেব। গল্পটার খসড়াও হয়ে গেছে। নীরেনেরটা হয়তো সোমবার শেষ হবে। তার পরদিনই ধরব। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, পুজোর সময় বই ছেড়োনা। টাকা ও লেখা জোগাড় কর। ছবি আঁকাও। কাজ এগোতে থাকুক। কিন্তু ১লা জানুয়ারিতে, বা ১লা বৈশাখে বইটি বাজারে ছাড়।

কোনো পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার আগে যে দশদিক চিন্তা করতে হয়, তা তোমরা করনি। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে ঐ বুড়োদাদুর কি রকম সম্বন্ধ যে যত টাকা কম পড়বে, উনি দেবেন? বইয়ের স্বত্বাধিকারী কি তোমরা সবাই নও?

গল্প লিখব। কিন্তু এ-সব ভেবে চিঠি লিখো।

ভালোবাসা নিও।

আ: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯
৩০.৫.৮৪

স্নেহের প্রণব,

সেদিন ঐ হট্টগোলের মধ্যিখানে ব্যক্তিগত কথা বলার অবকাশ ছিল না। আমি কিন্তু তোমার সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে আছি।

ভেবেছি ১২ই জুন মঙ্গলবারের মধ্যে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে সেই দিনই শান্তিনিকেতন যাব। না পড়লে ১৪ই কিম্বা ১লা আষাঢ়, ১৬ই জুন। বৃষ্টি না পড়লে যাওয়াতে রঞ্জন আপত্তি করছে। তুমি ও রাহুল সঙ্গে যাবে কিন্তু। তোমাদের সঙ্গলোভ এবং আমার বিপর্যস্ত ফাইলের সংগতি তার মূল কারণ। আরেকটা বড় কারণও আছে। সোনার মন বড়ই খারাপ। ওকে সঙ্গে যেতে বলেছি। সবাই মিলে ওকে চাঙা করে তোলা যাক। বলেছে রোজ রাশি রাশি গান শোনাবে। তোমাদের যাবার কথা শুনে মহা খুশি।

এবার অন্য কাজের কথা। NBTর জন্য ইংরিজিতে উপেন্দ্রকিশোরের জীবনী লেখা শেষ করেছি। ৯৫ থেকে ১০০ পাতা টাইপ করতে হবে, দু-কপি করে। কাকে দেব বুঝতে পারছি না। এটা তুমি করিয়ে দিও। খরচপত্র যা চায় নিশ্চয় দেব। ওঁদের লিখেছি জুনে পাঠাব।

তুমি একবার আমার কাছে এসো, ভাই। পাণ্ডুলিপিটাও দিই। একমাত্র কপি! চেনা কাউকে দিয়ে করিয়ে দিও। লাইনের মাঝে একটু space রাখবে। Typeএর ভুল শুধ্‌রোবার জন্য। আমরা শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পরে পেলেই হবে। ওখানে ৫/৬ দিন থাকার ইচ্ছা।

ভালোবাসা নিও।

ইতি।

তোমাদের লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা১৯
২৫.৭.৮৪

স্নেহের প্রণব,

মোটেই আমি তোমার ওপর বিরক্ত হইনি। এত বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে তুমি এত বোকা কেন? তবে ভাবনা হয়েছিল সত্যিই। জানুয়ারিতে দেবার কথা ছিল। বাড়ির অবস্থার কথা জানিয়ে বলেছিলাম ১লা জুলাইয়ের মধ্যে নিশ্চয় দেব। কমলি আমার সব টাইপিং করে দেয়। ও যখন বলল ১লা জুলাই দিতে পারবে না, তখন তোমার শরণাপন্ন হলাম। তুমি অসুস্থ হলে। তোমার টাইপিস্ট তোমাকে এবং আমাকে ডোবাল। তুমি ধ্বংসাবশেষ থেকে পাণ্ডুলিপি অক্ষতদেহে উদ্ধার করে দিলে। তাতে তোমার কোথায় দোষ হল? আমার অমন সমস্ত ভালো ভালো আজগুবি গল্প পড়েও কি শেষে আমাকে এতই অবুঝ ভাবলে? মন দিয়ে পড়নি নিশ্চয়। যাই হক, কাগজগুলো কাল দিল্লী পাঠাচ্ছি।

এদিকে সোনার কার্তিকদার শ্রাদ্ধের কয়েক দিন পরেই ওর দিদি মালতী ঘোষালও চোখ বুজল। রবিবার তার শ্রাদ্ধ। তারপর ৭ই আগস্ট আমার ৭ দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছে আছে। বাড়ির ছাদ দিয়ে জল চোঁয়াচ্ছে। তার ব্যবস্থা করা দরকার। সোনাকে আগেও বলেছিলাম। দেখি এবার-ও যদি ধরে নিয়ে যেতে পারি। কেউ না গেলে একাই যাব। স্বপনকে রাতে এসে শুতে বলব।

তুমি আমার কাছে অনেক টাকা পাও। রেল ভাড়া বাবদ ২০ টাকা জমাই রয়েছে। ৬৯ পৃষ্ঠা দুই প্রস্থ টাইপিং এবং কাগজের দাম বাবদ নিশ্চয় শত খানেক কি আরো বেশি খরচ করেছ। এ-সব নিয়ে যেও। যদি বেজায় বড়লোক হতে তাহলে তো কন্‌টেসা চড়তে। কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন? এবার তাও হবে না। মজঃপুর [মজঃফরপুর] প্যাসেঞ্জার। দ্বিতীয় শ্রেণী। যার যেমন দৌড়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজেয় তোমার পথ চেয়ে আছে। এখন যদি না-ও যেতে পার— হাজার হক একটা প্রফেসার তো বটে— তাহলে অক্টোবরে আবার যাব। পৌষেও নিশ্চয় যেও। আমাদের বাড়িতে হবে না। টুরিস্ট সেন্টার আর বোলপুর লজ্ গভর্ণমেন্ট অধিগ্রহণ করেছে। একেকজন মালিক মাসে ১০ হাজার করে বাড়িভাড়া পাচ্ছে। সেটা আসলে তোমার আমার দেওয়া ট্যাক্সের টাকা থেকে, তা বলাই বাহুল্য। তবু তোমার একার থাকার ব্যবস্থা অজেয় করে দেবে। একটু আনন্দ আমাদের দিও। শিশু সাহিত্যের বইটার কাজ করছি। পূজোর লেখা শেষ।

ভালোবাসা নিও।
তো: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা১৯
৮.৯.৮৪

স্নেহের প্রণব,

নিনির কাছে অন্য রকম শুনেছি, নইলে ভাবতাম উচ্চতর শিক্ষার্থে তুমি বিদেশ গেছ, তাই দেখাও কর না, চিঠিও লেখ না। টাকাকড়ি যা আমার জন্য খরচ করেছ তার ওপর যে তোমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, সে তো আগেই বুঝেছি। তবে কি আমার বিয়ের সময়ে তুমি জন্মাওনি বলে কিছু উপহার দিতে পারনি, এখন সেই ত্রুটির প্রতিকার করবার চেষ্টা করছ? অত সহজে কি হয়?

আমি ফুটপাথে পড়ে গিয়ে একটু কাবু হয়েছি তা শুনেছ কি না জানি না। তবে হাড়গোড়গুলো আগাগোড়া রবারের তৈরি হওয়াতে কিছু ভাঙেনি বা ছেঁচে যায়নি। হাবু আর সোনা দেখতে এসে, বহাল তবিয়তে বিরাজ করছি লক্ষ্য করে হতাশ হয়েছে।

এখন কাজের কথা হক। বিজয়ার পর আমি সোনাকে নিয়ে ৬/৭ দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে যাব ভেবেছি। তুমিও এসো না কেন? রোজ গান শোনা ও সাহিত্যালোচনা। অজেয় তো আছেই। পৌষেও হয়তো তোমাকে আস্তানা করে দিতে পারব। সোনা এবং হাবু যাবে। আমার নাতনিদেরো যাবার কথা। এক্ষুণি পাকাপাকি করা হয়নি।

আমি নানা কাজ নিয়ে থাকি। NBT থেকে এবার ইংরিজিতে অবনীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত Life & Works, ঐ series-এই চেয়েছে। তার তথ্য কাছেই আছে। কাজ শুরু করছি। অন্তর বড় ভাবনা অন্য কাজে মন দিলে যদি শিশুসাহিত্যের বইটা না হয়! সেটা ত্যাগ করার পক্ষে বড্ড বেশি এগিয়ে গেছে। ভেবেছি একেকটা বিভাগ নিয়ে একেকটা ছোট অধ্যায় করব। যাদের সাহায্য চাই, তাদের মধ্যে তুমি একজন। সম্পাদকমণ্ডলী হবে। প্রধান সম্পাদক আমি থাকব। আমাকে হতাশ কর না। একা হাতের কাজ নয় এটা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি ১৯১৯—১৯৮৪ অবধি 'বাংলা শিশুসাহিত্যে কবিতা ও ছড়া' এই বিষয়ে একটি ছোট অধ্যায় লিখে দাও। মোটামুটি বিকাশ এবং বিশিষ্ট কবিদের আলাদা করে একটি করে বা ততোধিক প্যারা। Outstanding হলে সংক্ষিপ্ত Bio-data, (সর্ব তারিখ সহ) খগেন মিত্র যাদের কথা বিষদ্‌ভাবে [বিশদ্‌ভাবে] লিখেছেন তাঁদের নামোল্লেখ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ১৯১৮-র পরের যেন সত্যিকার গুণী কেউ বাদ পড়ে না যায়। কবিতা, ছড়ার সঙ্গে নাটক-ও ধরতে পার। যদি ইচ্ছা হয়। নয়তো ঐ বিষয়ে ছোট একটা প্রবন্ধ দিয়ে আলাদা অধ্যায় করা যায়। গোণাগুণতি কয়েকটা নাম তো। সব থার্ড ক্লাস লেখকদের আমি বাদ দেবার সপক্ষে।

এইসব ভাবি, পরামর্শ করার লোক পাই না। তাই তোমাকে দরকার।

এরি মধ্যে আনন্দমেলা বেরিয়ে গেল, পূজোর হাওয়া বইবার আগেই! ২৪ টাকা দাম। আশা করি আমাদের সন্দেশ ১৮-র বেশি পড়বে না। কয়েকটা ভালো গল্প থাকলেও শিশুসাহিত্যের আসল মেজাজ পাচ্ছি না।

ভালোবাসা নিও।

ইতি।

তো :লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৮.১.৮৭

স্নেহের প্রণব,

আমার কি আর নতুন করে ভালোবাসা তৈরি করার সময় আছে? পুরনো গুলো দিয়েই মন ভরে থাকে। একটা বাদ পড়লে সব শূন্যময় হয়ে যায়। আমার কুকুরবাচ্চা গিয়ে অবধি ভাবি আর আমি কখনো সম্পূর্ণ সুখী হব না। হয়তো আরো যত্ন নেওয়া উচিত ছিল। ডাক্তার বলছে ওর congenital heart condition ছিল, ওকে কোনোমতেই বাঁচানো যেত না। কি জানি। তার উপর অনেক সময়ই বড় বেশি একা পড়ে যাই। ত্রিশ বছর আগে প্রেমেনবাবুকে বলতে শুনেছিলাম 'ভিড় আছে, মানুষ নেই।'

সে যাই হক গে, শান্তিনিকেতনে ১০ দিন ছিলাম, ২৮এ ডিসেম্বর ফিরেছি। সুকুমারের শতবর্ষ, Park Children's Centre-এর ১০ বছর পূর্তি এইসব নিয়ে আছি। বইমেলা শুরু হচ্ছে ২৮এ জানুয়ারি, শেষ হচ্ছে ৮ই ফেব্রুয়ারি। অজেয়কেও আসতে বলেছি। তা না হলে প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না। আর তোমারো রোগভোগের মতো বিলাসিতা পোষণ করলে চলে কি করে? ও সব তো আমাদের লাইন।

শরীর এবং সাহিত্যচর্চা সবটাতে জলাঞ্জলি দেওয়া তো আর যায় না। আমাদের পর তোমাদেরি ভার নিতে হবে। নইলে বাংলা ছোটদের সাহিত্যের মুশ্‌কিল হবে। ইলিশমাছের মতো বিকোতে শুরু করেছে এখনি। মন খারাপ হয়ে যায়। সন্দেশীদের মধ্যে ছাড়া বেশি আশার আলো দেখি না।

একটা ভালো, ও তথ্যসমৃদ্ধ সুকুমার জীবনী লেখার ইচ্ছা এ বছর। নবকল্লোলে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে শিশির রাজি হলে, নানা দিকে মন বিক্ষেপ না করে এটার উপর মনোনিবেশ করি। দেখি কি বলে। সুকন্যাকে ত্যাগ করব ভাবছি। একটু পরামর্শ করার লোক পর্যন্ত পাই না। আমারো যে শলাপরামর্শের দরকার হয়, এ কথা কাকে বোঝাব? বন্ধুদের বেশির ভাগ তো স্বর্গে গেছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে অন্তর সঙ্গে কিঞ্চিৎ মন খুলে কথা বলা যাবে। তোমার জন্যে গ্রীষ্মের ছুটি অবধি অপেক্ষা করব। আমার suggestionটাকে একটু পরখ করে দেখই না। গিন্নির আরো পড়ার ইচ্ছে থাকলেও, এভাবে হবে না।

শুনে খুশি হবে চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) থেকে 'এক বছরের গল্প' বলে আমার ১৯৩১-৩২এ শান্তিনিকেতনে বাসের কথা প্রকাশিত হয়েছে। কাল ১০টা কপি এনে দিয়েছে। বৈষয়িক আদান প্রদান করতে কয়েকদিনের মধ্যে আসবে। সুন্দর হয়েছে বইটা। আরো ছবি দিতে পারতাম। তাহলে দাম বেশি হত। তুমি কি জানতে যে আমাদের ৪০ টাকার ওখানে দাম ১০০ টাকা?

এখন তো পুজোসংখ্যার টাকা পর্যন্ত আদায় করা এবছর শক্ত। Royalty তো ছেড়ে দাও। Tarzanএরো ৫০০০ বাকি। যুগান্তর স্থানপরিবর্তন করেছে বলে খুব লজ্জিত ভাবে সময় চেয়েছে। শিশির ঠিক সময়ে দিয়ে দিয়েছে। আনন্দ পাবলিশার্সও তাই। কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞানও ভালো। এ-সব শিখে রাখো। আমার ব্যাংক ব্যালান্সের তলা চকচক করছে! দরকার হলেই ছেলের পকেট মারছি। কি আর করি।

AMARBOI.COM

উত্তর দিও। ভালোবাসা নিও।

তো: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলা মজুমদারের পত্রসংকলন

# বাদল বসুকে লেখা

রচনাকাল ১৯৮০-১৯৯২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা-১

রতন পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ৭৩১২৩৫
৬.১.৮০

স্নেহের বাদল,

...

তিনটি পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলাম পড়ে দেখতে, যদি ছাপার যোগ্য মনে কর। (১) সুনীল সরকারের গল্পসংগ্রহ। (২) রণজিৎ রায় (আই-সি-এস) এর শিকারের অভিজ্ঞতার কাহিনী এটি মনে হয় খুবই জনপ্রিয় হবে। সন্দেশে আলাদা আলাদা করে ছেপে তাই মনে হয়েছিল। (৩) সুরেন ঠাকুরের পুত্রবধূ (দীপুবাবুর দৌহিত্রী) পূর্ণিমা ঠাকুরের লেখা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর সম্মানের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা এটিরো জনপ্রিয়তা থাকা উচিত। ওঁর বিষয়ে কিছুই লেখা হয় না। লক্ষ্য করবে আমার নিজের কিছুই দিইনি। দিইনি বটে কিন্তু একটা ফাইল গুটি কতক বাছাই করা, বড়ই রসের ছোটদের ছোট গল্প জমা করে রেখেছি। তুমি একটু সাহস দিলেই, পড়তে দিই। কি বলে — ইয়ে— রোজ রোজ এ রকম গল্প পড়তে পাও বলে মনে হয় না। এর একটা উত্তর দিও, ভাই।

ঐ তিনটি পাণ্ডুলিপি যদি না নাও, তাও লিখো। আমি আমাদের বন্ধু শিশির মজুমদারকে বলব, তোমার কাছ থেকে নিয়ে আসতে। কিন্তু আমার গল্প সংগ্রহ কেউ ফেরত দিলে, তক্ষুণি মরে যাব। আজ পর্যন্ত কখনো কেউ তা করেনি। খালি বুদ্ধদেব বসু একটা গল্পকে পুণর্লিখিত করিয়েছিল। আমি যেমন পষ্ট কথা বলি, তুমিও আমাকে তাই বল। আশ্বাস পেলে পড়তে দিই।

রান্নার বই-এর মাত্র ৩/৪ কপি দিয়েছিলে, মনে আছে? অবিশ্যি আমার কন্যাকেও কিছু দিয়েছিলে। সত্যি শেষ হল নাকি? আবার ছাপছ? কি যে আনন্দ হচ্ছে কি বলব ভাই। মনে হচ্ছে এক্ষুণি —নাঃ, বেশি পেটুক হওয়া ভালো কথা নয়।

অবশ্যই উত্তর দিও।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২

রতন পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ৭৩১২৩৫
২৫.১.৮০

স্নেহের বাদল,

কাল তোমার চিঠি ও হিসাব পেয়ে খুব খুশি হলাম। গত বছরের হিসাবটা সত্যিই হারিয়ে গিয়ে থাকবে। আমার খাতা দেখে মনে হচ্ছে ৩৪৭.২০ র চেকটাও পাইনি। বুঝতে পেরেছি ওটি হল ১.১.৭৮ থেকে ৩১.১২.৭৮ পর্যন্তর হিসাব, যেটা আমার ১৯৭৯-এর গোড়ার দিকে পাওয়া উচিত ছিল। তোমাদের খাতাতেও নিশ্চয় এই না-পাওয়ার কথাই লেখা আছে। তা হলে তুমি আসার সময় একটি চেক্, কিম্বা আরো ভালো হয় নগদে ঐ রয়েল্টি নিয়ে এসো।

দ্বিতীয় কথা, রান্নার বইয়ের সাফল্যে খুব খু—ক ভালো লাগছে। অবশ্যই তোমাদের খাওয়া পাওনা। কিন্তু সেটা মার্চের ২৫-২৬ নাগাদ্ আমরা কলকাতায় ফিরলে পর করলে, উপকরণাদিরো সুবিধে হয় এবং বাকি খাইয়েদেরো নাগালে পাই। তবে নেহাৎ যদি ফেব্রুয়ারিতেই খেতে চাও— আর তা চাইবে না-ই বা কেন? হাজার হক, ফেব্রুয়ারিতে জন্মেওছি আর ফেব্রুয়ারিতে বিয়েও হয়েছে! —তা হলে ইলিশ মাছ ডবল ফ্রাই, মটরশুঁটির পরটা, চীজ-ফুলকপি আর কটেজ্-পুডিং খাওয়াই। ভালো কথা, যদি সম্ভব হয় বইয়ের শেষে ৪-পৃষ্ঠার সংযোজন লাগানো যায় না? কয়েকটা ভালো জিনিস বাদ পড়ে গেছে, যেমন দই-পাতা, পোস্তোর শুক্তো ইঃ।

রান্নার বইয়ের রয়েল্টি দু-ভাগ করে দিও। $\frac{৩}{৪}$ অংশ আমার নামে আর $\frac{১}{৪}$ অংশ আমার কন্যা কমলা চট্টোপাধ্যায়ের নামে দিও। তার ঠিকানা ১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯।

তারপর ঐ তিনটি পাণ্ডুলিপির মালিকরা সকলেই এখানকার বাসিন্দা। কাজেই শিশির মজুমদারকে না বলে, তুমিই সঙ্গে করে নিয়ে এসো। তখনি যা বলবার আমাকে বল। আমার ছোট গল্পের ফাইলটি ভাই, কলকাতায়।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মার্চের শেষে কি এপ্রিলের গোড়ায় আনন্দের সঙ্গে তোমাকে দেব। আর আমার বাবার বিখ্যাত 'বনের খবর' পড়তে দেব। হয়তো ২০ বছর out of print। কোনো কিছুতেই জোর করব না। তবে আমার মতে বাংলা এমন বই কম আছে।

এই তো গেল যাবতীয় কাজের কথা। অ-কাজের মধ্যে তুমি এসো। এলে খুসি হব। জানিয়ে এসো এবং এক দিন সন্ধ্যায় ঐ যে নাটকের গোড়ায় প্রস্তাবনা করা হত, সেটুকু হয়ে যাক।

স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার

পু:

ভুলেই যাচ্ছিলাম, ঐ রান্নার বইয়ের মতো একটি 'ঘরকন্নার বই'-ও বহুকাল থেকে মাথায় ঘুরছে। তার চারটি অংশের কথাও ভেবেছি :— (১) সেলাই ও বোনা, (২) হোম-নার্সিং ও প্রাথমিক চিকিৎসা, (৩) ঘর সাজানো ও (৪) হোম ইকনমি— তা এদের যে-নামেই ডাকা যাক। এ বিষয়ে একটু ভাবো। একটু আস্কারা পেলে ডিসেম্বরের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়।

ইতি।

আ: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩

রতন পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ৭৩১২৩৫
৩.৩.৮০

স্নেহের বাদল,

কয়েকদিন হল তোমাদের পাঠানো বইয়ের স্টেট্‌মেন্ট পেয়ে যে খু—ব খুসি হয়েছি সে কথা বলাই বাহুল্য। আমার কন্যা কমলা হয়তো আরো খুসি হয়েছে কারণ ও কিছুই আশা করছিল না। ওকে আলাদা করে স্টেট্‌মেন্ট পাঠিয়েছ কি? আমার খামে তো ওরটারো একটা কপি রয়েছে দেখছি! এবার কি করতে হবে বল? ১লা বৈশাখ তোমাদের আপিসে এমনিতেই যাব, সে-দিন কি চেক্ দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব? তাহলে কমলাকেও নিয়ে যাব। সে দিন দেওয়া সম্ভব না হলে ডাকে পাঠিয়ে দিও দুজনকেই।

তবে আমরা ৭ই এপ্রিল ফিরে যাচ্ছি। এবার যদিও চৌরঙ্গীতে এসে সপ্তাহে তিন দিন ৯—১২.৩০টা লেখা-পড়া করব, থাকব কিন্তু বালিগঞ্জে আমাদের ছেলে রঞ্জনের বাড়িতে। চৌরঙ্গীতে ফোন্ করলে সব খবর পাবে। আমি ৯ই আর ১০ই এপ্রিল সকালে ৯টা—১২.৩০টা চৌরঙ্গীতে থাকব।

মনে আছে নিশ্চয় বাছাই করা কয়েকটা ছোট গল্প তোমাকে ১লা বৈশাখ দিয়ে আসার কথা আছে? হয়তো একটা ৬-ফর্মার ছোট বই হবে।

আগে অন্য লোকের তিনটি পাণ্ডুলিপি শিশির মজুমদারের হাতে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। সেগুলির বিষয়ে তুমি কথা বলবে বলেছিলে, এবং মনে হয়েছিল যে-ভাবে আছে সে ভাবে ছাপা যাবে না। যে দিন ফটো নিতে এলে, সে-দিন আমি জিজ্ঞাসা করতে একেবারে ভুলে গেছিলাম। ওগুলি দিয়ে কিন্তু খুবই ভালো বই হয়। দেখা হলে কথা হবে। যদি editing দরকার থাকে, করিয়ে দেব।

আশা করি রান্নার বইয়ের সংযোজনাটুকু পেয়েছ এবং জুড়ে দিচ্ছ?

সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কর।

ইতি।

আ: লীলাদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৪

চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০০১৬
১৫.৫.৮০

স্নেহের বাদল,

এবার আমার আর আমার মেয়ে শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়ের গত বছরের রয়েল্টি বাবদ চেক্ দুটি বালিগঞ্জের ঠিকানায় অথবা আমারটি চৌরঙ্গীতে, কমলারটি বালিগঞ্জে পাঠিয়ে দিও। বালিগঞ্জের ঠিকানা 11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 700019.

এর আগে তোমাকে অন্য লোকদের তিনটি পাণ্ডুলিপি এবং ১লা বৈশাখ আমার আর অজেয় রায়ের দুটি পাণ্ডুলিপি দিয়েছি। তাছাড়া "খেরোর খাতা" ছাড়িয়ে এনেছি।

তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। যদিও বালিগঞ্জে আছি এবার, তবু ছেলের সঙ্গে বিকেলে চৌরঙ্গীতে এসে, এই ধর ৪—৪.৩০টায় তোমার অপিসে যেতে পারি। ধর আসছে সপ্তাহে। আশা করি তুমি ঐ সময় থাক। নয়তো সকালে কি বিকেলে 44-0893 নংএ আমাকে ফোন্ করলে পাওয়া উচিত। দেখা হলে সব কথা হবে।

আশা করি ভালো আছ সকলে। রান্নার বইয়ের ২য় মুদ্রণ বেরুল নাকি? নাকি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না? স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কর সকলে।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৫

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন,
২০.৯.৮০

স্নেহের বাদল,

কয়েক মাস আগে শ্রী শিশির মজুমদারের হাতে তোমাকে তিনটি পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলাম। (১) সুনীল সরকারের লেখা ছোটদের গল্প ই: (২) রণজিৎ রায়ের (ICS) শিকার স্মৃতি (৩) পূর্ণিমা ঠাকুর ও সুপ্রিয় ঠাকুরের ইন্দিরা স্মৃতি।

তুমি কোনোটির বিষয়েই উৎসাহ প্রকাশ করনি। যতদূর জানি সুনীল সরকারের বিধবা স্ত্রী তাঁর লেখাগুলি নিয়ে অন্য প্রকাশককে দিয়েছেন। বাকি দুটি তোমার কাছেই আছে। আমার মনে হয় এ-দুটি না ছাপলে তুমি ভুল করবে। বিশেষ করে পূর্ণিমা ঠাকুরের ইন্দিরা স্মৃতি। তোমাদের প্রকাশিত ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল বিষয়ে চিত্রা দেবের বইটিতে পূর্ণিমার এই পাণ্ডুলিপির সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। ইন্দিরাদেবীর সঙ্গীত ও সাহিত্যকর্মের বিষয় বেশ কিছু লেখা হয়েছে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা কম লোকেই জানে। পূর্ণিমা একাধারে তাঁর দেওরের মেয়ে, বোন-ঝি এবং ভাইপো-বৌ। এই সুবাদে প্রায় সারা জীবন সে তাঁর ছায়ায় ছায়ায় কাটিয়েছে। এমন অন্তরঙ্গ সরস ছবি আর কে আঁকতে পারে? লেখা কাঁচা নিঃসন্দেহে, কিন্তু আমি যদি সামান্য সংশোধন করে দিই, চমৎকার বই হবে। তুমি এ বিষয়ে একটু ভেবে আমাকে জানালে, আমি পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি।

রণজিৎ রায়ের নিজের শিকারের অভিজ্ঞতার কাহিনীতে সত্যি যদি তোমার উৎসাহ না থাকে, তাও ফেরত নেবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু তুমি ভুল করবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ দ্রষ্টব্য

রান্নার বইয়ের কথা

কয়েকটি ছোটখাটো ভুলের কথা বাদ দিলেও একটি বড় ভুল চোখে পড়ে। তার বিষয়বস্তু হল– "নোন্‌তা পাটিসাপ্টা"। যে কারণেই হক। এর প্রণালীটি দু ভাগ হয়ে গিয়ে, প্রথম অর্ধেক 'নোনতা পাটিসাপ্টা নামেই' ১১৫ পৃষ্ঠায়, জলখাবারের তালিকার ১৪নং প্রণালী বলে ছাপা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অর্ধেক, ফের 'নোন্‌তা পাটিসাপ্টা' নামে ৭৫ পৃষ্ঠায় মাংস রান্নার প্রণালীর ৩০ নং আইটেম বলে ছাপা হয়েছে। নোন্‌তা পাটিসাপ্টার দুই অর্ধেক এক করে, এক জায়গায় যাওয়া উচিত। জলখাবারে গেলেই সব চেয়ে ভালো হয়। কিন্তু এ ভাবে সংশোধন করলে সব numbering বদলাতে হবে। দুই জায়গায়-ই।

সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে দ্বিতীয় সংস্করণের একেবারে গোড়ায় আলাদা একটা slipএ "সংশোধনী" নাম দিয়ে ছেপে দাও— "নোন্‌তা পাটিসাপ্টার প্রথম অর্ধ ১১৫ পৃঃ ও দ্বিতীয় অর্ধ ৭৫ পৃঃ তে দেখুন।" অন্যান্য ছোটখাটো ভুল ছাপা সময়মতো দাগ দিয়ে রাখব। তুমি ও আর সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। আমাদের বড়ই বিপদ গেল, এখন উনি ভালো আছেন।

ইতি

আ: লীলা মজুমদার।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৬

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১০.১.৮১

স্নেহের বাদল,

এই রকম আরেকটা চিঠি আগেও লিখেছি কি না মনে নেই। ডেঙ্গু থেকে উঠলাম কি না। আমাদের ১লা যাওয়া হয়নি ঐ কারণে। ১৬ই যাবার কথা। তোমাকে এ-কথা বলার জন্য চিঠি লেখা যে সন্দেশের, দেবসাহিত্য কুটিরের আর আনন্দমেলার পূজা বার্ষিকীতে তিনটি ভূতের গল্প লিখেছি। আমার ভূতের বইতে এগুলিও গেলে ভালো হয়। কি নাম, দেবে? 'ভ্—ভূত!' দিতে পার। বা 'সব ভূত'। 'কাগ নয়' খুব আকর্ষণীয় চেহারা নিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু দামটা একটু বেশি হল কি? কয়েকটা ছোটখাটো ছাপার ভুল আছে।

ভালোবাসা নিও সকলে

ইতি।

আ: লীলামজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৭

রতন পল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
৫.৩.৮১

স্নেহের বাদল,

আক্ষেপের সঙ্গে আবিষ্কার করলাম, শবরী বলে সেই মেয়ের চেয়ে আমার ধৈর্য কম। কবে তুমি আসবে বলে আর অপেক্ষা করা যায় না।

'ঘরকন্নার বই' এখন ক্রমে পাকা পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হচ্ছে। মন দিয়ে পড় এবং একটা সিদ্ধান্তে এসো।

(ক) আগেও যেমন বলেছিলাম, মনে হয় মে মাসের ২০-২২ তারিখের মধ্যে ফাইনেল কপি তোমাকে দিতে পারব।

(খ) বইতে ৮টি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিভাগ রাখছি—

(১) উল-বোনা (২) ঘরে সেলাই (৩) সূচের কাজ (৪) ঘর সাজানো (৫) সৌন্দর্য ও সাজগোজ (৬) মা ও ছেলে (৭) গৃহ-চিকিৎসা (৮) খরচপত্র (Home Economy)

(গ) এর মধ্যে (১), (২), (৩), (৪+৫), (৬+৭), এই পাঁচটি off print, অতি চমৎকার বই হয়। (৩) নং এর ডিজাইন ও নক্সা নন্দলাল বসুর মেয়ে যমুনা দিচ্ছে। (৪+৫) এর ভার নিয়েছে আমার মেয়ে কমলা চট্টোপাধ্যায় (৬+৭) বিভাগ-এর দায়িত্ব বিখ্যাত শিশু চিকিৎসক ড: ননীগোপাল মজুমদারকে দিয়েছি। অর্ধেক পাণ্ডুলিপি তিনি আমাকে এরি- মধ্যে দিয়েছেন। বাকি লেখা হচ্ছে। খুব ভালো কাজ এঁর। বিচক্ষণ ডাক্তার+লেখক।

(ঘ) বাকি বিভাগগুলির রচনা আর সমস্তটার সম্পাদনা আমি করব। এঁদের সকলকে আমার রয়েল্টির অংশ দেব। আলাদা বইগুলি যার যার কাজ তাদের নাম ছাপতে পার। তার রয়েল্টি তারা পাবে। সমস্ত কপিরাইটের পবিত্রতার জন্য আমি দায়ী। এঁরা আমার ৫০ বছরের পুরনো বন্ধু, আমার নির্দেশে কাজ করে দিচ্ছেন।

(ঙ) এবার ছবির কথা উঠছে। সমস্ত বোনা—সেলাই-এর জন্য আমি pen



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

and ink sketch করে দিচ্ছি। যদি মনে কর ছাপার উপযুক্ত হয়নি, তাহলে তোমাদের শিল্পীদের দিয়ে স্রেফ কপি করিও। 'শিল্প' করিও না।

যমুনা তো নক্সাই দেবে। ননীগোপালের কিছু illustration দরকার। সেগুলো তৈরি। এমনকি একবার কোনো পত্রিকার জন্য block-ও করানো হয়েছিল। সেগুলো যদি কাজে লাগে তো তাও দেবে।

গৃহসজ্জা ও সাজগোজের ছবিও সুদক্ষ নাতনিকে দিয়ে আঁকাবার ইচ্ছা। অন্য কোনো ছবির দরকার নেই। যে-ছবি তোমাদের শিল্পী করবে, সে-ও হবে আমাদের illustration-এর কপি।

সব-ই pen and ink স্কেচ্ ছাড়া কিছু নয়। কারিকুরি করতে গেলে পাঠিকাদের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। আশ্বাস দিচ্ছি ভালো হবে। আমি নন্দলালের ছাত্রী।

আমরা সম্ভবতঃ ২৬ এপ্রিলে কলকাতা যাব। বর্ষায় ফিরব। বুঝতে পারছি নব-বর্ষে আমার লেখা সেই ছোট-গল্পের বইটি তুমি বের করছ না। খুব দুঃখ। অমন গল্প আর কে লিখবে গা, আমি গেলে?

ভালোবাসা নিও

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৮

রতন পল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২৫.৪.৮১

স্নেহের বাদল,

ভাই, আমাদের যাওয়া আরেকটু পিছিয়ে গেল। বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছে, তিন দিন কাজ করে, পাঁচ দিন কামাই করে। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবার কথা। এখনো $\frac{১}{৩}$ কাজ বাকি। আমরা সম্ভবতঃ ১৭ই মে যাব। 'সেরা সন্দেশের' জন্য লেখা বাছাই ছাড়া কিছুই করতে পারিনি। একটা ভূমিকা চেয়েছিল নলিনী, সেটি লিখে ওর কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি নিয়ে নিও।

'ঘরকন্নার বই'য়ের বেশির ভাগ fair copy হয়েছে। নন্দলালের মেয়ে যমুনা চমৎকার সব original embroidery design এঁকে দিয়েছে। সে সমস্ত edit করে রেখেছি। 'মা ও ছেলে'র পাকা পাণ্ডুলিপি কলকাতায় গেলেই পাব। আধখানা পেয়েছি খুব ভালো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের লেখা, আমি edit করে দিচ্ছি। আমার বোনা, সেলাই, ঘরকন্নার কথার illustration sketch আমি করে রেখেছি। তোমাদের আর্টিস্ট তার ওপর একটু কলম চালালেই হয়ে যাবে। নিজের থেকে তার আঁকা মুশ্‌কিল মা-ও-ছেলের diagram ড: ননীগোপাল মজুমদার-ই করিয়ে দিয়েছেন।

এঁদের বিভাগের off-print ছোটছোট বই করে দিও। তার royalty ওঁদের দিও। আমার বইয়ের জন্য বছরের শেষে আমার royalty থেকে একটা lump sum দেব। ওঁদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। কেউই টাকাকড়ির ধার ধারে না। বইয়ের lay-out বিপুল করে দিলে ভালো হয়। মনে হয় ২০০ পৃষ্ঠারী চারকোণা মতো বই করলে চমৎকার হবে। ভেতরে সব black & white sketch, মলাটটার জ্যাকেট রঙীন করলে ভালো হয়। সে তোমরা বুঝবে।

আমি মনে করছি মে মাসের শেষে সব রেডি হয়ে যাবে। তোমাকে দিয়ে দেব।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আছে 'খেরোর খাতা'। তার কথা মনে আছে তো? গত বছর নববর্ষে তোমাদের আপিসে কথা হয়েছিল। পূর্ণেন্দুও ছিল আমি অন্য প্রকাশকের কাছ থেকে 'খেরোর খাতা' উদ্ধার করে, আগাগোড়া revise করে copy করেছি। সব ছবি তাপস দত্ত এঁকে দিয়েছে। তাকে আমার পকেট থেকে ২৫০ টাকা দিয়েছিলাম। ছবিগুলি ভালোই হয়েছে। আমি কলকাতায় গিয়ে ছবি ও পাণ্ডুলিপি তোমাকে দেব। ৪৭টি রম্য রচনা, সংসারের নানা বিষয় সরস মন্তব্য। যুগান্তরে ২$\frac{১}{২}$ বছর আগে বেরিয়েছিল। ঐ নামই রাখতে চাই। পূর্ণেন্দু বলেছিল খেরোর খাতা টাইপের মলাট দিলে খাসা হয়। তাই বলে কাপড়ের বাঁধাই বলছি না। হয়তো ১৪০-১৫০ পাতার বই হতে পারে। তুমি দেখো।

আর শেষ কথা হল, ১৯৮০-র হিসাব পেয়ে খু—ব উৎসাহ পাচ্ছি। ওর মধ্যে রান্নার বইয়ের রয়েল্টির ১/৪ আমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিও। তার মানে ৭০৫৬ টাকার $\frac{১}{৪}$ = ১৭৬৪.০০ টাকা। ওর নাম ঠিকানা— শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, ১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ৭০০০১৯। এটা এখনি দিতে পার। বাকি ৫৮৪৬.০০ টাকা আমি গেলে আমাকে দিও। এখানে পাঠিও না।

AMARBOI.COM

ভালোবাসা নিও

ইতি।

আ: লীলামজুমদার।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৯

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 700019
1.5.81

স্নেহের বাদল,

আমরা ১৭ই মে এসেছি। তোমার জন্য খেরোর খাতার পাণ্ডুলিপি; ভূতের গল্পের প্রায় সব, যে-কটা নেই সেগুলো এশিয়া প্রকাশিত 'ভূতের গল্প'তে পাবে। আমার রচনাবলীর প্রথম খণ্ডেও আছে। বাড়তি কপি নেই, তাই দিতে পারলাম না। গল্পের তালিকা দিলাম। বইটা জোগাড় করে নাও। তাছাড়া ঘরকন্নার বইয়ের প্রায় সব এনেছি, একটু ছিটে ফোঁটা হাতে আসেনি। তার অপেক্ষায় আছি। আমার রয়েল্টির চেকটা উপরের ঠিকানায় C/O Dr. R. Majumdar পাঠাতে পার। তবে যদি এর মধ্যে দেখা কর তো সঙ্গে এনো। মাসকাবারের মধ্যেই দিও। আমি সোমবার ২৫মে ও বৃহস্পতিবার ২৮মে, সকালে ৯টা থেকে ১২টা চৌরঙ্গীতে থাকব। ঐখানে বোধ হয় তোমার সুবিধা হবে?

AMARBOI.COM

সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি

আ: লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১০

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
২৩.১১.৮১

স্নেহের বাদল,

শনিবার রাতে উনি অসুস্থ হয়ে পড়াতে, রবিবার আমাদের যাওয়া হয়নি। সম্ভবতঃ ৬ই ডিসেম্বর যাব। তুমি কি প্রুফ দেখাতে চাও বলেছিলে, পাঠাতে পার। সেই সঙ্গে আমার দুই বোনের জন্য দুটি রান্নার বই।

এ বাড়ির পথ চেন তো? বালিগঞ্জ পোস্টাপিসের বগলে Ironside Rd। ছোট্ট রাস্তা। তার মাথায় Old Ballygunge 2nd Lane। একেবারে মোড়ের ওপর বাড়ি। খোলা জমির উত্তরে নম্বর লেখা আছে এক তলায়।

তো: লীলাদি।
(লীলা মজুমদার)

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১১

রতন পল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
১৬. ১. ৮২

স্নেহের বাদল,

২২ জানুয়ারী আমার ছেলে রঞ্জন আসছে। খেরোর খাতা যদি বেরিয়ে থাকে তার ১০টা কপি ৩০ চৌরঙ্গীতে ওর কাছে পাঠিয়ে দিও। আমার আগের চিঠি পেয়েছ নিশ্চয়?

ভালোবাসা নিও।
ইতি।
আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১২

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২.২.৮২

স্নেহের বাদল,

কাল বোলপুর পুস্তকালয় থেকে এক বন্ধু ১০ খানি খেরোর খাতা ও তোমার চিরকুট দিয়ে গেল। খু—ব খুশি হলাম ভাই। সুন্দর বই হয়েছে। সব পড়ার সময় পাইনি। কয়েক পৃষ্ঠা নেড়েচেড়ে দেখেছি, ছাপার ভুল চোখে পড়েনি। দামটা একটু বেশি হল? তোমরা ভালো বুঝবে।

সেরা সন্দেশ আনা-নেওয়ার কোন গোলমালে বোধ হয়, ক-দিন পরেই পেয়েছিলাম, পৌষমেলার ঠিক আগেই। মেলার পরেই একজনের হাতে লম্বা চিঠি দিয়েছিলাম, কলকাতায় ডাকে দিতে। সে কি তুমি পাওনি? তাতে লিখেছিলাম যদি দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তাতে চার পাঁচ লাইন করে (আধ কলামের) লেখক পরিচিতি দিলে বইখানা আরো মূল্যবান হবে।

তোমার কাছে রইল আমার ভূতের বই। সেটিও ভূতুড়ে ছবি দিয়ে ছাপলে লোকের ভালো লাগা উচিত। আর রইল ঘরকন্নার বই। সেটি একখানি বড় বই। আগে সীমিত সংখ্যা ছেপে দেখব নাকি কেমন কাটে? সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট off-print; সেগুলির খুব চাহিদা আছে মনে করি। বড় বইটিও খুবই সুন্দর হতে পারে, কিন্তু দাম কি খুব বেশি করতে হবে? বেশি দাম দিয়ে unpractical সব বিলিতী বই লোকে কেনে। যেমন ভালো মনে কর। ছোট বইগুলির copyright তাদের রচয়িতাদের। বড় বইয়ের copyright আমার, কিন্তু অন্যদের একটা এক-কালীন down payment করে দেওয়া উচিত মনে হয়। সে-সব পরের কথা। আমার কাছে আরেকটা চমৎকার বইও আছে। আমার বাবা প্রমদারঞ্জন রায়ের বনের ডাইরি 'বনের খবর'। মা আমাকে বাবার ডাইরিগুলি দিয়েছিলেন। আমি Signet Pressকে দিয়েছিলাম। ওঁরা দুটি মুদ্রণ ছেপেছিলেন। আজ প্রায় ২০ বছর out of print। বইটা একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। অবিকল সত্য ঘটনা, অতি সরস



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে লেখা। আবার ছাপা উচিত। বল তো তোমাকে পড়তে দিই। নাম শুনে থাকবে।

এখানে আবার শীত পড়েছে। আমরা ভালোই আছি। একমাত্র দুঃখ, ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি সম্পাদক প্রকাশকদের কাছ-ছাড়া। মার্চের শেষে একবার যাব। ট্যাক্সের ব্যাপার আছে, একটা বইমেলাও নাকি হবে, আর বিধান শিশু উদ্যানে ২৮-এ মার্চ আমাকে সম্বর্ধনা দিতে চাইছে বিধান শত বার্ষিক উপলক্ষ্যে। আরো কাকে কাকে দেবে জানি না। তখন হয়তো ৪-৫ দিন থাকব। উনি যদি ভালো থাকেন। তার আগে যদি দেখা না হয়, তখন হতে পারে। এখানে আসবে না?

স্নেহ জানাই।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৩

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২২.২.৮২

স্নেহের বাদল,

যদিও কোনো উত্তর পাইনি, তবু ধরে নিচ্ছি আমার আগের চিঠিও পেয়েছ। এবার বিশেষ করে 'সেরা সন্দেশের' ২য় সংস্করণ যদি হয়, তার কথা ভাবছি। তোমাকে আগেও লিখেছিলাম বইয়ের শেষে লেখক পরিচিতি থাকলে বইয়ের মূল্য দিনে দিনে বাড়ে। এ-বিষয়ে নলিনীদের উৎসাহ নেই। ওরা কাজের মানুষ, বাড়তি দায়িত্বকে ভয় পায়। আমি বাজে কাজের মানুষ, তাই স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে লেখক পরিচিতি যোগাড় করে, প্রকাশযোগ্য আকার দিতে হবে। যা যা করণীয়, তার সব দায়িত্ব নিচ্ছি। ছোট্ট ছোট্ট পরিচিতি, জানা ১৫০ জনের। কারো এক কলমের ৩ লাইন, কারো ৫-৬ লাইন। সব নিয়ে চার পৃষ্ঠা মতো হবে। এটুকু জুড়তে আশা করি তোমার কোনো আপত্তি হবে না?

তবে হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখব ৫-৭ জন untraceable। তাতে কিছু এসে যায় না। তাদের গুণাগুণ বিষয়ে এক লাইন লেখা যায়। তাছাড়া যারা untraceable, তাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে তারা তেমন কিছু অবদান রেখে যায়নি। হয় নেই, নয় লেখে না। তবে সকলের বিষয়েই তথ্য সংগ্রহ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। নামের ফর্দ ইত্যাদি হয়ে গেছে, এখন তোমরা ২য় সংস্করণের কথা ভেবেছ কিনা এবং ভেবে থাকলে এই চারটি পৃষ্ঠা জুড়তে পারবে কি না, জানতে পারলেই আমার সাহায্যকারীদের সঙ্গে কাজে লেগে যাই। দায়িত্ব সব আমার।

এই তো গেল সেরা সন্দেশের কথা ...

আমার বাবা প্রমদারঞ্জন রায়ের বিখ্যাত বই 'বনের খবর' হয়তো ২০ বছর out of print। Signet Press থেকে নিয়ে এসেছি। এমন ভালো বনের ডাইরি বাংলায় আর নেই। বল তো দিই। তবে যদি ২ বছর ফেলে রাখ, তাহলে আর কোথাও দেখতে হবে। উত্তর দিও।

স্নেহাশীর্বাদ নিও সকলে।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৪

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২.৩.৮২

স্নেহের বাদল,

সেরা সন্দেশে আমার লেখাগুলিতে ও জগদিন্দ্রের নামে যে ভুল ছাপা আছে, সে তালিকা তোমাকে আগেই পাঠিয়েছি। এখন আমাদের বন্ধু রণজিৎ রায়— বাঘ শিকারীর লেখা খুটিমারির বাঘের গল্পে যে তিনটি সংশোধন লাগবে, তার কথা লিখছি। তিনি চোখে ভালো দেখেন না বলে নিজে লিখতে পারলেন না।

(১) পৃ ১০৫— ডান কলাম, ১৩ লাইনের ১ম শব্দ 'শাছ গাছের' স্থানে 'শাল গাছের' হবে।

(২) পৃ ১০৬— বাঁ কলাম, ১৫ লাইনের ৫ম শব্দ 'সংস্থনের' স্থানে 'সংস্থানের' হবে।

(৩) পৃ ১০৬— বাঁ কলাম, ১৮ লাইনের ৫ম শব্দ 'চলবার' স্থানে 'চরবার' হবে।

AMARBOI.COM

আরেকটি ব্যক্তিগত কথা। শুনলাম তুমি শীঘ্রই একবার আসবে? সেই সময়ে আমাকে বলে দিও 'বনের খবর' তোমাদের ছাপা সম্ভব হবে কি না। তোমরা না নিলে ওদেরি আবার ছাপতে বলব।

ভালোবাসা নিও।
ইতি।
আ: লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৫

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২৭.৪.৮৩

স্নেহের বাদল,

তোমরা সকলে আমাদের নববর্ষের স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের কার্ড পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।

তোমাদের বার্ষিক হিসাব ও চেক্-ও যথা সময়ে পেয়েছি। এই সঙ্গে রসিদ দিলাম।

(১) একটি কথা আছে হয়তো এ-বছর মনে করিয়ে দিতে ভুলে গেছিলাম। 'রান্নার বই'-এর তথ্য সংগ্রহ ও রান্না-গুলি পরীক্ষা করে দেখায়, আমার মেয়ে কমলা চট্টোপাধ্যায় আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল। তার স্বীকৃতিস্বরূপ মলাটেও তার নাম দিয়েছি এবং আমার অনুরোধে 'রান্নার বই' থেকে আমার প্রাপ্য রয়েল্টির $\frac{১}{৪}$ কমলাকে প্রতি বছর দিয়ে থাক। এবারো কি দিয়েছ? হিসাব দেখে মনে হচ্ছে সবটাই আমাকে পাঠিয়েছ। যদি না দিয়ে থাক, আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আসছে বছর থেকে ঐ বইয়ের রয়েল্টির $\frac{১}{৪}$ কমলাকে দিও।

(২) বল দিকিনি 'বাতাসবাড়ি' আর 'কাগ নয়ে'র রয়েল্টি ২০% হারে, কিন্তু 'রান্নার বই' আর 'খেরোর খাতা' কেন ১৫% হারে? আমার এ-সব সমস্যা ভঞ্জন করে দিও, ভাই।

(৩) বাবার 'বনের খবর'-এর একমাত্র কপি তোমাকে দিয়েছিলাম। কবে ছাপবে? হারিয়ে ফেলনি তো? যদি আগ্রহ কমে গিয়ে থাকে, তাহলে পষ্টাপষ্টি জানিও। ওটি ঐ বইয়ের ১ম দুর্লভ সংস্করণ। আমাকে ফিরিয়ে দিও।

(৪) যমুনা সেনের নক্সা বই শীঘ্রই ছাপবে বলেছ, মনে আছে তো?

(৫) শেষ প্রস্তাবটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে। এর আগেও তোমার সঙ্গে 'পাকদণ্ডি' বলে আমার জীবনস্মৃতির কথা হয়েছে। এর প্রথম পর্যায়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অমৃতে' বেরিয়েছিল। আমার কাছে কপি আছে। আমার বিয়ের আগে পর্যন্ত আছে এতে। দ্বিতীয় পর্যায় ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ থেকে 'মহানগরে' শুরু হয়েছে। শেষ হবে আগস্ট ১৯৮৩ সংখ্যায়। একেবারে এই বছর অবধি পৌঁছে দেবার ইচ্ছা।

(৬) যদি তোমাদের এটির বিষয়ে এখনো আগ্রহ থাকে তো বল। কিন্তু ফেলে রাখলে হবে না। আমি সুদূরের ঘণ্টা শুনতে পাই। ১৩৯০ সালের চৈত্রের মধ্যে বের করতে পারবে? কিম্বা ১৩৯১-এর নব-বর্ষে? খোলাখুলি জানিও, ভাই। আরেকজন প্রকাশক আশা করে আছে। তোমাদের না দিলে, তাদের দেব।

(৭) ঘরকন্নার বইয়ের ছবিটবি তো এক বছর আগেই আঁকা হয়ে গেছে। পূজোয় ছেপে দাও না।

খুব বেশি গরম পড়েনি এখানে। কাল রাতেও ঝড় বৃষ্টি হল। যে-সব বড় আম ছিল, তার অর্ধেক নামিয়ে দিয়ে গেছে। এসেও সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পার। লিখতে হলে আরো ভালো।

তো: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৬

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
১৯.৫.৮৩

স্নেহের বাদল,

আজ তোমার চিঠি পেয়ে খু—ব খুশি হয়েছি। তুমি যা যা লিখেছ, আমি সব কিছুর সমর্থন করছি।

জানই তো পাকদণ্ডী তোমরা ছাপ এই আমার মনের ইচ্ছা। আগস্ট মাসে শেষ কিস্তি বেরোবে। আমি তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেব। তোমার মনে থাকতে পারে বছর চারেক আগে প্রথম পর্যায় বেরিয়েছিল 'অমৃতে'। আমার শৈশব থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত। সেগুলি ছোট ছোট কিস্তিতে প্রতি হপ্তায় বেরোত। এক সঙ্গে করলেও প্রতি মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ের এক কিস্তির চেয়েও কম হবে। মনে হয় দুটিকে এক খণ্ডেই বের করে দেওয়া যাবে। ছবি যাবে কি যাবে না, সে কথা জানিও। ব্লক জোগাড় করবার চেষ্টা করতে পারি। তবে প্রথম পর্যায়েরগুলি পাব না। আর ছবি যদি না যায় তো ফুরিয়ে গেল। কিছু গেলে বইয়ের মূল্য বাড়ে মনে হয়। এ বিষয়ে তোমার কি মত? ভূতের বইটি আমার বহু দিনের শখের জিনিস নাম রইল 'সব ভূতুড়ে'।

উৎসর্গ অশোককে ছাড়া কাকে করব? তাকে আর অলকাকে। এই ভাবে দিও:—

উৎসর্গ

"অনেক দিনের অনেক প্রীতির চিহ্নস্বরূপ আমার এই শখের বই প্রিয় বন্ধু অশোক সরকারকে আর স্নেহের অলকাকে দিলাম।"

লীলাদি"

ভূমিকাও একটু লিখে দিলাম। আশা করি পছন্দ হবে। জুনে আসবে লিখেছ, কিন্তু আমরা নানা কাজে ৫ই জুন থেকে ২০এ জুন কলকাতায় থাকব। বালিগঞ্জের বাড়িতে। তুমি যখন আসবে তখন আমিও থাকতে চাই। কলকাতায় যোগাযোগ কর। phone no 44-0893.

ভালোবাসা নিও সকলে।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৭

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
৭.৭.৮৩

স্নেহের বাদল,

তরশুদিন বোলপুর পুস্তকালয় লোক মারফৎ সব ভূতুড়ের ১০ কপি পাঠিয়ে দিয়েছে।

খুব সুন্দর get-up হয়েছে। ভেবেছিলাম আরো বড় বই হবে, কিন্তু small pica, ৪০ লাইন, আর কত বড় হবে?

পাকদণ্ডীর শেষ কিস্তির খসড়াটুকু তৈরি। কাল থেকে পাকা লেখা শুরু। ৮/১০ দিন লাগবে হয়তো। তারপর অমৃতে প্রকাশিত প্রথম অংশটুকু একবার চোখ বুলিয়ে তোমাকে সব দিয়ে দেব, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। কারো হাতে পাঠাতে হবে। বেশ বড় গোছা হবে।

অত ছবি কি করে দেবে? বড্ড খরচ পড়ে যাবে। সে পরের কথা।

ভাইবোনদের অসুখবিসুখ, সাংসারিক সমস্যা। মনের ফূর্তিতে টান পড়ছে। ভাবছি কয়েকটা মজার ছড়া লিখে মন ভালো করব।

ভালোবাসা নিও।
আ: লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৮

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
৪.৮.৮৩

স্নেহের বাদল,

তোমার বোলপুর পুস্তকালয়ের হাতে পাঠানো ২৩ জুলাইয়ের চিঠি ২৮ জুলাই পেয়েছিলাম। উত্তর দিইনি এই মনে করে যে নীরেনের সঙ্গে ১লা তুমিও আসবে। নীরেনের হাতেও উত্তর দেবার সুযোগ পাইনি। ওর জনপ্রিয়তার কারণে এমনি টাইট্ শ্যেডুল যে দু-দণ্ড বসে কথা বলা গেল না। এমন কি একটা উৎকৃষ্ট খেজুর-গুড়ের কেক্ করেছিলাম, তাও অযোগ্যরা সবাই মিলে খেয়ে ফেল্‌লাম। তুমি এলে তুমিও ভাগ পেতে।

মোট কথা ভূতের বই আরো ১০ কপি নিশ্চয় নিশ্চয় পাঠাবে।

তারপর পাকদণ্ডীর কথা। ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে অবশ্যই text সহ ছবি দিয়ে দেব। মহানগরের জন্য ওর শেষ কিস্তি লিখে দিয়ে দিয়েছি। এই মাসেই বেরিয়ে যাবে। তবে বইতে আরো এক অধ্যায় সংযোজনা থাকবে। আজকের শান্তিনিকেতনের কথার অর্ধেক বলা হয়নি। তা-ও ঐ তারিখের মধ্যে লিখে দেব।

ছবির কথা বলি। অমৃত খুব ভালো করে ছাপেনি। ভুল আছে। ছবি দেওয়া বন্ধ করেছিল। মহানগরের কাজ তার চেয়ে ঢের ভালো। যদি সমরেশকে বলে ওদের কাছ থেকে ব্যবহারযোগ্য ব্লক যা আছে, আদায় করতে পার তো ভালো হয়। তবে নতুন ছাপার পদ্ধতি আমার ঠিক জানা নেই। হয়তো সে-ভাবে ব্লক্ করা হয় না। ওরা বেশির ভাগ ফটো ফেরত দিয়েছে।

আমার প্রস্তাব হল শেষের দুই কিস্তির ছবিগুলি ফেরত পেলেই, তার সঙ্গে আমার কাছে যা আছে সব মিলিয়ে, একটা বাছাই করা ছবি সংগ্রহ তোমাকে দিই। (বলা বাহুল্য অনেক ছবি হারিয়ে গেছে। যা আছে, তার থেকে দেব। সব মিলিয়ে, একটা বাছাই-করা ছবি সংগ্রহ তোমাকে দিই।)



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোটা ৩০/৩৫ তো দিতে পারব। নাম-করা প্রয়াত অনেক বন্ধুবান্ধবের ছবি তোমরাই সংগ্রহ করতে পারবে। কামিনী রায়, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, দিনু ঠাকুর, সুরেন মিত্র, চারু দত্ত, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিলীপ গুপ্ত ইত্যাদির ছবি পাওয়া উচিত। যাই হক, ছবিগুলি ফেরত দিতে হবে অবশ্য। এটা খুব বড় সমস্যা নয়।

নীরেনকে 'নোটোর দল' বলে তিন কিস্তিতে প্রকাশ্য গল্প দিয়েছি। বহু ছবি দিয়ে যদি বিশেষভাবে বই কর, তার জুড়ি হবে না। নীরেনকে জিজ্ঞাসা কর। বইমেলায় ছাড়তে পার। এখনি কলকাতায় যাব না। স্নেহাশীর্বাদ নিও। অজেয়র বই কবে বেরবে? সে ব্যাকুল হয়ে আছে।

আ: লীলা মজুমদার।

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১৯

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
৯.২.৮৪

স্নেহের বাদল,

উপেন্দ্রকিশোরের লেখার XEROX পেয়ে খুব খুশি হয়ে তোমাকে লিখেছিলাম। আশা করি পেয়েছিলে। আমরা ১২ই ফেব্ এক মাসের জন্য কলকাতা যাচ্ছি। তার কাছাকাছিই যদি আমাদের ১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ লেনের বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা কর তাহলে খুব খুশি হব। নতুন বই বিষয়ে কথা বলব। তাছাড়া মুখখানা দেখতে পেলেও খুশি হব।

নীরেনকেও একদিন আসতে বলেছি। ইচ্ছে হলে এক সঙ্গেই এসো।

ভালোবাসা নিও।

ইতি।

আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২০

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 700019
14. 2. 84

স্নেহের বাদল,

আমরা ১২ই এসেছি। এক মাস থাকব। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি পরামর্শ আছে। সেই বুঝে কাজ করব। তুমি, এই শনি বিকেল, রবি সকাল বাদ দিয়ে যে কোনো সময়ে আমার সঙ্গে দেখা করলে খুশি হব।

নীরেনের সঙ্গেও কিছু দরকার আছে। তাকেও শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছিলাম। তুমিও ফোন করে reminder দিও। এ-বাড়ির নং-44-0893।

ভালোবাসা নিও।

আ: লীলাদি
(লীলা মজুমদার)

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২১

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
8.4.84

স্নেহের বাদল,

শান্তিনিকেতনের কাজ শেষ করে গত রবিবার ফিরে এসেছি। কেবলি একটা কথা মনে হচ্ছে। 'পাকদণ্ডী' কবে বেরুবে জানি না, কিন্তু তার উৎসর্গ পত্রটি এইভাবে দিও:—

"এই বইখানির বক্তব্য নিয়ে যাঁর সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি মতভেদ হত, সেই আমার স্বামী ডঃ সুধীরকুমার মজুমদারের স্মৃতিতে, ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে এটি উৎসর্গ করলাম।"

১লা বৈশাখ বিকেলে ৫॥ টা নাগাদ তোমাদের আস্তানায় যাব ভেবেছি। নীরেনও ঐ সময় উপস্থিত থাকবে বলেছে, নাকি কিছু কাজের কথাও বলবে।

দিন চলে যায়, ভাই,
ভাগ্যিস্ কাজকর্ম ছিল।
তোমরা সকলে আমার ভালোবাসা নিও।
ইতি।

আ: লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

11/4 Old Ballygunge, 2nd Lane
Calcutta 19; 8.4.84

স্নেহের অমল, শান্তিনিকেতনের

কাজ শেষ করে গত রবিবার ফিরে এসেছি। তোমার একটা কথা মনে হচ্ছে। 'পাকদণ্ডী' কবে বেরুবে জানি না, কিন্তু তার উৎসর্গ-পত্রটি এইভাবে দিও—

"এই বইখানির বক্তব্য নিয়ে যাঁর সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি মতভেদ হত, সেই আমার স্বামী ডঃ সুধীরকুমার মজুমদারের স্মৃতিতে, ভক্তি ও ভালো-বাসার সঙ্গে এটি উৎসর্গ করলাম।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(2)

১লা বৈশাখ বিকেলে চারটে
এখানে আমাদের আস্তানায়
যাব ভেবেছি। নীরেন-ও ঐ সময়
উপস্থিত থাকবে বলেছে, আমি
কিছু কাজের কথাও বলবো।
দিদি চলে যায়, তাই,
ভাস্তাদের খবরও নিলুম।
তোমরা সকলে আমার —
ভালোবাসা নিও। ইতি।

স্বা: লীলা মজুমদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২২

১১/৪ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকণ্ড লেন, কলকাতা ১৯
১৬.২.৮৬

স্নেহের বাদল,

নিজের শরীর নিয়ে এতই বিব্রত ছিলাম যে তোমার বাবার চলে যাওয়ার খবরটিও মাত্র কিছু দিন হল পেলাম। তুমি আমার আন্তরিক সমবেদনা জেনো। তোমার বিষয়ে কতটুকু জানি ভেবে আশ্চর্য হই; অথচ তোমার প্রতি আমার অগাধ স্নেহ। এটা আমার মনের কথা।

বইমেলাতে রঞ্জন আমাকে এক কপি পাকদণ্ডি দিল, বাকি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে বলল। সুন্দর বই হয়েছে, যদিও বেশ কিছু ছাপার ছোট ছোট ভুল চোখে পড়েছে। আরো ৯টি দেবে?

তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। আপাততঃ তোমার কাছে আমার বাবার 'বনের খবর' আর আমার সম্পাদিত প্রস্তাবিত 'ঘরকন্নার বই' অনেক দিন থেকে পড়ে আছে। যতদূর জানি দেবাশিস তার ছবিও এঁকেছে।

যদি এ দুটিতে তোমার আগ্রহ না থাকে, তা হলে ফিরিয়ে দাও। অন্য প্রকাশক পেতে কষ্ট হবে না। অবিশ্যি তোমার মতো প্রকাশক পাব না। সে যাক গে।

যুগান্তরে বছরখানেক আগে প্রকাশিত ৫২টি রম্যরচনা দিয়ে 'আমিও তাই' ভালো বই হয়। সেটি তোমরা নিলে খুশি হই। যদি না চাও, এখনি বল। কিছু ফেলে রাখার আর আমার সময় নেই। ১৪ই ফাল্গুন আমার ৭৮ বছর পূর্ণ হবে। বইগুলি দেখে যেতে চাই। বহু বছর ধরে সযত্নে রাখা, দেশে, আনন্দবাজারে, যুগান্তরে, বিশ্বভারতীতে প্রকাশিত সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ বিষয়ে বড়দের জন্য লেখা বহু প্রবন্ধ আছে। দুখানি সুন্দর বই হয়। সবার আগে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব না তো কাকে করব? তোমার আগ্রহ আছে কি?

ছোটদের নানারকম নতুন সরস গল্প দিয়ে একটা বই হয়। সব এক বছরের মধ্যে লেখা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মাঝেই সন্দেশে প্রকাশিত 'গল্পসল্প' দিয়েও খাসা ছোটদের বই হয়।

লেখক জীবনের গোড়ায় দুজন অতুলনীয় প্রকাশক পেয়েছিলাম। সিগনেট প্রেসের দিলীপ গুপ্ত আর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের জিতেন মুখুজ্জে। ভাগ্যদোষে দু-জনকেই হারিয়েছি। তার অনেক দিন পরে আনন্দ পাবলিশার্স এবং বিশেষ করে তোমাকে পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

যে ছয়টি বইয়ের প্রস্তাবনা করলাম ১৯৮৭-এর শারদীয়া পুজার মধ্যে তার কটি ছাপতে ভরসা পাবে, আমাকে বলে যেও। বাকি বিলিয়ে দেব। কালের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই।

তোমার লীলাদি

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৩

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
21.2.86

স্নেহের বাদল,

সেদিন যদি তুমি নিজে এসে ফিরে গিয়ে থাক, তাহলে আমার দুঃখের অন্ত নেই। একটা চিঠিতে আমার জিজ্ঞাস্যগুলো জানিয়ে দিও, তাহলেই হবে। যদিও তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। স্পন্ডিলাইটিসে কষ্ট পাই। তার উপর পরশু আমার ছোট ভাই শান্তিনিকেতনে হঠাৎ মারা গেল। মনও বড়ই খারাপ হয়ে আছে। ডাক্তারের পরামর্শে দুপুরে ২টা থেকে চারটে শুয়ে থাকি।

আরেকটা জানবার ছিল। আনন্দমেলায় প্রকাশিত আমার গোটা ৪/৫ ছোট উপন্যাস দিয়ে একটা সুন্দর বই হয়। তোমরা করবে? না হলে অন্য কাউকে দিয়ে দিই। উত্তর দিয়ো। এলে আরো খুশি হব।

ভালোবাসা নিও।

ইতি।

আ: লীলাদি

(লীলা মজুমদার)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৪

Lila Majumdar

11/4 OLD BLLYGUNGE 2 ND LANE
CALCUTTA-700019
PHONE 44-0893

28.11.89

স্নেহের বাদল,

সিগনেট প্রেস্‌কেও Rej.A.D. করে এই চিঠি পাঠিয়েছি। তোমাকে যে কপি দিলাম সেটা পড়লেই সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝবে। ওর কাছ থেকে যে statement দরকার, তারও কপি দিলাম। আশা করি এতেই হবে।

তোমাকে যে গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করার কথা বলেছিলাম, তার ২/১ টা বাদে প্রায় সবই আনন্দমেলায় বেরিয়েছে। গোটা দুই আমার অনুমতি ছাড়াই ছোট প্রকাশকরা ছেপে দিয়েছে। সেগুলোতে আপত্তি থাকলে বাদ দিও। নোট করে দিয়েছি।

যদি কাউকে পাঠাতে পার, তার হাতে কপি দিয়ে দেব। সকাল ৮.৩০—১১.৩০, কিম্বা বিকেলে ৪টার পর পাঠিও।

তোমরা সকলে আমার স্নেহ গ্রহণ কর।

ইতি।

লীলাদি।

(লীলা মজুমদার)



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Lila Majumdar

11/4, OLD BALLYGUNGE 2ND LANE
CALCUTTA-700019
PHONE 44-0893

২৪. 11. ৮৭

প্রিয় [illegible],

[illegible] Regd. A.D.

[illegible] এই চিঠি পাঠাচ্ছি। তোমাকে যে কবিতা [illegible] সেটার [illegible] সমস্ত [illegible]। ওর- [illegible] যে statement [illegible]; [illegible] কপি [illegible]। আমার [illegible] একেই [illegible]।

[illegible] যে [illegible] 2/3 [illegible] সব [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible]। [illegible] [illegible]।

যদি [illegible] [illegible] যায়, তবে [illegible]। [illegible] — ১১ই, [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]। (লীলা মজুমদার)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২৫

11/4 Old Ballygunge 2nd Lane, Cal 19
27.5.92

স্নেহের বাদল,

তোমাদের জন্য নতুন বই, তার নাম ইত্যাদি তৈরি। দুপুরে ১২টা থেকে ৫টা ছাড়া যে কোনো সময় কেউ এলে দিয়ে দেব।

স্নেহাশীর্বাদ নিও।

লীলাদি
(লীলা মজুমদার)

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলা মজুমদারের পত্রসংকলন

রূপক চট্টরাজকে লেখা

রচনাকাল ১৯৯১-১৯৯৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১

11/4 OLD BLLYGUNGE 2 ND LANE
CALCUTTA-700019
PHONE 44-0893

6.6.91

রূপকের এতোল বেতোল পড়ে মনে ডুগ্-ডুগি বাজে। তাকে তাকে বসে রই, খুঁৎ খুঁজে হদ্দ হই। কোথাও যদি ছন্দ কাটে, দেখে মোর বক্ষ ফাটে। ছড়ার যেমন হওয়া উচিত, আজগুবির অন্ত নেই। ফাঁক-ও আছে, এত জানোয়ার ঠাঁই পেল, বলি, ব্যাং নেই কেন, এ্যাঁ? প্যাঁচা কই? বাদুড় কই? ওদের ছাড়া দুঃখী মানুষ বাঁচে কেমনে? মানেটানে শুনতে চাইনে। শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে।

বলি মলাটে অমন ছবিটে, তার যুগ্যি কাব্য কই? বই যে রইল আধখ্যাঁচড়া, আরো কটা লাগিয়ে দে না, পরাণ জুড়োক।

ইতি।

আ:

লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২

ভূমিকা

ভাই ছোটরা, আমার বন্ধু রূপক চট্টরাজের লেখা এক ঝুড়ি গল্প তোমাদের জন্য ধরে দিলাম। পড়ে দেখ তো কেমন লাগে।

নাম দিয়েছি 'এ দুনিয়া আমার মুনিয়া' মুনিয়াপাখির মতো ছোট ছোট মিষ্টি মিষ্টি গল্প।

লেখক মশাই যেখানে যা ভালো জিনিস খুঁজে পেয়েছেন, তাই তোমাদের জন্য ধরে দিয়েছেন।

তার উপর যে-সব ভালো জিনিস বাইরে ততটা চোখে না পড়লেও, তাঁর মনের মাঝে ডানা ঝাপটায়, কতক আঁচ করে, কতক সন্দেহ করে, দিয়েছেন ঠুসে।

ওরা সব কিন্তু আমাদের প্রাণের জিনিস, তাই আদর করে মনের মধ্যে তুলে রেখো। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া কর। দেখবে রামধনুর রং ছিটোবে।

ইতি

তোমাদের লীলাদি

৬।৯।৯৪

লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ৩

(লীলা মজুমদার)

রূপক চট্টরাজের জন্য

ছোটদের গল্প-সংকলনের নাম আর ভূমিকা লিখে দিতে হবে?

নাম 'আলোর পাখা' (বা) 'আলোর পাখি'

ভূমিকা— ছোটদের গল্প কেমন হবে? না, বর্ণে বর্ণে সত্যি হবে, কিন্তু মাটিতে পা পড়লেই গা ঝাড়া দিলে সব ধূলো ঝরে পড়বে। মনের কালিও ঘুচে যাবে।

গল্প পড়তে পড়তে মনে হবে আকাশের শেষ নেই। ওপারের ঘাটের সিঁড়ি দেখা যায় না। সেই ঘাটেই দুঃখীরা পা রাখার ঠাঁই পায়।

সত্যি আবার কাকে বলে? যা ঘটে গেছে, শুধু সে-ই কি সত্যি? আর যা হয় তো ঘটেনি কিন্তু কোনো সময়ে ঘটতে পারে, সে তো মিথ্যে নয়।

মাটির ঘর মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু মনের ঘর পাখা মেলে আকাশে ওড়ে।

গল্পরা থাকে সেই ঘরে এই আমার শেষ কথা।

লীলা মজুমদার

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলা মজুমদারের পত্রসংকলন

# দুই সন্দেশীকে লেখা

রচনাকাল ১৯৮৩

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ১

রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, ৭৩১২৩৫
২০.৬.৮৩

স্নেহের সলিল,

আজ তোমার পোঃ কাঃ পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। গৌরী ধর্মপালের 'মাল্যশ্রীর পঞ্চতন্ত্র'টিও পড়ে দেখ। (সুখলতা রাওয়ের পঞ্চতন্ত্রের গল্প আছে মনে হয়।) যদিও অনেকখানি মৌলিক। ওই রকম নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখোনা, নইলে ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়বে না। এসব প্রাচীন বইয়ের কোনও কপিরাইট থাকে না। মিল্টন বাইবেলের অংশ নিজের মতো করে Paradise Lost তৈরি করেছিলেন। তুমিও স্বচ্ছন্দে ঐ সব গল্পে নিজস্ব বক্তব্যও ভরে দিতে পার। নামধাম তো বটেই। আমার অনুবাদে লালবিহারী দে-র বাংলা উপকথার গল্পগুলো নজর করে দেখলে বুঝবে ওসব নিছক অনুবাদ নয়। বহু স্থানে উনি গল্পের frame টুকু দিয়েছেন। নামধাম রস দিয়ে আমি তাকে পূর্ণ করেছি। ছোটদের অনুপযুক্ত অংশ বাদ দেবে। প্রাসঙ্গিক নতুন সংযোজন দরকার হলে দেবে। Fossil নিয়ে আমাদের কারবার নয়। তার মধ্যে চিরন্তন সামগ্রীটুকু নিও। তোমার বইয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ডাকে সন্দেশ কার্যালয়ে পাঠিয়েছিলাম। কি হল বুঝলাম না। খোঁজ নেব। এখানেও দারুণ গরম, দারুণ খরা।

স্নেহাশীর্বাদ নিও।

আঃ লীলা মজুমদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রসংখ্যা ২

Suit 8
30, Chowringhee Road
Cacutta-16

স্নেহের শিবানী,

এর আগেও তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিলাম মনে হচ্ছে, কিন্তু উত্তর দিয়েছিলাম কিনা ভুলে গেছি। তোমার নববর্ষের শুভেচ্ছা পেয়ে বেজায় খুশি হলাম। কিন্তু নিজের কথা আরেকটু জানালে আরো খুশি হতাম। Lasser বলে একটি অদ্ভুত কিছুতে কাজ করছ নাকি? কি কাজ? কেমন কাজ? পয়সাকড়ি যথেষ্ট দেয় তো? আশা করি কিছু পড়ছ-টড়ছ? সুযোগ কখনো ছাড়তে হয় না মাণিক। আমি ভালো ছাত্রী ছিলাম, কিন্তু সুযোগের অভাবে বিদেশে গিয়ে আরো পড়তে পারি নি। পরে যখন সুযোগ এসেছিল তখন অন্যান্য দায়িত্ব ছেড়ে যেতে পারিনি। সুযোগ এলে তাকে বরণ করে নিতে হয়।

দেশে ফিরবে না? এখানকার অশান্তি বিক্ষোভ অনিয়মের মধ্যে আমি আশার বাণী শুনতে পাই। ঘুমন্তরা যেন জেগে উঠেছে। উঠেই অবশ্য খানিকটা পাগলামি করছে, কিন্তু মনে হয় সেটা সাময়িক। শেষটা হয়তো আমার দেখে যাওয়া হবে না। তোমরা দেখবে। তাই ভালো লাগে।

লেখা পড়া নিয়েই থাকি। তাছাড়া দুটো নাতনি আর দুটো নাতি আছে। তাদের বয়স ১০ বছর থেকে তিন মাস। আমার আর তোমার মেসোমশাইয়ের সমবয়সী। কাজেই বুঝতেই পারছ কেমন জমে! প্রায়ই আসে তারা।

ঐ দুটি নিয়ে জীবনের সন্ধ্যাবেলাটা মন্দ কাটছে না! এমনিতে ভালোই আছি। প্রত্যেক মাসে শান্তিনিকেতনে এক সপ্তাহ কাটাই। দুঃখের বিষয় তোমার মেশোমশাইয়ের lumbargo হওয়াতে পৌষ উৎসবে যাওয়া হয়নি। পরশু আবার যাব। এখন চমৎকার সময়। আমাদের মৌসুমী ফুল নাকি ফুটছে।

কয়েকটা নতুন বই বেরিয়েছে। "মাকু" আর "নেপোর বই" আর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সুকুমার রায়" আর "ছোটোদের হাসির গল্প" আর "কিশোর গল্প সঞ্চয়ন"। শেষেরটি পুরনো গল্পের সংকলন।

National Book Trust-এর জন্যও উত্তর ভারতের নদীর বিষয়ে River Story লিখে দিয়েছি। বাঙালি শিল্পী দিয়ে ছবি আঁকিয়ে দিয়েছি। এখন My Friends Storiesবলে জন্তু জানোয়ারের সত্যি গল্পের বই লিখছি। তোমার কাছ থেকে ওখানকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে সরস একটা চিঠি চাই। সন্দেশের জন্যও। বাকিরা তোমার খোঁজ করে প্রায়ই।

আরো খুশি হবে শুনে যে "পদীপিসির বর্মি বাক্স" film হচ্ছে। অরুন্ধতী আর তপন সিংহ করছে। এখন রসটা ধরতে পারলে হয়। ওদের "অনিন্দ্য চিত্রের" এই প্রথম প্রচেষ্টা।

এই বছরে Children's Film-এর all India contest-এ আমার "বক-ধার্মিকের" গল্প "হীরের প্রজাপতি" নাম নিয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। দুঃখের বিষয় ওরা গল্পকারের নাম স্বীকার করেনি। ঐ film শান্তি চৌধুরী করেছিল। নাকি রসটা ধরতে পারেনি। আমাকে দেখায় নি। অবিশ্যি পয়সা-কড়ি দিয়েছিল।

সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি লিখো। দীপুর ঠিকানা দিয়েছিলাম কি? 6, Avenue Court, Crickleword Lane, Londan nwz.

ভালোবাসা নিও।

ইতি আর তোমার লীলামাসী

(লীলা মজুমদার)

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

## পত্রপ্রসঙ্গ

পত্র : অজেয় রায়

১. ট্রয় প্রবন্ধ : শ্লীমানের ট্রয় আবিষ্কার, প্রকাশ 'সন্দেশ', বৈশাখ ১৩৭০।
৩. রেন্টুর মা : প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য, তাঁর মাতা দুর্গেশনন্দিনী দেবী।
৪. তোমার বাবা : তোমার মা। পত্রপ্রাপকের পিতা পূর্ণেন্দু রায়ের মৃত্যুপ্রসঙ্গে।
লতিকা : পত্রপ্রাপকের মা।
৬. দিদিমা : ননীবালা রায়। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। সমাজসেবী।
৭. মনুজেন্দ্রনাথ সেন।
৮. মৌমাছি : কবি বিমল ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় : কবি।
১০. তোর বোন : অলকা রায়/বাগচী।
১১. 'এশিয়া' : এশিয়া পাবলিশিং।
স্বপন : স্বপনকুমার ঘোষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কর্মী।
বীরেন বন্দ্যো : বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কবি, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক।
বিমল দত্ত : বিমলকুমার দত্ত : বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন মুখ্য গ্রন্থাগারিক।
মানিক : সত্যজিৎ রায়, 'সন্দেশ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।
শিশির মজুমদার : প্রধানত 'সন্দেশ'-এর লেখক।
১২. জানকী দত্ত : বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন কর্মী।
১৩. 'বিমলা' : বিমলা প্রকাশনী।
'আশাপূর্ণা' : কথাশিল্পী আশাপূর্ণা দেবী।
১৪. বিমলা, নির্মল, মনোমোহন, নাথ : কলকাতার প্রকাশন সংস্থা।
নীরেন : কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ওই সময় 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক।
শ্যামলদা : শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ। 'জঙ্গলে জঙ্গলে', 'নাইরোবি থেকে রবি' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা।
বীণা : বীণা ঘোষ, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের সহধর্মিণী।
রঞ্জন : লীলা মজুমদারের পুত্র, দন্ত চিকিৎসক।
১৫. পক্ষিরাজ : ছোটদের পত্রিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমেনবাবু : সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র।
নিনি : নলিনী দাস। সন্দেশ-এর অন্যতম সম্পাদক, লেখিকা।
বাদল বোস : আনন্দ পাবলিশার্স-এর তৎকালীন পরিচালক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।
পার্থ : পার্থ বসু, সাংবাদিক ও লেখক।
বিপুল : বিপুল গুহ, শিল্পী।
আমাজনের গহনে : অজেয় রায়ের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। প্রকাশ ১৩৮৪।
কিশোর ভারতী : ছোটদের পত্রিকা।

১৬. সাহিত্য সংসদ : 'শিশু সাহিত্য সংসদ' প্রকাশন সংস্থা।
অমৃত : পত্রিকা।
যুগান্তর : সংবাদপত্র, শারদীয় পূজা উপলক্ষে বিশেষ পত্রিকা প্রকাশিত হত।

১৮. অশোকানন্দ : অশোকানন্দ দাশ। 'সন্দেশ'-এর পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য।

১৯. ড. সুবোধ দাশগুপ্ত। বিশিষ্ট চিকিৎসক। ওই সময় তিনি, স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কনকবীণা দাশগুপ্ত সহ শান্তিনিকেতনে বসবাস করছিলেন।

২৩. মনোজ দত্ত : প্রকাশক।
মহাশ্বেতা : মহাশ্বেতা দেবী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক।
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। প্রধানত 'পরিচয়' গোষ্ঠীর লেখক, রবীন্দ্র-স্নেহধন্য।

২৫. ফসিল : সাক্ষরতা প্রকাশন ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে অজেয় রায়ের এই বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থটি প্রকাশ করে। জ্যাঠামশাই : বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক কুলদারঞ্জন রায়।

২৬. অন্নপূর্ণা, উপকথার প্রকাশক। লীলা মজুমদারের অনূদিত রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র *Folk Tales of Bengal* বাংলার উপকথা (১৩৮৪), প্রকাশক অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, পরিবেশক মনোমোহন প্রকাশনী।

২৭. জীবন সরদার : পক্ষীবিশারদ অজয় হোমের ছদ্মনাম। 'বাংলার পাখি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পাকদণ্ডী : লীলা মজুমদারের আত্মস্মৃতিমূলক রচনা 'পাকদণ্ডী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ১৯৮৬ সালে।
আরব্য উপন্যাস : আরব্য রজনী নামক বিখ্যাত উপন্যাস।

৩২. ফেরোমন। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রথম প্রকাশ (১৯৭৮)।

৩৩. খেরোর খাতা। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রথম প্রকাশ (১৩৮৮)।

৩৫. শোভনলাল : শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ।
শৈল চক্র : শিল্পী শৈল চক্রবর্তী।

৩৬ অশেষ : অশেষ চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিক, লেখক।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৮. পাকদণ্ডী : লীলা মজুমদারের দ্বিতীয় আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ (১৯৮৬), আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত।
অনাথ : অনাথনাথ দাস। শান্তিনিকেতন পাঠভবনের প্রাক্তন শিক্ষক।
কানাইদা : কানাই সামন্ত। প্রখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক, কবি, প্রাবন্ধিক।

৩৯. মহানগর : সাহিত্য পত্রিকা।

৪০. ডাক্তার কুঠি : অজেয় রায়ের গল্পগ্রন্থ 'ডাক্তার কুঠি-র রহস্য' (১৯৮৯)। প্রকাশক : 'সাহিত্যবিহার', পরিবেশক : ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি।
আকাশে আগুন বাতাসে আগুন : শিশির মজুমদারের ছোটদের উপন্যাস।
কাগ নয় : লীলা মজুমদারের ছোটদের গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স (১৯৮১)।

৪১. শ্যামলদা : শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।

৪৩. আমাদের নাতনিটি : মধুমিতা মুখোপাধ্যায় (রায়)।

৪৭. এই পত্রের প্রধান অংশ শান্তিনিকেতন পৌষ উৎসবে 'সন্দেশ' স্টলের পরিকল্পনা প্রসঙ্গ।

৪৮. দে'জ : দে'জ পাবলিশিং।
মধুসূদন, দেবায়ন : দেবসাহিত্য কুটিরের প্রকাশক : মধুসূদন দেব ও শারদীয় সংখ্যা 'দেবায়ন'।

৫০. মহেন্দ্রবাবুর ছোট ছেলে : শিশু সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা-পুরুষ মহেন্দ্রনাথ দত্ত-র পুত্র দেবজ্যোতি।

৫১. সুজয়, হারুণ, রণজিৎ : লীলা মজুমদারের একনিষ্ঠ ভক্ত ও তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন।

৫৫. লীলা মজুমদারের গ্রন্থসংগ্রহ ক্রমশ তিনি দান করবেন এই ইচ্ছা পূর্বেই বলেছিলেন। প্রসঙ্গটি এই চিঠির সূচনায় পাওয়া যায়।

৫৮. উপেন্দ্রকিশোর : লীলা মজুমদারের গ্রন্থ 'উপেন্দ্রকিশোর' (১৮৮৫ শকাব্দ), নিউ স্ক্রিপ্ট।

৫৯. স্বামী, চিকিৎসক সুবীর মজুমদারের মৃত্যু উপলক্ষে অজেয় রায়ের শোকজ্ঞাপনের উত্তরে লেখা।
মানুক দেবতা : 'মানুক দেওতার রহস্য সন্ধানে'। 'পুনশ্চ' প্রকাশনাস্থল থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়।
সুপ্রিয় : সুপ্রিয় ঠাকুর। পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

৬০. এই সময়ে এবং পরবর্তীকালে লীলা মজুমদার নিজের লেখা বই সহ অন্যান্য লেখকের বহু বই আমাদের উপহার দেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৬. বুবু : পূর্ণিমা ঠাকুর, সুপ্রিয় ঠাকুরের মা।
ষষ্ঠী : শিশুসাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়।

৬৭. National Book Trust-প্রকাশিত লেখিকার 'উপেন্দ্রকিশোর'।
'অবনীন্দ্রনাথ' : বিশ্বভারতী (১৯৬৬)।

৭৯. সিদ্ধার্থ ঘোষ : শিশু সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক।

৮০. সুরেশ খাস্তগীর : শিল্পী সুধীররঞ্জন খাস্তগীরের ভাই, শান্তিনিকেতনবাসী।

৮১. সুকুলের ওষুধ : বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক ড. নির্মলচন্দ্র সুকুল।

৯০. বুড়ো : সুশান্ত ঠাকুর।

৯৩. বনের খবর : লেখিকার পিতা প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর' গ্রন্থ। সিগনেট প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ ১৩৬৩)। পরবর্তীকালে অবিকল মুদ্রণ 'লালমাটি' প্রকাশনা থেকে (মার্চ ২০১১)।

৯৪. মৌসুমীর দেবকুমার : মৌসুমী প্রকাশন সংস্থার স্বত্বাধিকারী দেবকুমার বসু।

৯৭. ক্ষিতীন, ধীরেন্দ্রলাল : শিশু সাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, ধীরেন্দ্রলাল ধর।
বড় ডাক্তারবাবু : বিশ্বভারতী পিয়রসন মেমোরিয়ল হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক শচীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুপ্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের শেষ চিকিৎসাকালে শান্তিনিকেতনে শচীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১০০. ভানি : গৌরী চৌধুরী।
ভানির নাতনি : রণিতা মুখোপাধ্যায়।
বুড়োর ছোট মেয়ে : সুশান্ত ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা বিদিশা।

১০১. রবীন্দ্রস্মৃতির বই : অনুমান করা যায়, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি-প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৯) গ্রন্থে প্রকাশিত লীলা মজুমদারের 'গুরু' নিবন্ধ।

১০৫. লেখিকার শেষ চিঠি ১০.১.৮৭-র পর ৩০.৩.৮৭-তে লেখা এই চিঠির ব্যবধান ৩ মাসেরও অধিককাল। এর মধ্যে তাঁর মস্তিষ্কে শল্য চিকিৎসা হয়—চিঠির সূচনায় তার ইঙ্গিতটুকু আছে।

১১২. বুবুর নাতনি : পূর্ণিমা ঠাকুরের নাতনি শ্রীনন্দা চৌধুরী (মুখোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী।

১১৩. সারি : সারিকা, সুপ্রিয় ও শুভ্রা ঠাকুরের কন্যা।

১১৪. লেখিকার সুদীর্ঘকালের বন্ধু সাহিত্যসঙ্গী প্রেমেন্দ্র মিত্রর জীবনাবসানের পর লেখা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্র : রেবন্ত গোস্বামী

২. একবারে আক্ষরিক অক্ষরে শিশুদের জন্য ইংরেজি nursery rhymes এর আমেজ নিয়ে কিছু ছড়া সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল 'রেবন্ত গোস্বামীর ছড়া' নামে। যেমন 'মৌমাছি মৌমাছি, মধু তোর কই?/আতাগাছে রাখা আছে তিন চাক ওই।/এক চাক খোকা নেবে, এক চাক খুকু,/পুসি এসে খেয়ে যাবে বাকি মধুটুকু।'

মহেন্দ্রবাবু : শিশুসাহিত্য সংসদের প্রাক্তন কর্ণধার। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু বয়সজনিত কারণে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ হলে পরবর্তী কর্তৃপক্ষ বলেন, প্রচুর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় থাকাতে ওটি অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে না।

অরু-মিতু : গত শতকের পঞ্চাশ দশকের পটভূমিকার প্রেক্ষাপটে কিশোর উপন্যাস 'অরুমিতুদের কথা' সন্দেশে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। পরে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বেরিয়েছিল।

'নীল পালক' অবশ্য মঞ্জিল সেনের লেখা।

বাদল : আনন্দ পাবলিশার্সের দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

৪. লেখাটির নাম 'শঙ্খপাহাড়'। শারদীয় সংখ্যার জন্য লেখা উপন্যাস। স্থান সংকুলানের জন্য প্রথম ও মাঝের থেকে দু-একটি পরিচ্ছেদ বাদ দেওয়াতে কিছুটা অসংলগ্ন ও সাহিত্যরসের হানি হয়। পরে আর বই হিসেবে প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য অন্য প্রকাশক থেকে (দে'জ) প্রকাশিত 'সেরা সন্দেশ উপন্যাস সংকলন'-এ অন্তর্ভুক্ত।

৫. 'আলোর ফুলকি' নামে একটি গল্পসংকলন এবং লীলা মজুমদারের পছন্দের একটি উপন্যাস (অপ্রকাশিত) নিয়ে।

৬. নাতি-নাতনিদের জন্য গৃহশিক্ষক। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের পরিচিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

৭. ড. মজুমদার : ডা. সুধীরকুমার মজুমদার। মদন : মদন মজুমদার। নাতিনাতনির গৃহশিক্ষক।

৮. পুরস্কার : রবীন্দ্র-পুরস্কার।

দাদা : প্রভাতরঞ্জন রায়।

৯. পরিষদ : শিশুসাহিত্য পরিষদ।

বিচার-সমিতির সদস্য : ঐ পরিষদের পরিচালিত বছরের সেরা কিশোর গ্রন্থের জন্য ফটিক-স্মৃতিপদক পুরস্কার সমিতি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈল : শিল্পী শৈল চক্রবর্তী।
শিশির : লেখক শিশিরকুমার মজুমদার।

১০. ভুবনেশ্বরী পদক : কিশোর সাহিত্যে সারা জীবনের অবদানের জন্য দেওয়া পদক।
ক্ষিতীন : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।

১১. নিনি : নলিনী দাশ। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর কনিষ্ঠা কন্যা ও জীবনানন্দের ভ্রাতা অশোকানন্দের সহধর্মিণী। বেথুন কলেজ ও বি. এড. কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা।
মহানগর : সমরেশ বসু সম্পাদিত পত্রিকা। সেই সংস্থা থেকেই প্রকাশিত অনীশ দেব-সম্পাদিত ছোটোদের পত্রিকা 'সবজান্তা ও মজারু'।
অজেয় আর অনাথনাথ : শান্তিনিকেতনবাসী লীলা মজুমদারের প্রতিবেশী লেখক অজেয় রায় এবং অনাথনাথ দাস।
লীলা মজুমদারের অনেকটা লেখা পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন থেকেই হারিয়ে যায়। আর পাওয়া যায়নি। নতুন করে লেখাও হয়নি।

১২. মানিক : সত্যজিৎ রায়।
নিনি : সত্যজিতের পিসতুতো দিদি অন্যতম সন্দেশ সম্পাদক নলিনী দাশ।

১৩. রেবন্ত গোস্বামীর কন্যা চান্দ্রেয়ীর বিবাহ উপলক্ষে আশীর্বাদ ও উপদেশ।

১৪. মানিক : সত্যজিৎ রায়।
অশোকানন্দ : অশোকানন্দ দাশ।
সুজয় : সন্দেশের সঙ্গে যুক্ত সুজয় সোম।
সন্দীপ : সন্দীপ রায়, সত্যজিৎ রায়ের চিত্রপরিচালক পুত্র।

১৫. 'ময়ূরপঙ্খী নাও' বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু ছড়া। প্রকাশিত হয়নি।

১৭. বাবুয়া : অশোকানন্দ নলিনী দাশের পুত্র অমিতানন্দ দাশ। কল্পবিজ্ঞানের গল্পসংকলনটি নিউ স্ক্রিপ্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'বৃশ্চিকগ্রাস' নামে।

১৯. একই তারিখে দুটো আলাদা P.C. লিখেছেন।

২০. ঐ।

**পত্র : প্রণব মুখোপাধ্যায়**

১. materialগুলো : মসুয়া রায়পরিবারের রচনা সংকলন।
কমলা চট্টোপাধ্যায় : লীলা মজুমদারের কন্যা।
সুজয় : সুজয় সোম (এক সময়ে 'সন্দেশ'-এর যুগ্ম সম্পাদক)।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবুয়া : অমিতানন্দ দাশ, সন্দেশের সেক্রেটারি, অশোকানন্দ দাশ ও নলিনী দাশের পুত্র।

২. হীরক রায় : (অধুনা লুপ্ত) 'অনন্যা' প্রকাশনার মালিক।

৩. অশেষ চ্যাটার্জি : বোলপুর-শান্তিনিকেতনে ইংরেজি কাগজ *স্টেটসম্যান*-এর তৎকালীন সাংবাদিক।

৪. শ্যামলদা : শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ। বিখ্যাত জিওলজিস্ট, 'সন্দেশ'-এর লেখক।

৫. গল্প-সংকলন 'চকমকি'।
নীরেন : কবি ও সাহিত্যিক, এক সময়ের 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৬. রঞ্জন : লীলা মজুমদারের পুত্র ডা. রঞ্জন মজুমদার।
বিপর্যস্ত ফাইল : শান্তিনিকেতনের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল লীলা মজুমদারের অনুপস্থিতিতে। সেই সময় শিশুসাহিত্যের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিঁড়ে বিপর্যস্ত হয়েছিল।
সোনা : ললিতা দাশ, ক্রিকেটার কার্তিক বসুর সহোদরা।

৭. কমলি : লীলা মজুমদারের কন্যা কমলা চট্টোপাধ্যায়।
সোনার কার্তিকদা : ললিতা দাশের সহোদর, প্রাক্তন ক্রিকেটার কার্তিক বসু।
কাঞ্চনজঙ্ঘা : কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস।
অজেয় : শান্তিনিকেতনবাসী শিশু সাহিত্যিক, অজেয় রায়।

৮. হাবু : লতিকা নাগ, লীলা মজুমদারের সহোদরা, শ্রী শিক্ষায়তন স্কুলের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল।
অন্তু : অজেয় রায়।

৯. শিশির : লেখক শিশিরকুমার মজুমদার।
সুকন্যা : একটি পত্রিকা।

পত্র : রূপক চট্টরাজ

১. রূপক : রূপক চট্টরাজ, শিশু সাহিত্যিক।
এতোল বেতোল : রূপক চট্টরাজের ছড়ার বই, প্রকাশক : নিউস্ক্রিপ্ট। এই চিঠিটি এতোল বেতোলের 'ভূমিকা'।

২. 'এ দুনিয়া আমার মুনিয়া' লীলা মজুমদারের দেওয়া নাম রূপক চট্টরাজের গল্পের বইটির জন্য।

৩. এটি রূপক চট্টরাজের সম্পাদনায় গল্প সংকলনের নামকরণের চিঠি।

---

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলা মজুমদার
জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮
মৃত্যু : ৫ এপ্রিল ২০০৭

বাংলা শিশুসাহিত্যের অনন্য-সাধারণ লেখিকা লীলা মজুমদার। এই মানুষটি এক-শো বছর আমাদের মধ্যে ছিলেন। নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন বহুবিধ কর্মকাণ্ডে। শিক্ষকতা করেছেন দার্জিলিং, শান্তিনিকেতন ও কলকাতায়। আকাশবাণীতে নারী এবং শিশুবিভাগের প্রযোজক ও দীর্ঘকাল 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

AMARBOI.COM

সংকলন-সহায়তা
অনাথনাথ দাস

ISBN : 978-93-81174-19-7

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

লা ল মা টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~